উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮১,৩৬১.৮৭ (-৮২.৭৯)
নিফটি : ২৪,৭৯৩.২৫ (-১৮.৮০)

ধৈর্য ধরার বার্তা
এক সপ্তাহ পরেও জানা গেল না, কী কারণে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান এআই-১৭১ ভেঙে পড়েছিল। বরং আরও ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিলেন এয়ার ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরণ। » ৭

ভর্তির পোর্টাল নিয়ে মামলা
ওবিসি জটে কলেজে ভর্তির পোর্টাল। ওই পোর্টালে ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি ক্যাটিগোরি আলাদা থাকায় আদালত অবমাননার অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩২° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

'ইংরেজিতে কথা বলতে লজ্জা হবে' » ৭

৫ আষাঢ় ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 20 June 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 33

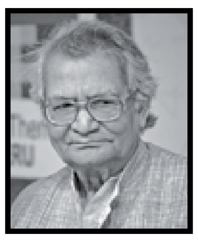

বাংলা সাহিত্য ভুলবে না প্রফুল্লকে

পবিত্র সরকার

প্রফুল্ল রায় চলে গেলেন বৃহস্পতিবারের বৃষ্টিভেজা বিকেলে। গল্পকার, ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক- দেশভাগের পর বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তু জীবনের এক সফল ও মর্মদ্রাবী চিত্রকার। তাঁর গ্রন্থগুলি দু'পারের বাঙালিরই স্মৃতিবেদনা বা নস্টালজিয়ার বিপুল ভাণ্ডার। প্রফুল্লদার (তাঁকে আমি এই নামেই ডাকতাম) দেড়শোর বেশি বইয়ের নাম পর পর লিখে গেলেই একাধিক উত্তর সম্পাদকীয় ভরে ফেলা যায়। কিন্তু আমরা আজ কেউ সেই তুচ্ছ কাজের জন্য কলম ধরিনি।

আমরা তো ভয়ে ভয়েই ছিলাম, তিনি অসুস্থ হয়ে নার্সিংহোমে শয্যাশায়ী ছিলেন বেশ কয়েক সপ্তাহ হল। আমাদের এই বয়সে সুখবরের দেখা খুব কমই মেলে, তাও আমাদের হিসেবে ছিল। যা খবর পাচ্ছিলাম তা খুব আশা জাগায়নি। নিজের বয়সজনিত নানা অসুবিধার জন্য দেখতে যাওয়া হয়নি। এখন অপরাধবোধে ভুগছি, আর ভাবছি,

এরপর দশের পাতায়

বিশ্বযুদ্ধের জল্পনা

শক্তি বাড়াচ্ছে আমেরিকা, ময়দানে রাশিয়াও

তেল আভিভ, ১৯ জুন : তবে কি বিশ্বযুদ্ধ! নাকি পারমাণবিক সংঘাত!

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত ঘিরে এই দুই সম্ভাবনা এখন জোরালো। ইরাক, সৌদি আরব, কাতারে মোতায়েন মার্কিন সেনা ও বিমানবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার এডেন উপসাগরে পৌঁছে গিয়েছে আমেরিকার বিশাল নৌবহর। ওয়াশিংটনের আকাশে দিনভর চক্কর কেটেছে 'ডুমস ডে বিমান'।

সাধারণত বেনজির সংকটে মার্কিন শীর্ষকর্তারা বোয়িং ই-৪বি ডুমস ডে বিমানে সওয়ার হয়ে আকাশ থেকে সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করেন। এককথায় এই বিমান হল উড়ন্ত কমান্ডিং সেন্টার। ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সেই বিমানের তৎপরতাকে তাই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ঘটনাচক্রে এদিনই ইরানের

পাশে দাঁড়িয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আমেরিকাকে সরাসরি সতর্ক করায় বিশ্বযুদ্ধের জল্পনা আরও উসকে উঠেছে। ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির প্রতি রাশিয়ার সমর্থন স্পষ্ট করেছেন পুতিন। এক সাক্ষাৎকারে বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'আমরা ইরানের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রাখছি। সেখানকার বুশেহরে আমাদের ৬০০ জন বিশেষজ্ঞ কাজ করছেন। আমরা কাউকে ফিরিয়ে আনিনি। এটা কি সমর্থন নয়?'

যদিও রাশিয়ার কাছে ইরান সামরিক সাহায্য চায়নি বলেও মন্তব্য করেন রুশ প্রেসিডেন্ট। তবে একধাপ এগিয়ে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ আমেরিকাকে সতর্ক করে বলেন, 'ইজরায়েলের হয়ে যুদ্ধে নামার কথা যেন ভুলেও না ভাবে আমেরিকা। তাহলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবে।'

এরপর দশের পাতায়

যোগসূত্র খুঁজছে পুলিশ

ছয়দিনের মাথায় শিলিগুড়িতে এটিএম লুট

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১৯ জুন : ময়নাগুড়ির বৌলবাড়িতে এটিএম লুটের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শিলিগুড়ির প্রধাননগরে চম্পাসারিতে একই কায়দায় এটিএম লুট করল দুষ্কৃতীরা। দুই ঘটনায় দুষ্কৃতীদের মধ্যে কোনও যোগসূত্র আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এখনও পুলিশের জালে ধরা না পড়া সল্লু খান চম্পাসারির ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে বলেও মনে করছে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ। বৌলবাড়ির এটিএম লুটে ধৃত চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ি থানায় আসেন জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খাণ্ডবাহালে উমেশ গণপত। তিনি জানান, ধৃতদের জেরা করে অনেক তথ্যই সামনে এসেছে। পরপর এটিএম লুটের তদন্ত চলছে।

বুধবার গভীর রাতে প্রধাননগর থানা থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যে চম্পাসারির ১ নম্বর রাস্তায় একেবারে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় মাত্র ১৩ মিনিটের মধ্যে গ্যাস কাটার দিয়ে এটিএম কাউন্টারের দুটি মেশিন কেটে টাকা লুট করে দুষ্কৃতীরা। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দাবি, লুট হওয়া টাকার অঙ্ক ১০ লক্ষ ৫০ হাজার।

গত ১৩ জুন রাতে ময়নাগুড়ি ব্লকের বৌলবাড়ি বাজারে গ্যাস কাটার দিয়ে এটিএম কাউন্টার কেটে প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ওই রাতেই পুলিশ দুষ্কৃতীদের ধাওয়া করলে তারা

একসময় গাড়ি ফেলে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। এখনও পর্যন্ত ওই গ্যাংয়ের চারজনকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছে পুলিশ। পঞ্চম অপরাধী সল্লু খান এখনও পলাতক। এদিকে বুধবার রাতে প্রধাননগর থানার চম্পাসারি এলাকায় বৌলবাড়ির মতো একই কায়দায় গ্যাস কাটার দিয়ে এটিএম কেটে টাকা লুট করে দুষ্কৃতীরা।

পরপর দুটি ঘটনা তদন্তের মোড় অনেকটাই ঘুরিয়ে দিয়েছে। তদন্তকারীদের সবচেয়ে বেশি ভাবাচ্ছে গ্যাস কাটারের বিষয়টি। বৌলবাড়ির ঘটনায় ধৃতরা স্বীকার করেছে, তারা দিল্লি থেকে ১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা দিয়ে অত্যাধুনিক গ্যাস কাটার কিনেছিল, যা দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এটিএম কেটে ফেলা সম্ভব। চম্পাসারিতেও মাত্র ১৩ মিনিটের মধ্যে গ্যাস কাটার দিয়ে মেশিন কেটেছে দুষ্কৃতীরা।

এদিন বৌলবাড়ির লুটের ঘটনায় জড়িত চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে ময়নাগুড়ি থানায় আসেন পুলিশ সুপার খাণ্ডবাহালে উমেশ গণপত। তদন্তকারীদের ধারণা, দুটি অপারেশন যেহেতু একই কায়দায় হয়েছে তাই দুষ্কৃতীরা একই বড় গ্যাং হতে পারে। দুটি দলে ভাগ হয়ে পরিকল্পনামাফিক অপারেশন করেছে তারা। বৌলবাড়ির ঘটনায় পলাতক সল্লু খান শিলিগুড়ির দলটির সঙ্গে যোগ দিতে পারে। পুলিশ সুপার জানান, সবদিক খতিয়ে দেখেই তদন্ত চলছে।

উত্তরের খোঁজে

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ভাইয়েরা আজ মানে না মমতাকেও

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

স্লোগানটা অনেকটা এরকম। স্লোগান না বলে বার্তাও বলতে পারেন।

দিদিকে বলে কিছু হবে না। আমার কাছে আসতে হবে। দিদির সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে নেব আমি।

পুলিশ থেকে স্বাস্থ্য, বিনোদন থেকে খেলা, শিক্ষা থেকে সাহিত্য-- বাংলার সর্বত্র হঠাৎই এই রব শুনছি। যা অতীব ভয়ংকর। প্রতিহিংসার প্রতীক। অথবা 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'। রবীন্দ্রনাথ স্টাইলে নয়, ভূতের ভবিষ্যৎ ছবিতে 'উঠতি মস্তান' খরাজ মুখোপাধ্যায়ের সংলাপের স্টাইলে।

এখনকার তৃণমূলে ধরাকে সরা জ্ঞান করে মারাত্মক হাঁকডাক দিচ্ছে দিদির কিছু ভাই, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন হয়ে ওঠা ভাই। অনেকে কাউন্সিলার পর্যন্ত নয়। অথচ দিদির স্নেহচ্ছায়ায় এত ক্ষমতাবান, নেত্রীকেই পাত্তা দিতে নারাজ। দিদির ভাইপোকে পর্যন্ত নয়। অনেক হাসপাতালে এই ভাইগিরি পাবেন। থানায় পাবেন। পাবেন টালিগঞ্জের বিনোদন জগতে। কলকাতা ময়দানে। কলেজ স্ট্রিটের সাহিত্য মহলে। নাট্য মহলে। শহরে, মফসসলে, গ্রামে। মহানগরে।

এরপর দশের পাতায়

SHOWROOMS: WEST BENGAL: RENAULT SILIGURI Ph: 9311399671. RENAULT GANGTOK Ph: 8929207318. RENAULT MALDA Ph: 8527236841. RENAULT RAIGANJ Ph: 9311700645. RENAULT ASANSOL Ph: 8527240471. RENAULT BALURGHAT Ph: 7428438946. RENAULT BANKURA Ph: 9667215385. RENAULT BURDWAN Ph: 8130499627. RENAULT BERHAMPORE Ph: 8527235410. RENAULT BONGAIGAON Ph: 9582232858. RENAULT DURGAPUR Ph: 8527240447. RENAULT KRISHNANAGAR Ph: 8448488211. RENAULT SINGUR Ph: 9311700650. RENAULT SURI Ph: 8377905404. KOLKATA: RENAULT KOLKATA CENTRAL (AJC BOSE ROAD) Ph: 8527234918, RENAULT KOLKATA SOUTH (ALIPORE) Ph: 8527240425, RENAULT RAJARHAT Ph: 8527240370, RENAULT BT ROAD Ph: 9311489001. RENAULT KHARAGPUR Ph: 9933376767.

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা এলএইচবি রেক সম্বলিত ১৬টি যাত্রিবাহী ট্রেনের ১৬টি আরএসএলআর কামরায় পার্সেল স্পেস লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা এলএইচবি রেক সম্বলিত ১৬টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৬টি আরএসএলআর কামরায় পার্সেল স্পেস লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত অহস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ **www.ireps. gov.in**-তে পাওয়া যাবে। **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে এই ই-অকশনের জন্য বিডিং জমা করা যাবে। ই-অকশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হলে, ব্যবসায়ীদের **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে একবারের জন্য রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার অবশ্যই নিতে হবে। **অকশন ক্যাটালগের বিস্তারিত বিবরণ:**

- **অকশন ক্যাটালগ নং :** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৫-৬জি। **কামরা :** এলএইচবি রেক সম্বলিত ১৬টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৬টি আরএসএলআর। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়:** ২৭.০৬.২০২৫, দুপুর ১টা।

(HWH-149/2025-26) **সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া**

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শিয়ালদহ ডিভিসনে রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

শিয়ালদহ ডিভিসনের দমদম জংশন স্টেশন লিমিটে, পয়েন্ট নং ২৩২বি/২৩৩ (ডিডিএস) সম্পূর্ণ রূপান্তরের জন্য, ডাউন মেন লাইনে ২১.০৬.২০২৫ তারিখ ২২.৫০ ঘ. থেকে ২২.০৬.২০২৫ তারিখ ০৫.৫০ ঘ. পর্যন্ত **৭ ঘন্টার** ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ● **ট্রেন বাতিল [২১.০৬.২০২৫ তারিখ (শনিবার)] ঃ** (১) **শিয়ালদহ-বনগাঁও ঃ** আপ ৩৩৮৬১, ৩৩৮৬৩/ডাউন ৩৩৮৫৮, ৩৩৮৬০। (২) **শিয়ালদহ-ডানকুনি ঃ** আপ ৩২২৪৭, ৩২২৪৯/ডাউন ৩২২৫০, ৩২২৫২। (৩) **শিয়ালদহ-বারুইপাড়া ঃ** আপ ৩২৪১৩/ডাউন ৩২৪১৪। **ট্রেন বাতিল [২২.০৬.২০২৫ তারিখে (রবিবার)] ঃ শিয়ালদহ-ডানকুনি ঃ** আপ ৩২২১১, ৩২২১৩, ৩২২১৫/ডাউন ৩২২১২, ৩২২১৪, ৩২২১৬। **শিয়ালদহ-বনগাঁও ঃ** আপ ৩৩৮১১, ৩৩৮১৩/ডাউন ৩৩৮১৬, ৩৩৮২২। **শিয়ালদহ-হাসনাবাদ ঃ** আপ ৩৩৫১১/ডাউন ৩৩৫১২। **শিয়ালদহ-বারাসাত ঃ** আপ ৩৩৪৩১। **শিয়ালদহ-নৈহাটি ঃ** আপ ৩১৪১১/ডাউন ৩১৪১২। **শিয়ালদহ-হাবড়া ঃ** আপ ৩৩৬৫১/ডাউন ৩৩৬৫২। **শিয়ালদহ-কল্যাণী সীমান্ত ঃ** আপ ৩১৩১১/ডাউন ৩১৩১২। **শিয়ালদহ-দত্তপুকুর ঃ** ডাউন ৩৩৬১২। ● **ট্রেনের পুনর্নির্ধারণ ঃ** ২২২০২ ডাউন পুরী-শিয়ালদহ দুরন্ত এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২১.০৬.২০২৫) ২ ঘন্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে অর্থাৎ পুরী থেকে ১৯.৪৫ ঘঃ-এর পরিবর্তে ২২.১৫ ঘঃ-তে ছাড়বে। ● **মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের পথ পরিবর্তন ঃ** i) ১৩১৪৮ ডাউন বামনহাট-শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২১.০৬.২০২৫) ডানকুনি-শিয়ালদহ হয়ে চলার পরিবর্তে **ব্যান্ডেল-নৈহাটি-শিয়ালদহ** হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলবে এবং **বেলঘরিয়াতে** থামবে। ii) ১২৩৪৪ ডাউন হলদিবাড়ি-শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ২১.০৬.২০২৫) ডানকুনি-শিয়ালদহ হয়ে চলার পরিবর্তে **ব্যান্ডেল-নৈহাটি-শিয়ালদহ** হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলবে। ● **ট্রেনের সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু এবং সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ [২২.০৬.২০২৫ তারিখ (রবিবার)] ঃ** ৩৩৮১২ ডাউন বনগাঁও-শিয়ালদহ লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে দমদম ক্যান্টনমেন্টে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং ৩৩৮১৫ আপ শিয়ালদহ-বনগাঁও লোকাল শিয়ালদহের পরিবর্তে দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। ব্লক চলাকালীন ট্রেন চলাচলে বিলম্ব হতে পারে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সম্প্রীতির অনন্য নজির

হিন্দুর সংকারে মুসলিমরা

হিন্দু বৃদ্ধের সংকারে গ্রামের মুসলিমরা। মালদার বৈষ্ণবনগরে।

এম আনওয়ার উল হক

বৈষ্ণবনগর, ১৯ জুন : ধর্মের নামে যখন দেশে বিভাজনের রাজনীতি মাথাচাড়া দিচ্ছে, তখন তার ঠিক উলটো ছবি উঠে এল মালদার বৈষ্ণবনগরের পারদেওনাপুর শোভাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হজরত হাজিপাড়া গ্রামে। যেখানে এক হিন্দু বৃদ্ধের মৃত্যুতে পাশে দাঁড়াল গ্রামের মুসলিম সমাজ।

বৃহস্পতিবার সকালে মারা যান গ্রামের একমাত্র হিন্দু পরিবারের কর্তা লক্ষ্মী রবিদাস (৭৫)। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন তিনি। স্ত্রী কাকলি রবিদাস ছাড়া বাড়িতে কেউ ছিলেন না। তিন ছেলে ও ছয় মেয়ে-সকলেই সংসার পেতেছেন দূরে। কেউই উপস্থিত হতে পারেননি। এদিকে চোখ অন্ধকার কাকলির। দেহ পড়ে ছিল বাড়ির বারান্দায়। এমন সময় হাজির হন মুসলিম প্রতিবেশীরা। কারও হাতে দাহের কাঠ, কারও হাতে চাঁদার টাকা, কেউ বা ডেকে আনলেন গাড়ি।

লক্ষ্মীর আত্মীয় সমীর রবিদাস বলেন, 'আমরা দূরে থাকি। কাকার মৃত্যুর খবর শুনে ছুটে আসার আগেই গ্রামের মুসলিম ভাইয়েরা যেভাবে দায়িত্ব নিয়ে সংকারের সব কিছু করলেন, সেটা কোনওদিন ভুলব না। ওঁরা আমাদের আপন। এই সম্পর্ক ধর্ম দিয়ে বাঁধা যায় না।' কাকলি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'এই গ্রামের মুসলমান ভাইয়েরা আমার চোখের জল মোছার জন্য এসে দাঁড়ালেন। এ আমি সারাজীবন মনে রাখব।'

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, এবারই প্রথম নয়, এর আগেও এখানে সম্প্রীতির নজির দেখা গিয়েছে। এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা মহম্মদ কালু শেখ বলেন, 'ওঁরা তো আমাদেরই লোক। ধর্ম আলাদা হতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের টানটা তো এক। বিপদে পাশে থাকাটাই আমাদের ধর্ম।' একই সুরে মহম্মদ লাল্টু মণ্ডল বললেন, 'আমরা জানি মানবতা সবকিছুর ওপরে। আজ ওঁদের দরকার ছিল, তাই আমরা এসেছি। কাল আমাদের দরকার হলে ওঁরাও আসবেন।'

তার চুরির অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ১৯ জুন : শিলিগুড়ির ক্ষুদিরামপল্লি এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরেই চুরি যাচ্ছে বিভিন্ন দোকানের এসির তামার তার। ঘটনায় ক্ষিপ্ত ব্যবসায়ীরা। বৃহস্পতিবার পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে অভিযোগ জানায় ক্ষুদিরামপল্লি বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী সমিতি ১ নম্বর লোকাল কমিটি। কমিটির সহ সভাপতি স্বপন সরকার বলেন, 'এক সপ্তাহ ধরে চুরি যাচ্ছে এসির তামার তার। সিসিটিভির ফুটেজ পেয়েছি। সেসব নিয়েই পুলিশের কাছে এসেছি। পুলিশ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে।'

স্টেশন ইয়ার্ডে গ্রেডিয়েন্ট প্রমাণীকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং ৫৪/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৭-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং. ২৩-এপি-I-২০২৫। কাজের নামঃ জ্যেষ্ঠ ডিইএন/সি/আলিপুরদুয়ার জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে এলআইডিএআর সার্ভে প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্টেশন ইয়ার্ড এবং খণ্ডের গ্রেডিয়েন্ট প্রমাণীকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ২,১৭,০৫,২৪৪.১৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৫৮,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৭৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৭৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

Office of the Block Development Officer
Tufanganj-I Dev. Block
Tufanganj, Cooch Behar

NOTICE INVITING TENDER

E-tender are invited vide this office Memo No. 2000, Dated : 19-06-25, NIT-03 (BDO)/2025-26, Last date of Bid Submission are 01-07-2025 Intending tenderers may contact this Office for details.

Sd/-
Block Development Officer
Tufanganj-I Development Block

Block Development Officer Sadar Block Jalpaiguri

NIT No. WB/JAL/SADAR/B.D.O/03/25-26, Dated : 17-06-2025 invited by the undersigned for 04 No's of work under Sadar Block, Jalpaiguri Period and time for download of bidding documents : From 17-06-2025 Time: 18.00 Hour To : 24-06-2025 Time : 14.00 Hours. Please visit on website: **www.wbtenders.gov.in** Detailed will be available from the office on all working days.

Sd/-
Block Development Officer
Sadar Block Jalpaiguri

NOTICE

DO No. 1369 Dated : 18.06.2025
Ref: Police, WB Org No.128/ Law Cell/ADM/CR/LC-1410/24 dt. 13.06.2025,
Sub: Engagement of two Senior Legal Consultants in Kalimpong District Police on contractual basis:
Applications are invited from the eligible candidates for the post of Legal Consultant in Kalimpong District Police addressing to the Superintendent of Police, Kalimpong. Application shall reach to the office of the SP, Kalimpong by hard copy or through mail by 05.07.2025 positively. No application will be entertained after the said date. (.) For application format and other details please visit our website - https://kalimpongpolice.wb.gov.in/login-view or may contact : 9147889088 or E-mail ID- dcrkalimpong@gmai.com.

Sd/-
Superintendent of Police
Kalimpong

Government of West Bengal,
Office of the District Magistrate, Darjeeling
District Planning Section
NIeT No 02/PLAN/DARJ/ICDS/2025-26 Dt:18.06.2025

For the above mentioned NieT, the last date for submission of bid is 11.07.2025 upto 18:00 Hrs. respectively. For details log in at www.darjeeling.gov.in

Sd/-
District Magistrate,
Darjeeling

PMSHRI KENDRIYA VIDYALAYA AFS BAGDOGRA
P.O. BAGDOGRA AIR PORT, DT. DARJEELING,
WEST BENGAL, PIN - 734421
E-Mail :- kvafsbagdogra2020@gmail.com,
Website : https://bagdogra.kvs.ac.in

WALK-IN-INTERVIEW

Walk-in-interview for the session 2025-26 for part time contractual teachers for the following posts for PMSHRI KENDRIYA VIDYALAYA AFS BAGDOGRA is going to be conducted on 26 Jun 2025 (Thursday) in the Vidyalaya premises. The details related to posts, eligibility criteria, date of interview / time & format for application are available in the announcement column of the school website : https://bagdogra.kvs.ac.in

The application must be filled separately for the post of Counsellor and Art & Craft Instructor. (Candidates must bring with them their valid identity card on the day of interview for entering Air Force Station, Bagdogra in which the Vidyalaya is situated).

Principal

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB-64/45169, পিতার নাম ভুল থাকায় গত 13-06-2025, নোটারী (S) কোচবিহার, পঃবঃ সরকারের অধীনে, অ্যাফিডেভিট বলে পিতা Sobahan Ali এবং Chhoban Ali Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। সেখানে ঠিকানা - নান্দিনা, দিনহাটা, কোচবিহার ভুল লিপিবদ্ধ হয়েছে। সঠিক ঠিকানা- দি রেইনবো কমপ্লেক্স, উত্তর টাকাগাছ রোড, নেতাজী মোড়, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার।-ABU SYED CHOWDHURY. (C/115979)

DINHATA-I PANCHAYAT SAMITY
OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
DINHATA-I : COOCHBEHAR

E-Tender are invited from bonafied resourceful Contractor /Bidder for NIT No. Din-I/ P.S./03/25-26, dated - 19.06.2025 of the Executive Officer, Dinhata-I Panchayat Samity for 1 no scheme under RGSA. Details are shown in www.wbtender.gov.in. The last date for submission of tender upto 28.06.2025 at 5.00 P.M.

Sd/-
Executive Officer
Dinhata - I Panchayat Samity
Dinhata : Coochbehar

e-TENDER NOTICE

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No.:-
1) WBMAD/JM/CH/eNIT-9 (2nd Call)/2025-26 Memo No. 1065/JM Dated: 18/06/2025 Tender ID: 2025_MAD_866272_1
2) WBMAD/JM/CH/eNIQ13 (2nd Call)/2025-26 Memo No. 1066/JM Dated: 18/06/2025 Tender ID: 2025_MAD_866243_1
Last date of Bidding (On line) dated:- 04/07/2025 at 6.55 P.M.
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Executive Officer,
Jalpaiguri Municipality

e-TENDER NOTICE

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No:-
1) WBMAD/JM/CH/eNIT-13/2025-26 Memo No. 1096/JM Date: 19/06/2025 (Tender ID: 2025_MAD_866872_1)
2) WBMAD/JM/CH/eNIT-14/2025-26 Memo No. 1097/JM Date: 19/06/2025 (Tender ID: 2025_MAD_866901_1)
3) WBMAD/JM/CH/eNIT-15/2025-26 Memo No. 1098/JM Date: 19/06/2025 (Tender ID: 2025_MAD_866930_1)
4) WBMAD/JM/CH/eNIT-16/2025-26 Memo No. 1099/JM Date: 19/06/2025 (Tender ID: 2025_MAD_866973_1)
5) WBMAD/JM/CH/eNIT-17/2025-26 Memo No. 1100/JM Date: 19/06/2025 (Tender ID: 2025_MAD_867011_1)
6) WBMAD/JM/CH/eNIT-18/2025-26 Memo No. 1101/JM Date: 19/06/2025 (Tender ID: 2025_MAD_867032_1)
Last date of bidding (On line) dated:- 07/07/2025 at 6:55 P.M
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

বিক্রয়

শিলিগুড়ির বাগরাকোটে উত্তম চালু অবস্থায় ১৫-২০টি বিভিন্ন কোম্পানির ৬০০ ওয়াটের ইউপিএস বিক্রি করা হবে। আগ্রহীরা বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন। ৯৬৭৮০৭২০৮৭

কর্মখালি

আবাসিক স্কুলের জন্য ইংরেজি, বিজ্ঞান, বিটেক, বিসিএ, কম্পিউটার শিক্ষক প্রয়োজন। বুনিয়াদপুর, দঃ দিনাজপুর, 9775929069. (C/116833)

●

আন্তর্জাতিক সংস্থায়, নতুন ডিভিশনে বর্তমান কাজে বিঘ্ন না ঘটিয়ে পার্ট/ফুল টাইম কাজে আগ্রহী মঃ/পুঃ (25+) চাই। (M) 9474392215. (C/116833)

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার আই কার্ড নং GBM 2313955 বাবার নাম ভুল এবং আমার জন্মের তারিখ ভুল থাকায় গত 19.6.25, সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে বাবা Khokaram Barman এবং Khoka Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। আমার সঠিক জন্ম তারিখ 01-01-1983 নয় 12.07.1975, - পরিমল বর্মন। (C/115978)

CINEMA সিনেমা

Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
KUBERAA
(H)
*ing: Dhanush, Nagarjuna, Rashmika
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M
AC/Dolby Digital

Now showing at
BISWADEEP
KUBERAA
*ing : Nagarjuna, Dhanush, Rashmika
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M

(A.C) SILIGURI 9832336881

SHOW TIME 12.45 AM, 4.15 PM, 7.00 PM | SHOW TIME 1.30 PM

আজ টিভিতে

তুই আমার হিরো সন্ধে ৬.০০ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ মায়ের বন্ধন, দুপুর ১.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.০০ চ্যালেঞ্জ-টু, সন্ধে ৭.০০ শুভদৃষ্টি, রাত ১০.০০ প্রেম আমার, ১.০০ ভূতের ভবিষ্যৎ
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ পাওয়ার, বিকেল ৩.৫৫ গোত্র, সন্ধে ৬.৩০ অন্যায় অবিচার, রাত ৯.৪৫ আয় খুকু আয়
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ মেজবউ, দুপুর ২.০০ বৌমার বনবাস, বিকেল ৪.৩০ প্রাণের চেয়ে প্রিয়
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ তিন এক্কে তিন
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ গ্যাঁড়াকল
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ লক্ষ্মী দুর্গা সরস্বতী
জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১.১১ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৪.৪৮ ভালিমাই, রাত ৮.০০ অ্যান্টনি, ১০.৫০ পিন্ডম
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.২১ বিজয়-দ্য মাস্টার, বিকেল ৪.৩৩ দ্য হিরো-লভ স্টোরি অফ আ স্পাই, রাত ৮.০০ হিম্মতওর, ১০.৪৮ শিবা-দ্য সুপার হিরো থ্রি
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.২৯ কার্তিক কলিং কার্তিক, দুপুর ১.৫০ বাওয়াল, বিকেল ৪.০৯ জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া, সন্ধে ৬.১১ হ্যাপি ভাগ জায়েগি, রাত ৯.০০ কেদারনাথ, ১০.৫৮ স্বতন্ত্র বীর সাভরকর
স্টার মুভিজ এইচডি : দুপুর ২.১৫ ডন অফ দ্য প্ল্যানেট অফ দ্য এপস, বিকেল ৪.১১ আইস এজ টু-দ্য মেল্ট ডাউন, ৫.৪৫ অ্যাকুয়াম্যান, রাত ৯.০০ লাইভ ফ্রি অর ডাই হার্ড, ১১.০০ সুপার টাইফুন

আয় খুকু আয়
রাত ৯.৪৫ জলসা মুভিজ

সুপার টাইফুন রাত ১১.০০
স্টার মুভিজ এইচডি

পুতুল টিটিপি সন্ধে ৭.০০ সান বাংলা

ইঞ্জিনে গোলযোগ, থামল ট্রেন

দিনহাটা, ১৯ জুন : বামনহাট-শিয়ালদাগামী উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস নিয়ে যাত্রীদের মাথাব্যথা বেড়েই চলেছে। গত ১০ এপ্রিল উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের এসি কোচে ধোঁয়া বের হওয়ার পর বৃহস্পতিবার ফের শিয়ালদা থেকে বামনহাট আসার পথে কোচবিহারের ওকরাবাড়ি এলাকায় যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য থমকে গেল ট্রেনটির ইঞ্জিন। চলন্ত ট্রেনের ইঞ্জিন থমকে যাওয়ায় যাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই নীচে নেমে ইঞ্জিনের কাছে গিয়ে সমস্যা জানার চেষ্টা করেন।

এদিন নির্দিষ্ট সময়ের থেকে প্রায় চার ঘণ্টারও বেশি দেরিতে চলছিল উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস। তারই মধ্যে শিয়ালদা থেকে বামনহাটের উদ্দেশে যাওয়ার পথে দিনহাটা স্টেশন ছাড়ার কিছুক্ষণ পরেই ওকরাবাড়ির বাণীদাস এলাকায় আচমকা উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েন ট্রেনের যাত্রীরা। যদিও চালক এবং ট্রেনের অন্য আধিকারিক, কর্মীরা ইঞ্জিন সারাইয়ের কাজ শুরু করে দেন। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পর ইঞ্জিন ঠিক হয়ে যায়। তবে ততক্ষণে ইঞ্জিন বিকলের খবর পৌঁছে যায় বামনহাট স্টেশন সহ নানা জায়গায় এবং ডিজেল ইঞ্জিন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অবশেষে ট্রেনটি বামনহাট স্টেশনে পৌঁছায়। যাত্রী ফরমান মল্লিক বলেন, 'হঠাৎ ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। আমরা আতঙ্কে নীচে নামলে জানতে পারি ইঞ্জিনের বিদ্যুৎ সরবরাহে সমস্যা রয়েছে।'

উত্তর-পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানান, বিকেল ৩.২০ মিনিট নাগাদ দিনহাটা ও বামনহাট স্টেশনের মাঝামাঝি এলাকায় ট্রেনটির ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। এরপর রেলের তরফে দ্রুত সেই সমস্যা সমাধান করা হলে বিকেল ৪টা ২০ মিনিট নাগাদ ট্রেনটি পুনরায় বামনহাটে যাত্রা শুরু করে। এবং এই ঘটনায় ট্রেনটি প্রায় ১ ঘণ্টা থেমে ছিল বলে তিনি জানান।

গোরু-মোষ উদ্ধার

নকশালবাড়ি, ১৯ জুন : ফের রাতের অন্ধকারে নেপাল থেকে মেচি নদী দিয়ে গোরু পাচার বানচাল করল এসএসবি। দুটি পৃথক জায়গায় অভিযানে উদ্ধার হয়েছে ১৩টি গোরু ও ৩টি মোষ। বুধবার গভীর রাতে নেপাল সীমান্তঘেঁষা নকশালবাড়ির ছোট মণিরামজোতে টহলদারির সময় গোরু পারাপারের বিষয়টি নজরে আসে জওয়ানদের। এসএসবি ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা পাচারকারীদের ধরতে গেলে গোরু ছেড়ে নেপালে পালিয়ে যায় তারা। পরে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয় ৯টি গোরু। অন্যদিকে, নকশালবাড়ির তারাবাড়িতে গোরু পাচারের ছক বানচাল করে সেখান থেকে উদ্ধার হয় ৩টি মোষ ও ৪টি গোরু। গোরু ও মোষগুলিকে নকশালবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসএসবি।

আমাদের পরিবারে স্বাগত!
মিডিয়া সেলস এগজিকিউটিভ
তিন শর্ত
সহজে সবার সঙ্গে মিশতে পারা
যা বলতে চাই, গুছিয়ে বলতে পারা
হার না মানা মানসিকতা
কাজটা কী
প্রায় সবাই নিজ নিজ পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের প্রচার চান
তাছাড়া থাকে নানা রকম ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তি, অফার
তাদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকা, ফেসবুক ও ওয়েবসাইটের সেতু তৈরি
কর্মক্ষেত্র: বৃহত্তর শিলিগুড়ি শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক
আবেদনপত্র পাঠান jobs.uttarbanga@gmail.com -এই ঠিকানায়, ২৮ জুনের মধ্যে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
uttarbangasambadofficial
www.uttarbangasambad.com

১৮ই থেকে ২২শে জুন
প্রত্যহ ৪টা, ৭টা
দীনবন্ধু মঞ্চ, শিলিগুড়ি

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নতুন কোনও প্রকল্প হাতে নিলে সাফল্য নিশ্চিত। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। **বৃষ :** সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করে তৃপ্তি পাবেন। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখলে কাজে সফল হবেন। **মিথুন :** পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ লাভ। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **কর্কট :** আর্থিক বিষয়ে খুব সতর্ক থাকুন। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়াতে পারলে লাভ হবে। **সিংহ :** বিজ্ঞান গবেষণায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করবেন। ডাক্তারদের বিদেশ যাত্রায় সুযোগ। **কন্যা :** পারিবারিক কোনও কাজে বাইরে যেতে হতে পারে। ব্যবসায় মন্দা কাটবে। **তুলা :** নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। ব্যবসায় ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হওয়ায় স্বস্তি মিলবে। **বৃশ্চিক :** কর্মক্ষেত্রে কোনও জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। **ধনু :** কোনও প্রিয় বন্ধুর সহায়তায় নামী কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে আগ্রহ বাড়বে। **মকর :** সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে না পারলে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। বিকেলের পর বাড়িতে আত্মীয় সমাগম। **কুম্ভ :** শারীরিক কারণে কোনও অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে। মূল্যবান কাগজপত্র সামলে রাখুন। **মীন :** বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে মনোমালিন্য। রাস্তায় বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৫ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ২০ জুন, ২০২৫, ৫ আহার, সংবৎ ৯/১০ আষাঢ় বদি, ২৩ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।২২। শুক্রবার, নবমী দিবা ৬।২৩ পরে দশমী শেষরাত্রি ৪।১। রেবতীনক্ষত্র রাত্রি ৭।৭। শোভনযোগ রাত্রি ৯।৫২। গরকরণ দিবা ৬।২৩ গতে বণিজকরণ অপরাহ্ণ ৫।১২ গতে বিষ্টিকরণ শেষরাত্রি ৪।১ গতে ববকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ৭।৭ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে - দোষ নাই। যোগিনী - পূর্ব্বে, দিবা ৬।২৩ গতে উত্তরে, শেষরাত্রি ৪।১ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি - ৮।১৭ গতে ১১।৩৯ মধ্যে। কালরাত্রি - ৯।১ গতে ১০।২০ মধ্যে। যাত্রা - নাই। শুভকর্ম্ম - দীক্ষা। বিবিধ(শ্রাদ্ধ) - দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ত্র্যহস্পর্শ, স্নানদানে সহস্রগুণ ফল। মাহেন্দ্রযোগ - দিবা ৫।৫৬ গতে ৬।৪৯ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১০।২২ মধ্যে। অমৃতযোগ - দিবা ১২।৯ গতে ২।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ মধ্যে ও ১২।৪৬ গতে ২।৫৫ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৪।৫৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আষাঢ়ের বৃষ্টিভেজা দুপুরে

বৃষ্টিতে মায়ের আশ্রয়ে সন্তান। জলপাইগুড়িতে আসাম মোড়ে। (নীচে) তবু বিরাম নেই। পসরা নিয়ে মার্চেন্ট রোডে। বৃহস্পতিবার ছবিগুলি তুলেছেন শুভঙ্কর চক্রবর্তী ও মানসী দেব সরকার।

অবশেষে জোড়া খুনের কিনারা

মৃতের বাড়িতে থমথমে পরিবেশ। আংরাভাসায়।

পরিবারই 'খুনি', দাবি মৃতের স্ত্রীর

শুভাশিস বসাক ও আব্দুল লতিফ

আংরাভাসা, ১৯ জুন : পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে অবশেষে ভেঙে পড়লেন মৃত কমল রায়ের স্ত্রী। তাঁর স্বামীকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ জানালেন। তারপরই পুলিশ কমলের বাবা, মা, খুড়তুতো দাদা ও বৌদিকে গ্রেপ্তার করেছে।

গত বৃহস্পতিবার আংরাভাসার প্রধানপাড়া নবকান্ত স্কুল সংলগ্ন এলাকায় কমল রায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। পরিবারের লোকজন কাউকে না জানিয়ে তড়িঘড়ি মৃতদেহ সংকার করে ফেলে। এমনকি কমলের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হতে তাঁকে হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হয়নি। এতেই সন্দেহ হয় প্রতিবেশীদের।

পুলিশের জেরায় কমলের স্ত্রী জানান, ওই রাতে পারিবারিক বচসার সময় পরিবারের লোকজন বেধড়ক মারধর করে কমলকে। এমনিতেই কমল দিনরাত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়িতে অশান্তি করায় তাঁর উপর সকলেই বিরক্ত ছিল। মার খেয়ে নিস্তেজ হয়ে যান কমল। তখন তাঁকে সকলে মিলে বিছানায় শুইয়ে দেয়। দেখা যায় কমলের আর শ্বাস পড়ছে না। এরপরই সবাই মিলে ফন্দি আঁটে। ঠিক হয়, সবাইকে বলা হবে, কমল মদ্যপ অবস্থায় বাড়িতে এসে ঘুমিয়েছিল। পরদিন সকালে আর ঘুম থেকে ওঠেনি। ঘটনা ধামাচাপা দিতে তাঁর স্ত্রী মাধবীকেও ভয় দেখানো হয়েছিল।

এদিন থেকে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ওই বাড়িতে নিরাপত্তার কারণে পুলিশ মোতায়েন করেছে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ এখনও বিস্তারিত কিছু বলতে চাইছে না। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিভূতি রায় বলেন, 'শুনলাম মৃতের স্ত্রী অভিযোগ দায়ের করেছেন। যদি ঘটনার সত্যতা থাকে তবে দোষীদের কঠোর শাস্তি চাই। এই এলাকায় এ ধরনের ঘটনা আগে শুনিনি।'

কমলের মৃত্যুর পর তাঁর বাবা রমানাথ দাবি করেছিলেন, 'ছেলে অতিরিক্ত মদ্যপান করে বাড়িতে

গ্রেপ্তার চারজন

এসে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই সে মারা গিয়েছে।' এদিন পুলিশের কাছে ভরসা পেয়ে মাধবী জানান, বাড়ির জমি নিয়ে কমলের সঙ্গে বাকিদের বচসা বেধেছিল। সেখান থেকেই মারধর শুরু হয়।

পরিবারের লোকজন কমলের মৃতদেহ সংকার করে ফেলায় ময়নাতদন্তের কোনও সুযোগ সেই। এতে তদন্তে কিছুটা হলেও পুলিশকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপথ বলেন, 'পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। ময়নাতদন্ত না হওয়ায় পুলিশের তদন্তে কিছুটা সমস্যা হতে পারে। তবে বাকি সবকিছুর ওপর নির্ভর করে পুলিশ তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

ধরা পড়ল পরিমল, পরকীয়ার জেরে হত্যা

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৯ জুন : ময়নাগুড়ির ব্রহ্মপুরে গৌতম রায়কে খুনের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত পরিমল রায়কে অসম থেকে গ্রেপ্তার করল ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এর আগেই পরিমলের স্ত্রী সংগীতাকে অসম থেকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। গৌতমের সঙ্গে সংগীতার বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কারণেই তাঁকে খুন করা হয়েছিল। এদিন পরিমল ও সংগীতাকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হয়। সেখানেই গোটা ঘটনার রহস্যভেদ হয়।

বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ি থানায় আসেন জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত। পুলিশ সুপারের সামনে ধৃত পরিমল ও সংগীতাকে জেরা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সমীর আহমেদ, ডিএসপি (ক্রাইম) শান্তিনাথ পাঁজা ও ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ। পুলিশ সুপার পরে বলেন, 'পরিমলের স্ত্রীর সঙ্গে মৃত গৌতমের সম্পর্কের বিষয়টি তদন্তে উঠে এসেছে। সেই ঘটনার জেরে ওই রাতে গৌতমের সঙ্গে পরিমল ও সংগীতার বচসা শুরু হয়। পরবর্তীতে গৌতমকে খুন করা হয়।'

গত ৪ জুন ময়নাগুড়ি ব্রহ্মপুর বাজার এলাকায় পরিমল রায়ের বাড়ির পিছন দিকে মাটির নীচ থেকে উদ্ধার হয় পরিমলের সহকর্মী গৌতমের মৃতদেহ। ঘটনার পর স্ত্রী সংগীতাকে নিয়ে অসমে পালিয়ে যায় পরিমল। খুনের ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ অসম থেকে সংগীতাকে গ্রেপ্তার করলেও পরিমল ফেরার ছিল। বুধবার ময়নাগুড়ি থানার একটি দল অসম-অরুণাচল-নাগাল্যান্ড সীমানাবর্তী আপার অসমের সরাইপুং থানার বড়হাট এলাকা থেকে পরিমলকে গ্রেপ্তার করে ময়নাগুড়িতে নিয়ে আসে।

এদিন সংগীতা ও পরিমলকে মুখোমুখি জেরায় উঠে এসেছে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য। ৩ তারিখ রাতে সহকর্মী গৌতমকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিল পরিমল। রাতে খাওয়ার পর বৃষ্টি শুরু হওয়ায়

রহস্যভেদ

প্রথমদিকে অভিযুক্ত সংগীতা গৌতমের সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়টি অস্বীকার করে

উলটে গৌতম জোর করে তার ঘরে ঢোকার চেষ্টা করেছিল বলে গল্প ফাঁদে সংগীতা

কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি

পুলিশের টানা জেরায় ভেঙে পড়ে গৌতমের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ও খুনের কথা স্বীকার করে নেয় সংগীতা

পরিমলের বাড়িতে থেকে যান গৌতম। গৌতমের সঙ্গে সংগীতার সম্পর্কের বিষয়টি পরিমলের অজানা ছিল। রাতেরবেলায় গৌতমের সঙ্গে সংগীতাকে দেখতে পায় পরিমল। লোডশেডিং চলায় ঘরে সে সময় আলো কম ছিল। পরিমল দেখে ফেলায় দুজনের মধ্যে বচসা শুরু হয়। তখন গৌতমকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করে সংগীতা ও পরিমল।

প্রথমদিকে সংগীতা গৌতমের সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়টি অস্বীকার করে। উলটে গৌতম জোর করে তার ঘরে ঢোকার চেষ্টা করেছিল বলে গল্প ফাঁদে সংগীতা। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। পুলিশের টানা জেরায় ভেঙে পড়ে গৌতমের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ও খুনের কথা স্বীকার করে নেয় সংগীতা। আদালতে তোলার সময় পরিমল বলে, 'সংগীতার সঙ্গে গৌতমের সম্পর্কের বিষয়টি আগে জানা ছিল না। গৌতমকে খুন করে অসমে পালিয়ে গিয়ে সেখানে স্ত্রীকে নিয়ে নতুন করে সংসার পাতার পরিকল্পনা ছিল।' কিন্তু পুলিশের তৎপরতায় প্রথমে সংগীতা ও পরে পরিমল গ্রেপ্তার হওয়ায় তাদের সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

সূত্রের খবর, স্বামীর সামনে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণে মরিয়া সংগীতা গৌতমকে প্রথমে ধারালো অস্ত্র দিয়ে পেছন থেকে আঘাত করে। এরপর তারা দুজনে মিলেই গৌতমের মাথা, গলা, ঘাড়ে বারবার কোপায়। খুনের সময় সংগীতাই বেশি গৌতমকে আঘাত করেছে। মৃত্যু নিশ্চিত করতে এরপর গৌতমের গলায় দড়ি দিয়ে ফাঁস লাগানো হয়। পরে প্রমাণ লোপাটের জন্য দুজন মিলে দেহ মাটিতে পুঁতে দিয়ে খুনে ব্যবহৃত সামগ্রী অন্যত্র সরিয়ে ফেলে অসমে পালিয়ে যায়।

ধৃত পরিমল রায়কে আদালতে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

স্নান নিষেধ বোর্ড মূর্তিতেও

বর্ষায় ভয়ংকর ডুয়ার্সের সব নদী

রহিদুল ইসলাম ও শুভজিৎ দত্ত

চালসা ও নাগরাকাটা, ১৯ জুন : ডায়না, জলঢাকা ও নেওড়ার পর মূর্তি নদীতেও স্নান নিষিদ্ধ করল প্রশাসন। বুধবার উত্তর ধূপঝোরা সংলগ্ন এলাকায় নদীর ধারে সতর্কীকরণ বোর্ড বসানো হয়। ভারী বৃষ্টিতে মূর্তির জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় এই সিদ্ধান্ত। তবে কতদিন এই নিষেধাজ্ঞা থাকবে, তা স্পষ্ট করেনি প্রশাসন। অনুমান, বর্ষার পুরো মরশুমজুড়ে বহাল থাকবে এই নিয়ম।

বর্ষা এলে ভোল বদলে যায় পাহাড়ের সমস্ত নদীর। খরস্রোতা নদীগুলো আরও রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। সম্প্রতি স্নান করতে নেমে ডুবে মৃত্যুর একাধিক ঘটনা ঘটছে ডুয়ার্সের বিভিন্ন নদীতে।

গত ১২ জুন ডায়না নদীতে স্নান করতে গিয়ে মৃত্যু হয় দুই পড়ুয়ার। তাদের মধ্যে একজন কিশোর। সে স্কুল পড়ুয়া। অন্যজন কলেজ ছাত্র। ওই মর্মান্তিক ঘটনার দিন দুয়েক পর স্নান না করার নিষেধাজ্ঞা জারি করে ডায়না নদীতে নোটিশ ঝুলিয়ে দেয় সেচ দপ্তর। প্রশাসনও ওই নদীতে বিপদ স্মরণ করিয়ে একাধিক সাইনবোর্ড লাগায়।

বানারহাট থানার আইসি বিরাজ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'পুলিশি নজরদারি চলছে। ডায়না বরাবরই ভয়ংকর নদী। ভুটানের সামচি এলাকায় ভারী বৃষ্টি হলে ৪০-৫০ মিনিটের মধ্যে সমতলে সব নদী ফুলেফেঁপে ওঠে। বৃষ্টিমাপক যন্ত্র না থাকায় সামচি থেকে রিয়েল টাইম বৃষ্টিপাতের তথ্য মেলে না। তাই ডায়না নদীতে বর্ষায় না নামার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।'

সম্প্রতি নেওড়া নদীতে স্নান করতে গিয়ে জলের তোড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন এক তরুণ।

তাঁকে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জলঢাকা নদীর জলস্তরও বেড়ে গিয়েছে। সেখানে সাধারণকে নদীতে নামতে নিষেধ করেছে পুলিশ। এর আগে মূর্তি নদীতে স্নান বন্ধ করতে বন দপ্তর, পুলিশ ও যৌথ বন সুরক্ষা কমিটি অভিযান চালিয়েছিল। নদীতে স্নানরতদের

জেলা প্রশাসনের তরফে সচেতনতামূলক বোর্ড মূর্তি নদীর ধারে।

তুলেও দেয় প্রশাসন। কিন্তু লাভ হয়নি। ঝুঁকি নিয়ে মূর্তিতে স্নান চলতে থাকে।

বছর পাঁচেক আগেও মূর্তিতে স্নান করার সময় তলিয়ে গিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছিল। বারোদিন পর তাঁর দেহ উদ্ধার হয়।

মূর্তির পাড়ে রোজ বহু পর্যটক ও স্থানীয়রা যান। অনেকে স্নান করতে নামেন। পরিবেশপ্রেমী সাবুল হক বলেন, 'প্রশাসনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। বর্ষার মরশুমে পাহাড়ি নদীতে নামা একদম উচিত নয়। পর্যটকরা অবশ্যই মূর্তিতে আসুন। তবে বর্ষায় দূর থেকে নদীকে উপভোগ করাই উচিত।'

কলেজে ভর্তি হতে ভিড় বিএসকে-তে

নাগরাকাটা, ১৯ জুন : বুধবার সমস্যা হয়েছিল। তবে কলেজে ভর্তির কেন্দ্রীয় পোর্টালকে ঘিরে বৃহস্পতিবার কোনও অভিযোগ মেলেনি। এদিন ভালোমতোই কাজ করেছে অনলাইনের ওই ব্যবস্থা। জলপাইগুড়ি জেলার বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলির (বিএসকে) পাশাপাশি ক্যাফেগুলিতেও ছিল উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের আবেদনের ভিড়। এদিকে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে নানা স্থানে ভর্তিতে সহযোগিতা করতে শিবির করা হয়। নাগরাকাটায় সমবায় সংস্থা ল্যাম্পস-এর বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে সকাল থেকেই পড়ুয়াদের আনাগোনা ছিল উল্লেখযোগ্য সংখ্যায়।

হিলা চা বাগানের অনীক ওরাওঁ নামে এক ছাত্র বললেন, 'বেশ কয়েকটি কলেজে আবেদন করেছি। দেখা যাক কোথায় সুযোগ পাই।' কূর্তি চা বাগানের ইন্দ্রনীল বসু নামে এক অভিভাবক বললেন, 'সকালে নাগরাকাটা বিডিও অফিসের বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে ছেলের ভর্তির জন্য আবেদন করতে গিয়েছিলাম। তখন ই-মেলে ওটিপি আসছে না দেখে ফিরে আসি। তবে পরে আমাকে ফোন করে জানানো হয় মোবাইলে মেসেজে আসা ওটিপি দিয়েই কাজ হবে। সেই মোতাবেক আবেদনের কাজটি সেরে আসি।' তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নাগরাকাটা ব্লক কমিটির সভাপতি রোজ ছেত্রী বললেন, 'ভর্তি সংক্রান্ত যে কোনওরকম সমস্যায় সংগঠনের পক্ষ থেকে শিবির চলবে। আমরাও বিনামূল্যে আবেদন করে দিচ্ছি। ছাত্রছাত্রীদের বলা হয়েছে প্রয়োজনে আমাদের সঙ্গেও তাঁরা যোগাযোগ করতে পারেন।'

শিবির

বানারহাট, ১৯ জুন : স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে বৃহস্পতিবার সচেতনতা শিবির করল বিন্নাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। বিন্নাগুড়ি হিন্দি হাইস্কুলে আয়োজিত ওই শিবিরে বাল্যবিবাহ, মানব পাচার, মদ্যপানের কুপ্রভাব, সাইবার প্রতারণা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হল। উপস্থিত ছিলেন বিন্নাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি ভয়েস সুব্বা, স্কুলের প্রধান শিক্ষক পারভেজ আলম প্রমুখ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা শেখ মঞ্জুর আলী - কে 30.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

সাপ্তাহিক লটারির 72D 39399 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "একটি ডিয়ার লটারির টিকিট আমার জন্য সবকিছু বদলে দিয়েছে! স্বল্প পরিমাণ অর্থ খরচের বিনিময়ে আমি এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ জিতেছি। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, আপনারা আমাকে স্বল্প পরিমাণ টাকার বিনিময়ে অনেক কিছু দিয়েছেন এবং আপনারা আমাকে মর্যাদা ও অনেক আনন্দ দিয়েছেন।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

নিলামের জন্য এল রেকর্ড চা

জলপাইগুড়ি, ১৯ জুন : ৩০ জুন থেকে জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রে অনলাইনে চা নিলাম শুরু হচ্ছে। তার আগেই রেকর্ড পরিমাণে চা গুদামে মজুত হল। বৃহস্পতিবার গুদামে চা মজুত করার শেষ দিন ছিল। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট, উত্তর দিনাজপুর ও কোচবিহারের বটলিফ ফ্যাক্টরি থেকে এইদিন এখানে ১ লক্ষ ৫ হাজার ৮৫৩ কেজি চা আসে। ২৬ নম্বর সেল থেকে নিলাম শুরু হচ্ছে বলে চা নিলাম কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান পুরজিৎ বক্সী গুপ্ত জানিয়েছেন। এদিন চা মজুতের প্রক্রিয়ায় ৩৫ জন বিক্রেতা ও ৭ জন ব্রোকার শামিল হন। টি অকশন টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান সঞ্জয় ধানুটে বললেন, 'প্রতি সোমবার জলপাইগুড়িতে চা নিলাম হবে। বিপুল পরিমাণ চা আসায় নিলাম শুরুর আগেই আশার আলো দেখা যাচ্ছে।' প্রসঙ্গত, জোগানের অভাবে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জলপাইগুড়িতে চা নিলাম বন্ধ হয়ে যায়।

ময়নাগুড়িতে রাস্তা দখল করে বিতর্কে ব্যবসায়ী

অনুমতি ছাড়াই বাজারে বিল্ডিং

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৯ জুন : ময়নাগুড়ি শহরের পুরোনো বাজারে এক ব্যবসায়ী কোনও অনুমতি না নিয়ে বিল্ডিং তৈরির কাজ শুরু করেছেন। সম্প্রতি সেটির ছাদে ঢালাই দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। বিষয়টি নজরে আসার পর এনিয়ে হইচই শুরু হয়েছে। খোঁজখবরে প্রকাশ, বিল্ডিং তৈরির জন্য ওই ব্যবসায়ী জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ বা ময়নাগুড়ি পুরসভা, কোনও জায়গা থেকেই কোনও অনুমতি নেননি। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী নিজেও বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁরাও বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না বলে ময়নাগুড়ি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুমিত সাহা জানান। এই নির্মাণকাজের জেরে এলাকার একটি সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে চলাফেরা আরও সমস্যাজনক হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ব্যবসায়ী দুলাল সাহা বলেন, 'পুরসভার অনুমতি নেওয়ার জন্য অনলাইনে আবেদন করেছিলাম। সরু ওই রাস্তার সমস্যা হবে বলে অনুমতি মেলেনি। বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদনও নেওয়া হয়নি। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদেরও কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। তবে তিন ডেসিমাল জমির মিউটেশন করা রয়েছে।' তবুও কেন তিনি বিল্ডিং তৈরিতে নামলেন সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও

> ওই বিল্ডিং তৈরিতে পুরসভার অনুমতি নেওয়া হয়নি বলেই জানি। এখন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদও সাধারণত এই ধরনের নির্মাণের অনুমতি দেয় না। খোঁজখবর নিয়ে দেখা হচ্ছে।
>
> **মনোজ রায়**
> ভাইস চেয়ারম্যান, ময়নাগুড়ি

উত্তর দেননি। ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'ওই বিল্ডিং তৈরিতে পুরসভার অনুমতি নেওয়া হয়নি বলেই জানি। এখন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদও সাধারণত এই ধরনের নির্মাণের অনুমতি দেয় না। খোঁজখবর নিয়ে দেখা হচ্ছে।' গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে বলে জেলা পরিষদের তরফে জানানো হয়েছে। সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন বললেন, 'সবকিছু খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।'

ময়নাগুড়ি শহরে সরকারি জায়গা দখল করে নির্মাণকাজের ঘটনা নতুন নয়। এই পরিস্থিতিতে পুরোনো বাজারের ভিতরে এভাবে কোনও অনুমতি ছাড়া বিল্ডিং নির্মাণের ঘটনায় আরও ক্ষোভ ছড়িয়েছে। বাজারের যে অংশে এই বিল্ডিংটি তৈরি করা হয়েছে সেটি খুবই ঘিঞ্জি এলাকা। একটি সরু রাস্তা রয়েছে। বাজারটি জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন। সবার চোখের সামনে এমন ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় ক্ষোভ আরও বেড়েছে। খবর পাওয়ার পর এদিন সন্ধের আগে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের এক বিশেষ প্রতিনিধি দল সংশ্লিষ্ট জায়গায় নির্মাণ পরিদর্শন করতে আসে। এই বিশেষ প্রতিনিধি দলে ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সহ অন্যান্যরা। তাঁরা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন বলে জানান।

বৈঠক

জলপাইগুড়ি, ১৯ জুন : বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলা শাসক দপ্তরের আরটিসি হলে সদর মহকুমা শাসকের উপস্থিতিতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ওয়ার্কার সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। অটিজমে আক্রান্ত শিশুরা জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডিস্ট্রিক্ট আর্লি ইন্টারভেনশন স্ক্রিনিং সেন্টারে এসে চিকিৎসা পরিষেবা নিচ্ছে কি না, তাতে তার কতটা উন্নতি হচ্ছে, ডেঙ্গির প্রকোপ থেকে বাঁচতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে যাতে কোনওভাবে জমা জল না থাকে সে দিকে নজর দেওয়ার বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে ছোটোদের পড়াশোনা নিয়েও এদিন আলোচনা হয়। অন্যদিকে, মহকুমাতে সাপের ছোবলে মৃত্যু ঠেকানোর বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়াও এদিন মহকুমা শাসকের দপ্তরে ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড নিয়ে মহকুমা স্ক্রিনিং কমিটিরও বৈঠক হয়। সরকারি তরফে ভরতুকি আসার পরও কেন কাজ এক-দেড় বছর ধরে বাকি রাখা হয়েছে সে বিষয়ে বিভিন্ন ব্যাংকের আধিকারিকের কাছে কারণ জানতে চাওয়া হয়।

সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী বললেন, 'অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে ভালোভাবে কাজকর্ম চলছে। পোষণ ট্র্যাকারেও বেশ ভালোভাবে এন্ট্রি হচ্ছে। ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড-এর প্রাপকরা যাতে সুবিধা পান সেই বিষয়টি দেখা হচ্ছে।'

সীমা নির্ধারণ

রাজগঞ্জ, ১৯ জুন : রাজগঞ্জের খুনিয়ার হাটে খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের উদ্যোগে এলাকার দোকানদারদের বাটখারা এবং বৈদ্যুতিক মাপকযন্ত্রের সঠিক সীমা নির্ধারণ করা হয়। সারা বছর ধরে লোহার বাটখারা ব্যবহার করার ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এছাড়া বৈদ্যুতিক মাপকযন্ত্রের প্লেটটি যেন নড়াচড়া করতে না পারে তার জন্য সিল করে দেওয়া হয়েছে খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের পক্ষ থেকে। এদিন খুনিয়ার হাটে রাজগঞ্জ পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুলিশকর্মী এবং আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। খুনিয়ার হাটের বাসিন্দা মনোরঞ্জন সরকার বলেন, 'এর ফলে সাধারণ মানুষ সঠিক পয়সা দিয়ে সঠিক ওজন বুঝতে পারবেন।'

ছাগলের টোপে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৯ জুন : তিন সপ্তাহে তিন। এই পরিসংখ্যান নাগরাকাটার কলাবাড়ি চা বাগান থেকে খাঁচাবন্দি হওয়া চিতাবাঘের। গত ৪ ও ১২ জুনের পর বৃহস্পতিবার ভোরে ফের ওই বাগান থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক মর্দা চিতাবাঘ ধরা পড়ে। ছাগলের টোপ সংবরণ করতে না পেরে বুনোটি খাঁচাবন্দি হয়। এর ফলে কলাবাড়িতে চিতাবাঘের আতঙ্কের যবনিকাপাত হল বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে সেখানে যে দুটি চিতাবাঘ ধরা পড়েছিল সেগুলি ছিল মাদি। এদিন খাঁচাবন্দি হওয়ার পর সেটির তর্জনগর্জনে কাছে যাওয়াই দুষ্কর হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের কর্মীরা গিয়ে খাঁচা সহ চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ বলেন, এদিনের চিতাবাঘটিকেই ওই বাগানে সবচেয়ে বেশি লোকালয়ের আশপাশে দেখা যাচ্ছিল বলে ধারণা। অবশেষে ধরা পড়ায় ভয়ের পরিবেশ কাটল। তবুও বাগানে নজরদারি চলবে। মানুষ-বুনোর সংঘাত রোধে ও বন্যপ্রাণের সুরক্ষায় আমাদের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।'

বন দপ্তর সূত্রেই জানা গিয়েছে, কলাবাড়িতে ১২ ও ১৩ নম্বর সেকশনের মাঝে পেতে রাখা খাঁচায় চিতাবাঘটি ধরা পড়ে। এর আগের দুটি চিতাবাঘও ওই একই সেকশন লাগোয়া স্থান থেকে ধরা পড়েছিল। এদিনের ঘটনাটি নিমেষের মধ্যে চাউর হতেই দলে দলে শ্রমিক সেখানে ভিড় জমাতে শুরু করেন। পিন্টু বড়াইক নামে এক শ্রমিক বলেন, গোটা বাগান এতদিন ভয়ে সিঁটিয়ে ছিল।

এর আগে কলাবাড়িতে একনাগাড়ে চিতাবাঘের বেশ কয়েকটি হামলার ঘটনা ঘটে। গত ৮ মাসে ৮ জন জখম হন। সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটে ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যায়। সেদিন আধ ঘণ্টার ব্যবধানে সাইকেল ও বাইক আরোহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিতাবাঘ। জখম হন ৩ জন। চিতাবাঘের উপদ্রব শুরু হবার পরই সেখানে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে ৩টি খাঁচা পাতা হয়েছিল। ৮ মাস ধরে অবশ্য কোনও লাভ হচ্ছিল না। অবশেষে পরপর ৩টি চিতাবাঘ ধরা পড়ায় এখন স্বস্তি ফিরে এসেছে আংরাভাসা-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যন্ত বাগানটিতে।

খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ। কলাবাড়ি চা বাগানে।

টুকরো খবর

স্পিডব্রেকার দাবি

ক্রান্তি, ১৯ জুন : ক্রান্তি ব্লকের নেওলাবস্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি একেবারেই রাস্তা লাগোয়া। কাঠামবাড়ি বাজার থেকে তিস্তাবাঁধ বরাবর চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় পর্যন্ত যে গ্রামীণ সড়কটি রয়েছে তার পাশেই স্কুলটি অবস্থিত। অসংখ্য যানবাহন এই রাস্তা দিয়ে দ্রুতগতিতে চলাচল করে। তবে এই রাস্তায় কোনও স্পিডব্রেকার নেই। ফলে স্কুলে যাতায়াতের সময় শিশুরা দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা ছড়িয়েছে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক কার্তিক মণ্ডল বললেন, 'স্কুলের পক্ষ থেকে বিষয়টি আমরা পঞ্চায়েতকে জানিয়েছি। ওই সড়কের কয়েকটি জায়গায় স্পিডব্রেকার বসানোর অনুরোধ করা হয়েছে।' চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আবদুল সামাদ সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। দ্রুতই স্কুলটির সামনে স্পিডব্রেকারের ব্যবস্থা করা হবে ক্রান্তি ট্রাফিক ওসি ফারুক আলম জানিয়েছেন।

প্রস্তুতি সভা

বানারহাট, ১৯ জুন : ২১ জুলাই কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবস পালিত হবে। বৃহস্পতিবার দলের নমশূদ্র উদ্বাস্তু সেল সেই লক্ষ্যে বানারহাট তরুণ সংঘ ভবনে একটি প্রস্তুতি সভার আয়োজন করেছিল। সেলের রাজ্য সভাপতি রঞ্জিত সরকার বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নমশূদ্রদের জন্য অনেক কিছু করেছেন। সেইজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।' সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রঞ্জন মজুমদার, চেয়ারম্যান কমল সরকার, জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বিক্রম দাস, দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান নবকুমার বসাক, বানারহাট ব্লক সভাপতি সৌরভ সরকার, তৃণমূল নেতা জন বারলা, তৃণমূলের বানারহাট ব্লক সভাপতি সাগর গুরুং এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কর্মসূচি

ক্রান্তি, ১৯ জুন : বৃহস্পতিবার ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা অঞ্চলের কদমতলায় 'তোমার ঠিকানা উন্নয়নের নিশানা' কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। রাজ্য সরকারের উন্নয়নের প্রকল্পগুলো সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে এই কর্মসূচি। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী নুরজাহান বেগম, ক্রান্তি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মহাদেব রায়, ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়, অঞ্চল সভাপতি মিন্টু রায় প্রমুখ।

দাবিপত্র

জলপাইগুড়ি, ১৯ জুন : ২১ দফা দাবিতে হুমাইপুর প্রকাশ ফাউন্ডেশনের তরফে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারকে দাবিপত্র দেওয়া হল। মদ, গাঁজায় আসক্ত যুব সমাজকে রক্ষা, জলপাইগুড়ি শহরের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের অস্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ড বন্ধ করা, ভারত-ভুটান নদী কমিশনের গঠন, শহরে টোটো চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও সুসংহত নিকাশি ব্যবস্থার দাবিতে বৃহস্পতিবার দাবিপত্র দেওয়া হয়। সংগঠনের সভাপতি নবেন্দু মৌলিকের নেতৃত্বে পূর্ত দপ্তরের মোড় থেকে মিছিল করে এসে দাবিপত্র জমা দেওয়া হয়।

চম্পাসারিতে এটিএম লুটে ঘটনাস্থলে পুলিশ। বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

এবার এটিএম লুট শিলিগুড়িতে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ জুন : ময়নাগুড়িতে এটিএম লুটের ছয়দিনের মাথায় এবার শহর শিলিগুড়িতে এটিএম লুট। প্রধাননগর থানা থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যে চম্পাসারির ১ নম্বর রাস্তায় একেবারে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ১৩ মিনিটের অপারেশন চালাল একটি গ্যাং। বৃহস্পতিবার রাত ১টা ৪৪ মিনিট থেকে ১টা ৫৭ মিনিট পর্যন্ত ফিল্মি কায়দায় গ্যাস কাটার দিয়ে এটিএমের দুটি মেশিন কাটা হল। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দাবি, ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। অভিযোগ, প্রত্যক্ষদর্শীরা বারবার ১০০ নম্বরে ডায়াল করেও পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। সেই সুযোগে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীর দলটি।

ওই এটিএমের উলটোদিকের বাড়ির মালিক নিমাই শীলের অভিযোগ, 'মেয়ে রাতে পড়ার সময় একটা আওয়াজ পায়। এরপর জানলা থেকে এটিএম থেকে টাকা লুট হচ্ছে দেখেই সে ১০০ নম্বরে ডায়াল করে। যদিও সেই নম্বর লাগেনি। এরপর ও নীচে এসে আমার ঘরের কলিংবেল বাজায়। সব শুনে আমিও ১০০ নম্বরে ডায়াল করি। কিন্তু সেই নম্বর লাগেনি। এর মধ্যেই দেখতে পাই, ওই দুষ্কৃতীরা গাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছে। এটিএম থেকেও ধোঁয়া বের হচ্ছে। এরপর আমি থানার বড়বাবুর নম্বরে ফোন করি। তাঁকে সব জানানোর ১০ মিনিট পর পুলিশের ভ্যান আসে। দমকলও তখন আসে।'

এদিকে, পুলিশ পুরো বিষয়টি পুরোপুরি বুঝে ওঠার আগেই ঘোষপুকুর হয়ে দুষ্কৃতীরা গাড়ি নিয়ে বিহারের দিকে চলে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত আড়াইটের মধ্যেই দুষ্কৃতীদের গাড়িটি বিহারে ঢুকে যায়। এদিকে, বৃহস্পতিবার সকালে বাগডোগরার কাছে গোঁসাইপুরে একটি টাউনশিপে ঝোপের মধ্যে একটি গ্যাস কাটার উদ্ধার হয়েছে। সেই গ্যাস কাটারের সঙ্গে এই ঘটনার কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি

> বুধবারের রাতের ঘটনার সঙ্গে বৃহস্পতিবার উদ্ধার হওয়া গ্যাস কাটারের কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, সেটা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।
>
> **বিশ্বচাঁদ ঠাকুর**
> *ডিসিপি (ওয়েস্ট), শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ*

না, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'বুধবারের রাতের ঘটনার সঙ্গে বৃহস্পতিবার উদ্ধার হওয়া গ্যাস কাটারের কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, সেটা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।'

গোটা ঘটনায় ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন স্থানীয় ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন। তাঁর বক্তব্য, 'প্রধাননগর থানার ৫০০ মিটারের মধ্যেই এই ঘটনা ঘটেছে। পুলিশকে একাধিকবার ১০০ নম্বরে ডায়াল করা হলেও পাওয়া যায়নি। যখন পাওয়া গিয়েছে, ততক্ষণে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে গিয়েছে।'

ওই এটিএম কাউন্টারে কোনও নিরাপত্তারক্ষীও ছিল না। এমনকি সিকিউরিটি অ্যালার্মও বাজেনি। এই পরিস্থিতিতে এটিএম কাউন্টারগুলোর নিরাপত্তা কোথায়? তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে কমিশনারেটের তরফে প্রতিটি থানাকেই ব্যাংক কর্তৃপক্ষগুলোর সঙ্গে বৈঠকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পুলিশের এক আধিকারিক স্বীকার করে নিয়েছেন, টাকা লুট করে দুষ্কৃতীদের গাড়ি বেরিয়ে গেলেও সেটা বুঝতে পারেনি ওই টহলদারি ভ্যানগুলো।

দুষ্কৃতীরা এটিএম লুটের আগে যে ওই এলাকায় রেইকি চালিয়েছিল সেটা ১৩ মিনিটের ওই অপারেশনেই পরিষ্কার। চম্পাসারি মেইন রোডের সঙ্গে সংযোগকারী ওই রাস্তার একদিকের মুখ বন্ধ রয়েছে। দিল্লির নম্বর প্লেট লাগানো দুষ্কৃতীদের নতুন গাড়িটি চম্পাসারি দিয়ে ওই রাস্তায় ঢোকার সময় তাদের একজন নেমে যায়। সেখানে দাঁড়িয়ে সে মেইন রোডে নজরদারি চালাতে থাকে। এরপর গাড়িটি একেবারে এটিএম কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ায়। একজন গাড়ি থেকে পাইপে লাগানো গ্যাস কাটার নিয়ে বের হয়ে সোজা এটিএম কাউন্টারে ঢুকে যায়।

ছাত্রীমৃত্যুর ঘটনায় স্কুলের ভূমিকায় প্রশ্ন

তদন্ত চেয়ে থানায় পরিবার

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১৯ জুন : ছাত্রীমৃত্যুর তদন্ত চেয়ে বৃহস্পতিবার ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ জানালেন তার পরিবারের সদস্যরা। পাশাপাশি ক্রান্তির বিডিও, মাল দক্ষিণ অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং রাজাডাঙ্গা পেন্দা মহম্মদ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়েও পরিবারের তরফে অভিযোগ জানানো হয়েছে। বিদ্যালয়ের তরফেও অভিযুক্ত ছাত্রীকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তার কাউন্সেলিংয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে করছে শিক্ষক মহল।

ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পরেও বিদ্যালয়ের তরফে কোনও শিক্ষক বা পরিচালন সমিতির কেউই রিমিকা মুন্ডার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেননি। এমনকি পরিবারের সঙ্গে কথাও বলেননি। বিদ্যালয়ের পরিবেশের কারণে কিশোরীর এমন মর্মান্তিক পরিণতিতে বিদ্যালয়ের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা হচ্ছে এলাকায়। স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্রীর মানসিক অত্যাচারের কারণে আত্মঘাতী হওয়ার আগে কয়েকদিন ধরেই বিষণ্ণ ছিল বলে তার সহপাঠীরা জানিয়েছে। শিক্ষকদের যথাযথ নজরদারি থাকলে এমন ঘটনা এড়ানো যেত বলেই ওই

মৃত ছাত্রীর বাড়িতে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড়। বৃহস্পতিবার।

এলাকার বাসিন্দাদের অভিমত।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সফিউল আলম জানান, অডিট থাকায় তিনি স্কুলে যেতে পারেননি। অন্য শিক্ষকরাও নিহত পড়ুয়ার বাড়ি যাননি। তবে এই ধরনের ঘটনা রুখতে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মাঝেমধ্যেই সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে বলে দাবি করেছেন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক। আগামীদিনে পড়ুয়ারা যাতে মনের কথা জানাতে পারে সেজন্য আগামীদিনে হেল্পলাইন চালুর বিষয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে বলে জানান তিনি। গোটা ঘটনা এখনও ডিআই-কে জানানো হয়নি স্কুল থেকে। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের দাবি তিনি এসআই-কে বিষয়টি জানিয়েছেন। তবে, এসআই 'অফিশিয়ালি' স্কুলের থেকে কিছু জানতে পারেননি বলে জানিয়েছেন। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বালিকা গোলে বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন।

শিক্ষক তথা রাজাডাঙ্গার বাসিন্দা গৌরাঙ্গ শর্মা স্কুলের রাখঢাক না করেই বলেন, 'ক্লাসরুম ও স্কুলের মধ্যে ছোটখাটো বিষয়গুলিতে আরও বেশি করে নজরদারি থাকলে এমন মর্মান্তিক পরিণতি ঘটত না। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগে জানলে ব্যবস্থা নেওয়া যেত বলে নিজেদের দায় এড়িয়ে যাচ্ছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে সেভাবে খোঁজ রাখেন না বলেই এমন ঘটনা ঘটে। কী পরিমাণ মানসিক চাপ থাকলে এমন চরম সিদ্ধান্তের কথা কেউ ভাবতে পারে। সিনিয়ার ক্লাসের সেই ছাত্রীটিকে খুঁজে বের করা প্রয়োজন।'

গতকাল রাতে রিমিকার পারলৌকিক কাজ শেষ হওয়ার পর গোটা গ্রামের মানুষ মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। বৃহস্পতিবার রিমিকার এক সহপাঠী জানায়, স্কুলে তারা একসঙ্গে খেলাধুলো করত। তার কথায়, 'স্কুলে মঙ্গলবার বড্ড মনমরা হয়ে ছিল রিমিকা। সেদিনও ওকে কটূক্তি করা হয়েছিল বলে জানিয়েছিল আমাকে। ভয়ে কোনও টিচারকে জানায়নি। তবে ওর বাবা স্কুলে এসে স্যারদের কাছে এনিয়ে অভিযোগ করবেন, এটা ও আমায় বলেছিল।' বাড়ির মেয়ে সেই সুযোগটাই না দেওয়ায় ভেঙে পড়েছেন জেঠু বিনোদ মুন্ডা। তাঁর কথায়, 'আমি ভাইকে বারবার বলেছিলাম স্কুলে গিয়ে কথা বলতে। মেয়েকে মা কালী বলে কটূক্তি করা হত। গত সপ্তাহেই আমাকে সব কথা বলেছিল। স্কুলে যেতে ভয় পাচ্ছিল। বলত, শুধুমাত্র পরীক্ষা দিতে স্কুলে যাবে। বাড়ির সবাই আমরা অনেক বুঝিয়ে স্কুলে পাঠিয়েছি। কিন্তু স্কুলে গিয়ে মানসিক নির্যাতন সইতে না পেরে আমাদের ফুটফুটে মেয়েটা চলে গেল। মেয়ের কথা শুনে সেদিনই যদি যেতাম তাহলে এই ঘটনা ঘটত না। এমন ঘটনা আর কোথাও যেন না ঘটে। আমরা এর বিচার চাই।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মেঘের ভেলা।। *শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন পূর্ণভ রাহা।*

ভস্মীভূত দোকান

নাগরাকাটা, ১৯ জুন : অগ্নিকাণ্ডের জেরে একটি ফাস্টফুডের দোকানের বেশিরভাগ অংশ ভস্মীভূত হল। বুধবার গভীর রাতে লুকসান লাগোয়া ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে ওই দোকানে আগুন লাগে। এই ঘটনায় সুনীল প্রধান নামে এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সহায়সম্বলহীন হয়ে পড়লেন। কীভাবে সংসার চলবে তা ভেবে তিনি কোনও কূলকিনারা পাচ্ছেন না।

স্থানীয় সূত্রের খবর, রাত প্রায় দুটা নাগাদ প্রথম ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা দোকানটিকে গ্রাস করে ফেলে। আশপাশের বাসিন্দারা অনেক চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে কী কারণে ওই অগ্নিকাণ্ড তা পরিষ্কার নয়। শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে বলে অনেকে অনুমান করেছে।

ওই ব্যবসায়ী অনেকদিন ধরে কিডনির অসুখে ভুগছেন। সপ্তাহে তিনবার করে ডায়ালিসিস করাতে হয়। এই অবস্থায় দোকানই ছিল তাঁদের জীবিকার একমাত্র উপায়। তাঁর স্ত্রী পূর্ণিমা প্রধান বলেন, 'স্বামীর দুটি কিডনি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তিনি কোনও ধরনের ভারী কাজ করতে পারেন না। এই দোকানের আয়ে সংসার চলত। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা হত। সব শেষ হয়ে গেল। সাহায্য না পেলে আমাদের পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো অসম্ভব।' পরিবারটির মতে, এই অগ্নিকাণ্ডে এক লক্ষ টাকার বেশি ক্ষতি হয়েছে। এলাকার বাসিন্দারা প্রশাসন সহ শুভানুধ্যায়ীদের পরিবারটির পাশে দাঁড়ানোর আবেদন জানিয়েছেন।

সাহায্যের আর্জি

রাজগঞ্জ, ১৯ জুন : আট মাস আগে কিডনির সমস্যা দেখা দেয় রাজগঞ্জ ব্লকে বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়ি ফালাকাটায় মহামায়া কলোনির বাসিন্দা সুবোধ মণ্ডলের। তাঁর চিকিৎসা করাতে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা প্রয়োজন। কিন্তু অর্থের অভাব। তাই সকলের কাছে সাহায্যের আর্জি জানাচ্ছেন সুবোধের স্ত্রী। তাঁর স্বামী পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারী। জটিল রোগে আক্রান্ত। তাঁর স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ায় সংসার চালাতে সমস্যায় তিনি।

পেশায় ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রি সুবোধের পরিবারে স্ত্রী ছাড়া দুই সন্তান রয়েছে। কিডনির সমস্যা দেখা দেওয়ায় আগেও সাহায্য নিয়ে চিকিৎসা করানো হয়েছিল। এখন পুনরায় চিকিৎসার প্রয়োজন। ডাক্তাররা জানিয়েছেন দ্রুত অপারেশন করা দরকার। কিন্তু অর্থের অভাবে চরম সমস্যায় সুবোধের পরিবার।

আহত ২

রাজগঞ্জ, ১৯ জুন : বৃষ্টির মধ্যে জাতীয় সড়কে একটি লরির সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কা লাগে। এর ফলে দুমড়ে যায় পিকআপ ভ্যানের সামনের অংশ। এই দুর্ঘটনায় পিকআপ ভ্যানে থাকা ২ জন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা নাগাদ রাজগঞ্জের হাতি মোড়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। শিলিগুড়ির দিক থেকে ছুটে আসছিল পিকআপ ভ্যানটি। অন্যদিকে, হাতি মোড় থেকে লরিটি উঠেছিল জাতীয় সড়কে। আর তখনই দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহতদের চিকিৎসার জন্য রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজগঞ্জ থানার পুলিশ লরিটিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

ফ্লাড শেলটার ভেঙে বিপদের আশঙ্কা

অমিতকুমার রায়

মানিকগঞ্জ, ১৯ জুন : বেরুবাড়ি গমিরাপাড়া হাইস্কুল চত্বরে একটি পরিত্যক্ত ফ্লাড শেলটার রয়েছে। ক'দিন আগে ঝড়-বৃষ্টিতে ফ্লাড শেলটারের কার্নিশ ভেঙে বিপজ্জনকভাবে ঝুলে আছে। ছাদের চাঙড় মাঝেমধ্যে খসে পড়ছে। এই ফ্লাড শেলটারের পাশ দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিদিন যাতায়াত করে। ফলে যে কোনও মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দিলীপকুমার দাস বলেন, 'ওই জীর্ণ ভবনটি বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের সুষ্ঠু পরিবেশ নষ্ট করছে। বিষয়টি নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

নগর বেরুবাড়ির ওই ভবনের দেওয়ালে গাছ জন্মে সেটি সাপের বাসস্থানে পরিণত হয়েছে। ভবনটি ভাঙা না হলে বড় বিপদ ঘটতে পারে বলে পড়ুয়া, অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক নৃন্ময়কুমার রায়ের আক্ষেপ, 'এই পরিত্যক্ত ভবনটি ভাঙার কথা

স্কুলের চত্বরের পরিত্যক্ত এই ফ্লাড শেলটার ভাঙার দাবি। নগর বেরুবাড়িতে।

প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। দ্রুত এই ভবনটি ভাঙা দরকার।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, এই ফ্লাড শেলটারের চারদিকে বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষ রয়েছে। এই ভবনটির সঙ্গে একাদশ ও দ্বাদশের শ্রেণিকক্ষ লেগে রয়েছে। সেখানে কংক্রিটের একটি কার্নিশ ঝুলে রয়েছে। ফলে বিপদের সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। স্কুলের শিক্ষক আনোয়ার হোসেনের কথায়, 'ভবনটি ভেঙে দিলে সমস্যা মিটবে। বর্তমানে এলাকায় বন্যা হয় না। বিদ্যালয়ে প্রচুর শ্রেণিকক্ষ আছে। প্রয়োজন হলে সেগুলি ব্যবহার করা যাবে।'

স্কুলের ছাত্রী মন্দিরা রায় ও হিমানী রায় জানিয়েছে, বর্ষায় ওই ভবনের পাশে বসে মিড-ডে মিল খেতে হয়। তাই সবসময় আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হচ্ছে। পরিচালন কমিটির সভাপতি হোসেন আলির বক্তব্য, 'সব জয়াগায় ভবন ভাঙার ব্যাপারে লিখিত দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে যতটা সাবধানতা অবলম্বন করা যায় সেই দিকটি দেখতে হবে।' তবে এই ভবনটি কবে ভাঙা হবে সেই উত্তর কারও কাছে নেই। বিষয়টি নিয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মনকে ফোন করা হলেও রিসিভ না করায় বক্তব্য মেলেনি।

ছোট্ট তারা

শ্রেষ্ঠা রায় রাজগঞ্জ হোলি ক্রস স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশোনার পাশাপাশি সে নাচে ও আঁকায় পারদর্শী। সর্বভারতীয় সংগীত ও সংস্কৃতি পরিষদের একটি প্রতিযোগিতায় সে পুরস্কৃত হয়েছে।

শিশু সুরক্ষা

নাগরাকাটা, ১৯ জুন : শিশু সুরক্ষা নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের সঙ্গে কর্মশালার আয়োজন করল চাইল্ড রাইটস অ্যান্ড ইউ (ক্রাই)। বৃহস্পতিবার সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় আয়োজিত ওই কর্মশালায় ক্রাইয়ের কর্তারা এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে শিশুদের নিরাপদ রাখতে কী কী করণীয় তার ওপর আলোচনা করেন।

দেখভাল নেই, নষ্ট হচ্ছে শব বহনের গাড়ি

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৯ জুন : ২১ লক্ষ টাকা খরচে শব বহনের জন্য কেনা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়ি এখন রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হওয়ার মুখে। কিন্তু ময়নাগুড়ি পুর কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে গাড়িটি কেনা হয়েছিল। গত বছর ২১ জুন থেকে গাড়িটি পরিষেবা দিতে শুরু করে। কিন্তু পুরসভা রাখার ব্যবস্থা করে উঠতে না পারায় গাড়িটি ময়নাগুড়ি থানা চত্বরে রাখা হয়। থানায় যেখানে গাড়িটি রাখা হয়, সেখানে শেড নেই। এতে নষ্ট হচ্ছে গাড়িটি।

ময়নাগুড়ির বাসিন্দা দীপককুমার সরকারের মতে, 'পুরবাসীর করের টাকায় কেনা শববাহী গাড়িটি যাতে নষ্ট না হয়, তা দেখার দায়িত্ব পুর কর্তৃপক্ষের। তাদের এখনই উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি।' স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সম্পাদক অপু রাউত বলেন, 'শববাহী গাড়িটির জন্য শেডের ব্যবস্থা করতে আমরা পুরসভার কর্তাদের সঙ্গে শীঘ্রই আলোচনা করব।'

যদিও পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী ফোনে সাড়া না দেওয়ায় তাঁর প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় অবশ্য সমস্যাটি মেনে নিয়েছেন। মনোজ বলেন,

> **শববাহী গাড়ি-কথা**
> - জায়গার অভাবে শববাহী গাড়ি ময়নাগুড়ি থানা চত্বরে
> - উপযুক্ত শেডের অভাবে রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতি
> - পুর কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই
> - ময়নাগুড়ি ফুটবল মাঠের পাশে জায়গা চিহ্নিত

'গাড়িটিকে শেডের নীচে রাখার ব্যবস্থা করতে পুরসভার অফিসের কাছে ময়নাগুড়ি ফুটবল ময়দানের পাশে একটি জায়গাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আশা করি, খুব তাড়াতাড়ি শববাহী গাড়িটি সহ পুরসভার অন্যান্য গাড়ি ও যন্ত্রাংশ রাখার শেডের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।'

শেডের অভাবে ময়নাগুড়ি থানাতেই রাখা থাকে পুরসভার শববাহী গাড়ি।

হাসপাতালে কর্মী অসন্তোষ, বিপাকে রোগীরা

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৯ জুন : মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে বৃহস্পতিবার কর্মী অসন্তোষের ফলে রোগী পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। একটি এজেন্সির বিরুদ্ধে ১০ মাস থেকে পিএফ জমা না দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীরা। পাশাপাশি ৬ জন কর্মীর বেতন বন্ধ নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। বিকেলে হাসপাতাল সুপারের আশ্বাস পাওয়ার পর ধর্মঘট তুলে নেন হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীরা। হাসপাতালের তরফে চাপ দিতেই ৬ জনের বেতন মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। হাসপাতালের সুপার ডাঃ সুধীর কুমার বলেন, 'কর্মী অসন্তোষের বিষয়টি খুবই উদ্বেগজনক, সমস্ত ঘটনা স্বাস্থ্য বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের জানানো হয়েছে।'

এদিন সকাল থেকেই হাসপাতালে রোগীদের ভিড় দেখা যায়। তবে অস্থায়ী কর্মীদের ধর্মঘটের কারণে অনেকেই পরিষেবা না পেয়ে ফিরে যান। ল্যাবরেটরিতে যে সমস্ত রোগীরা রক্ত পরীক্ষা করাতে এসেছিলেন, তাঁদের সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়তে হয়। এই হাসপাতালে নিরাপত্তাকর্মী, হাউসকিপিং স্টাফ, ওয়ার্ড বয়, ওয়ার্ড গার্ল, ল্যাবরেটরি সহায়ক, ইমার্জেন্সি ওটি সহায়ক মিলে ১৬৫ জন অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন। গত ১০ মাস ধরে তাঁদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা অ্যাকাউন্টে জমা না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এজেন্সির বিরুদ্ধে। ইএসআইয়ের সুবিধা

সহকারী সুপারের সঙ্গে কথা বলছেন মাল হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীরা।

থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন এই কর্মীরা। এ সমস্ত দাবি নিয়ে এদিন সকাল থেকে ধর্মঘটে বসেন হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীরা। যার ফলে জরুরি বিভাগের মূল গেট ছিল নিরাপত্তাশূন্য। হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে রক্তের নমুনা সেংগ্রহের কাজও ব্যাহত হয়। জরুরি বিভাগের অপারেশন থিয়েটারে যিনি সহায়কের দায়িত্বে থাকেন, তিনিও এদিন এই ধর্মঘটে যোগ দেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, সরকার থেকে বেসরকারি কোম্পানির কাছে শুধু ১৩৩ জন কর্মীর বেতন পাঠানো হয়। তবে সেই ১৩৩ জন কর্মীর স্থানে এখন ১৬৫ জন কর্মরত। অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অন্ধকারে রেখে গোপনে বেশ কিছু কর্মী নিয়োগ করেছে ওই এজেন্সি। যাঁরা ধর্মঘট শুরু করেন, তাঁদের প্রত্যেকের কাছে ফোন মারফত হুমকি এসেছে বলেও অভিযোগ উঠছে। হাসপাতালের কর্মী রাহুল রাউতের কথায়, 'অনেকভাবেই বঞ্চিত রাখা হয় আমাদের। সামান্য বেতনে কাজ করলেও পিএফ এর টাকা জমা পড়ছে না।'

এজেন্সির ম্যানেজিং ডিরেক্টর উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি মুখ খুলতে চাননি। যদিও এজেন্সির হাসপাতালের ইউনিট হেড মনোজ ছেত্রী বলেন, 'বৃহস্পতিবার দুপুরেই ছয়জনের বেতন মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

বইমেলার দিন

বইমেলার দিন ঘোষণা করল গিল্ড। পরের বছর ২২ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১২ দিন চলবে বইমেলা। ২০২৬-এ কলকাতা বইমেলা ৪৯ বছরে পা দিতে চলেছে।

চাকরির দাবি

২০২২-এর প্রাথমিক টেট পাশ চাকরিপ্রার্থীরা নিয়োগের দাবিতে মিছিল করলেন ধর্মতলা থেকে কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত।
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দাবি তুললেন তাঁরা।

টেক্কা যাদবপুরের

যাদবপুরের মুকুটে নতুন পালক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে গেল যাদবপুর। ২০২৬-এর কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‌্যাংকিং তালিকায় ৬৭৬ র‌্যাংকে রয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

আত্মঘাতী বধূ

প্রেমিকাকে রাতের পোশাক দিয়ে ছবির আবদার করে স্বামী। তা দেখেই আত্মঘাতী নববধূ। হাওড়ার গোলাবাড়ি থানা এলাকার ঘটনায় চাঞ্চল্য। অভিযোগ দায়ের করেছেন তরুণীর পরিবার।

‘কেয়াপাতার নৌকো’ ভাসছে অশ্রুজলে

কলকাতা, ১৯ জুন : নিজের লেখা গল্পের নাম ভুলেছেন নিজেই। উত্তমকুমারের ফোন আসতেই সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়ের অবস্থা একেবারে তথৈবচ। মনে মনে হাতড়াচ্ছেন–‘প্রথম তারার আলো’ নামক কোনো গল্প তিনি সত্যিই লিখেছিলেন নাকি? স্ত্রী এসে মনে করাতেই উত্তমকুমারকে বললেন, ‘লেখকদের বেঁচে থাকতে গেলে এমন অনেক কিছুই লিখতে হয়।’ পরে সেই গল্প নিয়েই ১৯৭৫ সালে তৈরি হল বিখ্যাত সিনেমা ‘বাঘবন্দী খেলা’।

সেই প্রফুল্ল রায় আর নেই। বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ৩টে নাগাদ ৯০ বছর বয়সে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। বাংলার সাহিত্য জগতে বিরাট নক্ষত্র পতন। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রবল শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে প্রফুল্ল ভর্তি হয়েছিলেন হাসপাতালে। গত এক বছর ধরে বার্ধক্যজনিত

অসুস্থতায় ভুগছিলেন। ১৯৩৪ সালে বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করলেও ১৯৫০ সালে কলকাতায় চলে আসেন তিনি। তাঁর লেখায় উঠে এসেছিল ছিন্নমূল মানুষের কথা, দেশভাগের হাহাকার বুকে নিয়েও মানুষের স্বপ্ন দেখার কথা। শুধু বাংলা নয়, বিহারের জনজীবনকে ভিত্তি করে লিখেছিলেন ১৩টি উপন্যাস ও ২০টি গল্প। সব মিলিয়ে লিখেছিলেন ১৫০-রও বেশি বই। ‘সোনা’ ও ‘কিরণ’-এর বন্ধুত্বের বন্ধন নিয়ে ২০০৩ সালে তাঁর লেখা ‘কেয়া পাতার নৌকো’ তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল পাঠকহৃদয়ে। ‘আকাশের নেই মানুষ’ উপন্যাসের জন্য তাঁর ঝুলিতে এসেছিল বঙ্কিম পুরস্কার। সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারের পাশাপাশি পেয়েছেন ‘পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড’-এর লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কারও। তাঁর লেখা গল্প ও উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে ‘এখানে পিঞ্জর’, ‘বাঘবন্দী খেলা’, ‘মোহনার দিকে’ ও ‘মন্দ মেয়ের উপাখ্যান’-এর মতো সিনেমা।

দীর্ঘ সময় হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন প্রফুল্লবাবু । অভিভাবকহীন বাংলা সাহিত্য জগতে এখন শোকের ছায়া। ‘মনুষ্যত্বের’ লেখক আর লিখবেন না ‘শিকড়ের’ গল্প। মহানায়ককে আর বলবেন না, খলনায়কের ভূমিকায় উত্তমকে নেবে না পাবলিক। ‘বাঘবন্দী খেলা’য় এই ভবিষ্যদ্বাণী খাটেনি তাঁর। ‘হিট’ হয়েছিল সিনেমা। তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রেকর্ডে বাদ পদ্মের বক্তব্য

বিধানসভার অধ্যক্ষের নজিরবিহীন সিদ্ধান্তে বিতর্ক

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৯ জুন : বিধানসভা অধিবেশনের রেকর্ড থেকে বিরোধীদের বক্তব্য বাতিল করলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য বিধানসভার ইতিহাসে এই ঘটনা নজিরবিহীন বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় সেলস ট্যাক্স বিলের ওপর চূড়ান্ত আলোচনায় মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের জবাবি ভাষণ বয়কট করার জেরেই অধ্যক্ষের এই সিদ্ধান্ত। নির্দেশ অমান্য করায় অধিবেশনের রেকর্ড থেকে এদিনের বিজেপি বিধায়কদের বক্তব্য বাতিল করার নির্দেশ দেন অধ্যক্ষ। তাঁর সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেছে বিজেপি।

এদিন মূল বক্তা ছিলেন বিজেপির অশোক লাহিড়ি। বক্তব্য শেষ হওয়ার পরেই জবাবি ভাষণ দিতে ওঠেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াকআউট করে বেরিয়ে যান বিজেপি বিধায়করা। অধ্যক্ষের উদ্দেশে চন্দ্রিমা বলেন, ‘স্যর এটা হতে পারে না। বিধানসভা বিরোধীদের জন্যে বলে যখন ইচ্ছে আসব আর যখন খুশি চলে যাব, এটা মানা যায় না।’ পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ‘স্যর এটা যদি বিজেপি অভ্যাসে পরিণত করে ফেলে তাহলে বিধানসভার বিপদ।’ বিধানসভার রেকর্ড থেকে বিরোধীদের বক্তব্য বাতিল করার দাবিও জানান তিনি। জবাবে অধ্যক্ষ বলেন, ‘বারবারই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে বিধানসভায়। এটা দুর্ভাগ্যজনক। অসংসদীয় আচরণ।’ পরে শাসকদলের দাবি মেনেই এদিনের রেকর্ড থেকে এদিনের বিজেপির বক্তব্য বাতিলের নির্দেশ দেন অধ্যক্ষ।

অশোক লাহিড়ি বলেন, ‘আচরণ যাই হোক না কেন তার জন্যে বিলের ওপর যে বক্তব্য আমরা রেখেছি, সেটা কি খারিজ করা যায়!’ মন্ত্রীর বক্তব্য, বয়কট করা দলের সিদ্ধান্ত। শংকর বলেন, ‘অশোক লাহিড়ির বক্তব্য রেকর্ডে থাকলে তৃণমূলের কাছে তা লজ্জার হত। লজ্জার হাত থেকে বাঁচতেই স্পিকার এই রুলিং দিয়েছেন। অধিবেশন কক্ষ থেকে বিজেপি বিধায়করা বেরিয়ে গেলেও মন্ত্রী ও অধ্যক্ষের কথায় নিজের আসনেই বসেছিলেন অশোক। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে শংকর ঘোষ ফিরে এসে তাঁকে অধিবেশন কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতে বলেন। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বর্ষীয়ান অশোক লাহিড়িকে দলের নির্দেশ পালনে যেভাবে এদিন বাধ্য করেছেন শংকর ঘোষের মতো বিধায়ক, তা খুবই দৃষ্টিকটু। প্রথম দফায় বিজেপি বিধায়করা বেরিয়ে গেলেও নিজের আসনে বসে থাকা নিয়ে পরে অশোক বলেন, ‘স্পিকার এবং মন্ত্রী দু’জনেই আমাকে কক্ষত্যাগ না করার জন্য অনুরোধ করছিলেন। ভদ্রতার খাতিরেই তাই বসেছিলাম।’

বিরোধীশূন্য বিধানসভায় পাশ হওয়া সেলস ট্যাক্স বিলের বিরোধিতা করেনি বিজেপি। মন্ত্রীর দাবি, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বিতর্কিত করের ৫০ শতাংশ ছাড় দিয়ে সরকার প্রায় ৯০৭ কোটি টাকা আয় করেছে। সেই কারণেই বিক্রয় করে ৩১ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত বিতর্কিত অর্থের ৭৫ শতাংশে ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

ঘটনাক্রম

- মূল বক্তা ছিলেন বিজেপির অশোক লাহিড়ি
- বক্তব্য শেষ হওয়ার পরেই জবাবি ভাষণ দিতে ওঠেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য
- সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াক-আউট করে বেরিয়ে যান বিজেপি বিধায়করা
- এই বিষয়ে অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য
- পরে শাসকদলের দাবি মেনেই এদিনের রেকর্ড থেকে বিজেপির বক্তব্য বাতিলের নির্দেশ দেন অধ্যক্ষ

চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি, কোথায় ঘোড়সওয়ার

চল মেরে ঘোড়ে... কলকাতা ময়দানে বৃহস্পতিবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

বজবজে আক্রান্ত সুকান্ত

কলকাতা, ১৯ জুন : বজবজে দলীয় আক্রান্ত কর্মীকে দেখতে গিয়ে নিজেই আক্রান্ত হলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সম্প্রতি ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার বজবজ বিডিও অফিসে এক বৈঠকে যোগ দিতে গিয়ে বিডিও অফিসের কাছেই দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হন ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি সহ দলীয় নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার আক্রান্ত বিজেপি কার্যকর্তার সঙ্গেই দেখা করে তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দিতে সেখানে গিয়েছিলেন সুকান্ত সহ বিজেপি নেতারা। ঘটনাস্থলে পৌঁছোনো মাত্রই সুকান্ত সহ বিজেপি কর্মকর্তাদের পালটা আক্রমণের মুখে পড়তে হয়। অভিযোগ, দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে বিজেপি নেতা, কর্মীদেরই উদ্দেশ্যেই লাঠিপেটা করতে শুরু করে পুলিশ। গোটা বিষয়টি পূর্ব পরিকল্পিত বলে দাবি করেছে বিজেপি। পরে আক্রান্তদের নিয়ে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে নালিশ জানান সুকান্ত।

এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছোলে বিক্ষুব্ধ জনতা সুকান্ত ও বিজেপির নেতাদের উদ্দেশ্যে চোর চোর বলে স্লোগান দিতে থাকেন। অভিযোগ সুকান্তর কনভয় লক্ষ্য করে জুতোও ছোড়া হয়। সুকান্তর গাড়িতে ইট, জুতো নিয়ে আক্রমণ করে। একইসঙ্গে বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ্যে সুকান্তকেও তোর বাবা চোর বলে পালটা দিতে জবাব দিতেও শোনা গিয়েছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গিরই এই ঘটনার নেপথ্যে বলে দাবি করেছে বিজেপি। একশো দিনের কাজ বন্ধের জন্য বিজেপিকে দায়ী করে স্লোগান দিতে থাকে একদল যুবক। কপালে গেরুয়া তিলক পরা বিক্ষোভকারীরা নিজেদের বিজেপিক অনুগামী বলে দাবি করেন যদিও সুকান্তর দাবি, পুরোটাই তৃণমূলের সাজানো। এদিনের বিক্ষোভকারীরা আদৌ বিজেপির কেউ নয়। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাব গণ্ডগোল পাকাতেই তাঁদের এ কাজে লাগানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ৭২.৫ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

আরও চার হাজার কোটি ঋণের আর্জি

জুনের শেষে ডিএ ঘোষণার জল্পনা

কলকাতা, ১৯ জুন : চলতি মাসের শেষ সপ্তাহেই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ নিয়ে ঘোষণা করতে পারে রাজ্য সরকার। নবান্ন সূত্রের খবর, অর্থ দপ্তরের সঙ্গে বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ দিতে হলে রাজ্য সরকারকে চলতি মাসেই অতিরিক্ত ১০ হাজার কোটি টাকার সংস্থান করতে হবে। তার মধ্যে মঙ্গলবার পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাংক থেকে ঋণ ও ঋণপত্র মিলিয়ে ৪ হাজার কোটি টাকার সংস্থান করেছে রাজ্য সরকার। আরও ৪ হাজার কোটি টাকার বন্ড দীর্ঘমেয়াদি স্টেট গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ-এর মাধ্যমে নেওয়ার জন্য বৃহস্পতিবারই রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে আবেদন জানিয়েছে রাজ্য সরকার। আগামী সপ্তাহের প্রথমে ওই টাকা রাজ্য সরকারের তহবিলে পৌঁছে যেতে পারে বলেই মনে করছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা।

তবে বকেয়া মহার্ঘভাতার ২৫ শতাংশের পুরোপুরি এখনই না মিটিয়ে তার ২০ শতাংশ পেনশনের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে অর্থ দপ্তরের কর্তাদের। সেক্ষেত্রে এখনই রাজ্য সরকারকে পুরো টাকা খরচ করতে হবে না। সম্পূর্ণ বকেয়া মহার্ঘভাতা মেটাতে গেলে রাজ্য সরকারকে ৪০ হাজার কোটি টাকা খরচ করতে হত। সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশে ওই বকেয়ার ২৫ শতাংশ জুন মাসের মধ্যে মিটিয়ে দিতে বলা হয়েছে। ফলে ১০ হাজার কোটি টাকা রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে দিতে হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে রাজ্য সরকারের যে আর্থিক পরিস্থিতি, তাতে ৮ হাজার কোটি টাকা ঋণ ও ঋণপত্র নিয়ে জোগাড় করতে হচ্ছে।

অর্থ দপ্তরের কর্তারা মনে করছেন, বকেয়া মহার্ঘভাতার ২০ শতাংশ পেনশনের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে পারলে ওই ২৫ শতাংশের ৮০ শতাংশ টাকা জুন মাসে মেটানো সম্ভব হবে। তা না হলে রাজ্য সরকারকে আরও ২ হাজার কোটি টাকা জোগাড় করতে হবে। সেক্ষেত্রে আদালত অবমাননার কোনও আশঙ্কা থাকবে কি না, তাও খতিয়ে দেখতে আইনজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা অধিবেশনে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি আসেননি। চলতি সপ্তাহের মধ্যেই বকেয়া মহার্ঘভাতার সংস্থান করতে অর্থ দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও এই ঋণপত্র থেকে সরকারি কর্মচারীদের বেতন দেওয়া যায় না। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য এই টাকা খরচ করা যায়। কিন্তু রাজ্য সরকার এখন বকেয়া মহার্ঘভাতা মেটাতে ঋণ ও ঋণপত্রের ওপরই ভরসা করছে।

কেন সিদ্ধান্ত

- সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ২৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ দিতে হলে চলতি মাসে অতিরিক্ত ১০ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন
- তার মধ্যে মঙ্গলবার পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাংক থেকে ঋণ ও ঋণপত্র মিলিয়ে ৪ হাজার কোটি টাকার সংস্থান হয়েছে
- আরও ৪ হাজার কোটি টাকার জন্য বৃহস্পতিবারই রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে আবেদন জানিয়েছে রাজ্য সরকার

ভর্তির পোর্টাল নিয়ে মামলা হাইকোর্টে

ওবিসি তালিকায় স্থগিতাদেশ অস্ত্র

কলকাতা, ১৯ জুন : ওবিসির নতুন বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়া সত্ত্বেও কেন চালু করা হয়েছে কলেজে ভর্তির পোর্টাল, এই প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হল নতুন মামলা। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মূল মামলাকারীরা। বৃহস্পতিবার আবেদনকারীদের প্রশ্ন, ‘ভর্তির পোর্টালে ওবিসি-এ ও ওবিসি-বি ক্যাটিগোরির উল্লেখ রয়েছে। রাজ্যের জারি করা নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সব শ্রেণিকে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে আদালতের নির্দেশের অবমাননা করা হয়েছে।’ ডিভিশন বেঞ্চ আদালত অবমাননার এই মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে। আবার এদিনই কলকাতা পুরসভায় সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে বলেন হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দ। ওবিসির নতুন তালিকা ধরে নিয়োগবিধি সম্পর্কে

মামলা দায়ের হয়েছিল হাইকোর্টে। এদিন ওই মামলায় বিচারপতি নির্দেশ দেন, কলকাতা পুরসভা এই নিয়োগের জন্য শূন্যপদ পাঠাবে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরকে। সাতদিনের মধ্যে দপ্তর অনুমতি দিয়ে সেই মোতাবেক নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করবে পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশন।

আবেদনকারীদের অভিযোগ, হাইকোর্টের ডিভিশন ও একক বেঞ্চ একাধিকবার নির্দেশ দিয়েছে যে, ২০১০ সালের আগের ৬৬টি জনগোষ্ঠী যারা তালিকাভুক্ত ছিল তাদের নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। এক্ষেত্রে হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কেন পোর্টাল খোলা হয়েছে? একাধিক বিজ্ঞপ্তিতে কোথাও ভর্তির বা কোথাও নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। এই মামলায় মুখ্যসচিব ও উচ্চশিক্ষা দপ্তরকেও যুক্ত করা হয়েছে। মামলাটি তালিকাভুক্ত হলে শুনানির আশ্বাস দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

অগ্নিমিত্রার ক্ষোভ

কলকাতা, ১৯ জুন : শান্তিনিকেতনে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি ভেঙে ফেলার ঘটনায় রাজ্য সরকার কেন হস্তক্ষেপ করল না? বৃহস্পতিবার বিধানসভায় এই প্রশ্ন তুললেন আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। শান্তিনিকেতনে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি সম্প্রতি ভেঙে ফেলেন প্রোমোটাররা। বিধানসভায় অগ্নিমিত্রা বলেন, ‘রাজ্য সরকারের কি উচিত ছিল না বাড়িটি অধিগ্রহণ করে হেরিটেজ প্রপার্টি হিসেবে তাকে ঘোষণা করা?’ জবাবে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বলেন, ‘বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক। বাড়িটি সরকারি সম্পত্তি ছিল না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হওয়ায় হস্তক্ষেপ করতে দেরি হয়েছে। পারিবারিক বিবাদে বাড়িটি প্রোমোটারের হাতে যায়। সরকার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পরিবারের তরফে আপত্তি করা হয়।’

সংকটে অভিজিৎ, এইমসে স্থানান্তরিত

কলকাতা, ১৯ জুন : চিকিৎসার জন্য দিল্লির এইমসে নিয়ে যাওয়া হল তমলুকের সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে। গত শনিবার গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন অভিজিৎ। প্রাথমিকভাবে তিনি অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস ও গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিন্যাল সেপসিসে আক্রান্ত। ভর্তির পরেই তাঁর চিকিৎসায় বিশেষ মেডিকেল বোর্ড গড়া হয়েছিল। কিন্তু গত ৬ দিনে বহু চেষ্টার পরেও অভিজিতের শারীরিক অবস্থার বিশেষ কোনও উন্নতি হয়নি। এরপরই ঝুঁকি না নিয়ে তাঁকে দিল্লির এইমসে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাঁর পরিবার ও বিজেপি নেতৃত্ব। সেইমতো বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টে নাগাদ হাসপাতাল থেকে বিশেষ অ্যাম্বুল্যান্সে গ্রিন করিডর করে অভিজিৎকে নিয়ে যাওয়া হয় বিমানবন্দরে। সেখান থেকে অভিজিৎকে নিয়ে ডাক্তারদের বিশেষ টিম এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেয়। দু’দিন আগেই তাঁকে হাসপাতালে দেখে এসেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এদিন অভিজিৎকে এইমসে ভর্তির প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, আমাদের মনে হয়েছে পরিস্থিতি খুব একটা ভালো নয়। তাই ঝুঁকি না নিয়ে দিল্লির এইমসে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। বিজেপি সূত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বলা হয়েছিল, যে কোনও প্রয়োজনে যেন যোগাযোগ করা হয়। হাসপাতাল সূত্রের খবর, অভিজিতের অবস্থা এখনও যথেষ্ট সংকটজনক।

ধর্নায় শংকর

কলকাতা, ১৯ জুন : বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকা খরচ করতে বাধা দেওয়ার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় ধর্নায় বসলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক ও বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ। এদিন বিধানসভা চত্বরে আম্বেদকরের মূর্তির পাদদেশে ধর্নায় বসেন তিনি। শংকরের অভিযোগ, শিলিগুড়ির উন্নয়নের জন্যে তাঁর বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে টাকা বরাদ্দ করা সত্ত্বেও সেই টাকা খরচ করছে না প্রশাসন। শংকরের দাবি, বিধায়কের ভাবমূর্তি জনমানসে খারাপ করার জন্যই শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের নির্দেশে প্রশাসন কার্যত চুপ করে বসে আছে। এ ব্যাপারে তিনি জেলাশাসক থেকে শুরু করে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পরিষদ সহ সমস্ত প্রশাসনিক দপ্তরে লিখিত আর্জি জানিয়েছেন। বিগত অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতেও বিষয়টি বিধানসভার দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবে তুলেছিলেন তিনি। কিন্তু তাতেও কোনও কাজ হয়নি। সেই কারণে ধর্নায় বসতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। এদিন শংকর বলেন, ‘ওরা যাই করুক না কেন, শিলিগুড়ির উন্নয়নের দাবি আমি সরকারের কাছ থেকে আদায় করেই ছাড়ব।’ যদিও শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব শংকরকে কটাক্ষ করে বলেছেন, ‘ওর বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকা যৎসামান্যই। কোথায় কাকে দিয়েছেন জানি না। নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে টাকা দিতে হয়। ভোট আসছে, তাই উন্নয়ন করতে না পেরে রাজনীতি করছেন শংকর।’

বিধানসভার বাইরে ধর্নায় বসেছেন শংকর ঘোষ। ছবি-রাজীব মণ্ডল।

পূবালি হাওয়ায় জোগান নেই পর্যাপ্ত ইলিশের

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ১৯ জুন : দিনভর ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি। সঙ্গে রয়েছে জোরালো পুবালি হাওয়া। অর্থাৎ ইলিশ ওঠার জন্য ক্ষেত্র পুরোপুরি প্রস্তুত। কিন্তু অতিরিক্ত খারাপ আবহাওয়ার কারণে সমুদ্র থেকে ফিরে আসতে হয়েছে মাছ ধরার ট্রলারগুলিকে। ফলে বাঙালির পাতে রুপোলি শস্য একেবারেই অমিল। এরই মধ্যে আবহাওয়া খারাপ হওয়ার আগেই সমুদ্রে একপ্রস্থ ঘুরে এসেছেন দিঘা ও ফ্রেজারগঞ্জের মৎস্যজীবীরা। মঙ্গলবার খারাপ আবহাওয়ার জন্য ট্রলারগুলিকে তড়িঘড়ি ফিরতে হয়েছে। অনেকেই ফিরেছেন হাসিমুখে। শুধু দিঘার মোহনা এলাকার মৎস্যজীবীরাই ২০ থেকে ৩০ মেট্রিক টন রুপোলি শস্য নিয়ে ঘরে ফিরেছেন। ফ্রেজারগঞ্জ এলাকাতেও মৎস্যজীবীদের জালে ভালো ইলিশ উঠেছে। কিন্তু লাগাতার মাছ ধরা না চলায় বাজারগুলিতে পর্যাপ্ত ইলিশের জোগান নেই।

যেটুকু ইলিশ উঠেছে, তা কলকাতার অল্প কয়েকটি বাজারেই ঢুকেছে। মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির কর্মকর্তা অতুল দাস জানিয়েছেন, পাইকারি বাজারি ইলিশে হাত দিলে ছ্যাঁকা লাগছে। ৯০০ থেকে ১ কেজি মাপের ইলিশের দাম কিলো প্রতি ২০০০ টাকা। ৭০০ থেকে ৮০০ গ্রাম ওজনের ইলিশের দাম কিলো প্রতি দেড় হাজার টাকা।

৫০০ থেকে ৬০০ গ্রামের ইলিশের দাম ১২০০ থেকে ১৩০০ টাকা। তাঁর মতে, আবহাওয়ার উন্নতি হলে মাছ ধরার ট্রলারগুলি আবার সমুদ্রে গিয়ে যতক্ষণ না ইলিশ নিয়ে ফিরছে, ততক্ষণ দাম কমার সম্ভাবনা নেই।

তবে এই মরশুমে মৎস্যজীবীদের জালে প্রচুর ইলিশ পড়বে বলে আশা করছেন দিঘার মৎস্যজীবীরা। দিঘা মৎস্যজীবী ও মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক শ্যামসুন্দর দাস বলেন, ‘গত দু-মাস ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশেই সমুদ্রে মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। আগে দুই দেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার সময় আলাদা ছিল। তবে আমরা দুই বাংলার মৎস্যজীবীরা এব্যাপারে বৈঠক করে একই সঙ্গে মাছ না ধরার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিই। আমরা সরকারকে এ ব্যাপারে অনুরোধ করি। তাই এবছর প্রথম দুই দেশেই একসঙ্গে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা ছিল। ফলে এবার প্রচুর পরিমাণে ইলিশ আমরা পাচ্ছি।’

মৎস্যজীবীরা জানিয়েছেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর আগেভাগে বর্ষা এসেছে। এখনও পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ ভালোই। নদীগুলির মিষ্টি জল সমুদ্রে পড়ায় উপকূলবর্তী এলাকায় জলেও নোনতা ভাব কমেছে। সেই কারণেই ইলিশের ঝাঁক এবছর উপকূলমুখী হয়েছে।

এত সত্ত্বেও বাদ সেধেছে প্রকৃতি। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য সরকারি পরামর্শে ট্রলারগুলিকে ইলিশ ধরায় বিরতি টেনে তীরে ফিরতে হয়েছে। ফলে, ইলিশ শিকারে আপাতত বিরতি। খারাপ আবহাওয়ার শেষে পুবালি হাওয়া ও ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে এবছর বাঙালির পাতে সস্তায় ইলিশ পড়তে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

খারাপ আবহাওয়ায় মাছ ধরা বন্ধ

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩৩ সংখ্যা, শুক্রবার, ৫ আষাঢ় ১৪৩২

অচেনা আমেরিকা

আমেরিকার ভাবমূর্তিতে কালি ছেটাচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় জমানা। জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট পদে দায়িত্বগ্রহণের পর গত পাঁচ মাস ধরে একটার পর একটা আন্দোলন চলছে সেদেশে। দেশটা আমেরিকা নাকি দারিদ্র্য, বেকারত্ব, হিংসাবিদীর্ণ তৃতীয় বিশ্বের কোনও রাষ্ট্র, বোঝা মুশকিল। ইরান-ইজরায়েল ব্যাপক সংঘর্ষের আবহেও ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন আইন নিয়ে আন্দোলন ও অশান্তি অব্যাহত আমেরিকায়। কঠোর হাতে সেই আন্দোলন দমনের চেষ্টাও কম নয়।

তবে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্টের উদ্বেগ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অভিবাসন ও শুল্কনীতির প্রতিবাদে যে গণ আন্দোলন শুরু হয়েছিল লস অ্যাঞ্জেলেসে, ক্রমশ তা ছড়িয়ে পড়ছে সান ফ্রান্সিসকো, ডালাস, হিউস্টন, নিউ ইয়র্ক, আটলান্টা, শিকাগো, ওয়াশিংটন ডিসি সহ বিভিন্ন শহরে। অবৈধ অভিবাসীদের ধরপাকড়ের জেরে ঘটছে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ।

পরিস্থিতি সামলাতে প্রদেশের গভর্নরের আপত্তি সত্ত্বেও শহরে শহরে ন্যাশনাল গার্ড, মেরিন নামিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। জারি হয়েছে কার্ফিউ। চলছে ফোম বুলেট। গত ১৪ জুন একইদিনে মার্কিন সেনাবাহিনীর ২৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবস এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের ৭৯তম জন্মদিনকে বিরোধীরা বেছে নিয়েছিলেন ট্রাম্পের 'একনায়কতন্ত্র'-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। 'নো কিংস ডে অফ ডিফায়ান্স' কর্মসূচিতে বিক্ষোভ চলে একশো শহরে।

চলতি পর্যায়ে সরকারের বিরুদ্ধে মার্কিন মুলুকে জনগণের আন্দোলন এটা প্রথম নয়। দু'মাস আগে দেশজুড়ে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সরকারি দপ্তরে গণছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে। ছাঁটাই-অভিযানের নাটের গুরু ছিলেন টেসলা, এক্স ও স্পেসএক্সের কর্ণধার এলন মাস্ক। মাস্ককে ট্রাম্পের এত খাতিরের কারণ, দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী মানুষ তিনি। ট্রাম্পের নির্বাচনি প্রচারে হাজার হাজার কোটি ডলার ঢেলেছিলেন।

কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁকে সরকারি দক্ষতা বিষয়ক মন্ত্রী করেছিলেন ট্রাম্প। ক্ষমতা পেয়েই মাস্ক শুরু করেছিলেন গণছাঁটাই। সমস্ত সরকারি বিভাগে ব্যাপক কর্মীসংকোচন হল। ট্রাম্পের লক্ষ্য ছিল ব্যয়সংকোচ। মাস্ক নির্দয়ভাবে গণছাঁটাই করায় অচিরেই প্রতিবাদে শুরু হল গণবিক্ষোভ।

মাস্কের বাড়াবাড়ির কারণে বিক্ষোভের আগুন প্রথম জ্বলল তাঁরই মালিকানাধীন টেসলা কোম্পানির বিভিন্ন শোরুম ও অফিসে। শুধু আমেরিকার বিভিন্ন শহরে নয়, বিশ্বের বহু দেশে টেসলার শোরুমে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ঘটেছে। আমেরিকার মতো দেশে প্রতি মাসে দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ-আন্দোলন, হিংসাত্মক কাণ্ড ঘটতে থাকা খুব দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু এখন এটাই তিক্ত বাস্তব। বাইডেন জমানার চেয়ে ট্রাম্পের আমলে প্রশাসন অনেক বেশি দক্ষ ও সাহসী হবে বলে আশা করেছিলেন মার্কিনিরা। কিন্তু এখন তাঁদের মনের অবস্থা বোধহয় কিশোরকুমারের সেই বিখ্যাত গানের মতো, 'এ কি হল কেন হল কি যে হল, জানি না...।'

গদিতে বসতে না বসতে শুরু হয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাদাগিরি। কখনও বলেন, এখন থেকে শুধু আমেরিকায় জন্মের কারণে মার্কিন নাগরিকত্ব অর্জন বন্ধ হল। কখনও বলেন, অবৈধ অভিবাসীদের নিজের নিজের দেশে অবিলম্বে ফেরত পাঠানো হবে। মার্কিন নাগরিকত্বের বিষয়টি অবশ্য আদালতে স্থগিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু হাতকড়া পরিয়ে, পায়ে শিকল বেঁধে বিভিন্ন অভিবাসীকে সামরিক বিমানে করে তাঁদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো শুরু হয়ে গেল।

ভারতীয়দেরও দফায় দফায় পাঠানো হয়েছে। আরও দুর্ভাগ্যজনক হল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্কিন সফর চলাকালীন ভারতীয়দের একটি ব্যাচকে ওইভাবে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। ফলে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং বিতর্ক সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর বিরোধ বাধে। ট্রাম্পের রাগের কারণ, হার্ভার্ডের পড়ুয়া-গবেষকরা নাকি গাজা যুদ্ধে হামাস-প্যালেস্তাইনের সমর্থক। অতএব হার্ভার্ডকে সব অনুদান বন্ধ।

আমেরিকার মতো একটি দেশে যদি এমন একজন 'পাগলা জগাই' আরও সাড়ে তিন বছর রাজত্ব চালিয়ে যান, তাহলে সেটা সারা বিশ্বের পক্ষে দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

প্রফুল্ল রায় (১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪-১৯ জুন ২০২৫)

এক নজরে

প্রফুল্ল রায়ের গল্প নিয়ে অনেক সিনেমা ও সিরিয়াল হয়েছে। সিনেমার মধ্যে উল্লেখযোগ্য
এখানে পিঞ্জর (১৯৭১)
বাঘবন্দী খেলা (১৯৭৫)
মোহনার দিকে (১৯৮৪)
আদমি অউর ঔরত (১৯৮৪)
একান্ত আপন (১৯৮৭)
চরাচর (১৯৯৪)
মন্দ মেয়ের উপাখ্যান (২০০৩)
ক্রান্তিকাল (২০০৫)

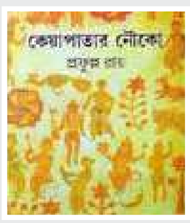

প্রথম উপন্যাস পূর্বপার্বতী। ১৯৫৬ সালে নাগাল্যান্ডে বসে লিখেছিলেন।

১৯৮৬ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত অমৃত পত্রিকায় ধারাবাহিক লিখেছিলেন কেয়াপাতার নৌকো।

কেয়াপাতার নৌকো, শতধারায় বয়ে যায়, উত্তাল সময়ের ইতিকথা- তিনটি লেখা আসলে ট্রিলজি।

বঙ্কিম পুরস্কার পেয়েছেন আকাশের নীচে মানুষ (১৯৮৬) উপন্যাসের জন্য।

সাহিত্য আকাদেমি পেয়েছেন ক্রান্তিকাল (২০০৩) উপন্যাসের জন্য।

পেয়েছেন ভুয়ালকা পুরস্কার ও মতিলাল পুরস্কার।

উত্তরাধুনিক 'সাবলাইম খচ্চর'

বিপুল দাস

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি যখন সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্বপার্বতী' ধারাবাহিক হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন 'দেশ' আমার হাতের নাগালের বাইরে। পরবর্তীকালে, সম্ভবত আটষট্টি বা উনসত্তরে 'অমৃত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে প্রফুল্ল রায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'কেয়াপাতার নৌকো'। স্বাধীনতার পরপরই নিজের দেশ বলে যাকে জানতেন, সেই ভূমি ছেড়ে পরদেশে পরবাসী হয়ে আসতে হয়। সেই ছিন্ন শিকড়ের যন্ত্রণা তাঁকে চিরকাল বইতে হয়েছে। এবং তাঁর এই বেদনা তিনি খুঁজে পেতে চেয়েছেন দেশব্যাপী আরও অনেক ছিন্নমূল মানুষের অন্তরের অনুসন্ধানে। এক হতে চেয়েছেন এবং নিজে সেই বেদনার শরিক, তাই আন্দামানের শিকড়ছেঁড়া মানুষের, বিহারের বিভিন্ন জনজাতির, মধ্যপ্রদেশের ভূমিহারা মানুষের গোপন কান্না তিনি ঠিক বুঝতে পারেন। সেই সব মানুষের অশ্রু, ঘাম, অপমান আর সংগ্রামের কাহিনী লিখে রাখেন প্রফুল্ল রায়। ভারত-চিন সীমান্তের পটভূমিতে পূর্বপার্বতী তাঁর প্রথম উপন্যাস। নাগাদের কঠোর জীবনসংগ্রাম, তাদের সামাজিক রীতিনীতি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, স্বাধীনতার জন্য লড়াই, আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সংগ্রাম– এসব নিয়ে বাংলা ভাষার পাঠকের কাছে তিনি পৌঁছে দিলেন অজ্ঞাত এক জীবনের কথামালা। যা ছিল এতদিন আমাদের কাছে অশ্রুত, অজ্ঞাত, অদৃষ্ট।

জন্ম উনিশশো চৌত্রিশে, ঢাকার বিক্রমপুরে। দেশভাগের পর উনিশশো পঞ্চাশে চলে আসেন এপারে। উদ্বাস্তু জীবনের কঠোর বাস্তব অভিজ্ঞতা ফেলে দেওয়ার নয়। বরং এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার রসে নিজেকে আরও জারিত করার জন্য শিকড়ছেঁড়া মানুষের খোঁজে ঘুরে বেড়ালেন ভারতবর্ষজুড়ে। সংগ্রামী মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর ঝুলিতে ভরে নিতে লাগলেন। তাঁদের সমাজ, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, লাঞ্ছনা, নিত্য অপমান, উঠে দাঁড়ানোর লড়াই তাঁদের সঙ্গে থেকে অনুভব করলেন। জমা হতে থাকল ভবিষ্যতের গল্প-উপন্যাসের রেখাচিত্র। পরে আমরা পাব এখানে পিঞ্জর, বাঘবন্দি খেলা, মন্দ মেয়ের উপাখ্যান, ক্রান্তিকাল, নোনাজল মিঠে মাটি, মহাযুদ্ধের ঘোড়ার মতো আখ্যান।

আমি জানি না সাম্প্রতিক সময়ের পাঠককুল প্রফুল্ল রায়ের লেখার সঙ্গে পরিচিত কি না। তাঁর লেখায় নির্মোহ, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সত্যদর্শনের কথা থেকে গেছে। সাধারণ মানুষ, যাঁরা অধিকতর শক্তিশালীর কাছে নিত্যই অপমানিত হচ্ছেন, যাঁরা ঘাম ফেলে নয়া বসত গড়ছেন, হয়তো রাষ্ট্রের বুলডোজার এসে সব গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, আবার উঠে দাঁড়াচ্ছেন তাঁরা, প্রাণের তো বিনাশ নেই, সেই কাহিনী তাঁদের সঙ্গে থেকে দেখেছেন। সমব্যথী হয়েছেন। কীভাবে উৎখাত হতে হয় মাতৃভূমি থেকে, নতুন যাযাবরের মতো আবার নতুন কলোনি, আবার লড়াই। নতুন প্রজন্মের পাঠকের কিন্তু খুব প্রয়োজন এই কাহিনী পড়বার। নইলে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে যে সুতোর ভেতর দিয়ে সুখ-দুঃখের কথাগুলো বয়ে চলে, সৃষ্টি এবং বিনাশের যে কাহিনী বয়ে যায়, তাকে ছুঁতে না পারলে আমাদের এই অস্তিত্বই তো শূন্যে ভাসমান হয়ে যাবে। ক্ষণকালের নয়, প্রফুল্ল রায় আরও অনেকদিন রয়ে যাবেন।

ইহজগতের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিন্ন হল দু'হাজার পঁচিশের উনিশে জুন। কিন্তু রয়ে গেল আগামীকালের পাঠকের জন্য একজন সত্যদ্রষ্টার, অনুভাবী হৃদয়ের দরদি কথামালা। অন্তত 'আমাকে দেখুন' উপন্যাসে তাঁর তৈরি করা সেই বিখ্যাত শব্দবন্ধ 'সাবলাইম খচ্চর' আরও অনেক উত্তরাধুনিক হয়ে বেঁচে থাকবে।

এখনই যাবে? সাবধানে যেও!

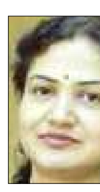

তৃষ্ণা বসাক

দিনটা ছিল এই বছরেরই ২১ মার্চ, বিশ্ব কবিতা দিবস। যাওয়ার কথা ইন্দুমতী সভাগৃহে, কবিতা পড়তে। যাওয়া হল না। সাউথ সিটি মলের পাশের গলিতে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন নার্সিংহোম আমাকে টেনে নিয়ে চলল। টিপ টিপ ঝরা বসন্তের অকাল বৃষ্টির মধ্যে সেই নার্সিংহোমে ঢুকে পড়লাম, এখানে যে ভর্তি আছেন আমার প্রণম্য লেখক প্রফুল্ল রায়।

প্রায় দু'দশকেরও আগে কলকাতা বইমেলায় একুশ শতকের স্টলে তাঁকে প্রথম দেখি। সাদা ধুতিপাঞ্জাবিতে নায়কোচিত চেহারা। সম্ভবত শচীন দাশ আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রফুল্লদা বলেছিলেন 'ও তুমিই তৃষ্ণা বসাক! তুমি তো অত্যন্ত পাওয়ারফুল লেখক। তোমার সংখ্যালঘু গল্প পড়েছি। অসাধারণ গল্প।'

সেই সময়ে গল্প লিখছি সবে। সংখ্যালঘু গল্পটি বেরিয়েছিল একটি লিটল ম্যাগাজিনে, তা কী করে পড়লেন অত বিখ্যাত এবং ব্যস্ত একজন অগ্রজ লেখক, তা জেনে বিস্মিত হয়েছিলাম। তাঁর মুখের ওই একটি বাক্য আমার কথাজীবনের আত্মবিশ্বাস নির্মাণে সাহায্য করেছে। অথচ তারপর থেকে অনেক অনেক বছর তাঁর সঙ্গে কোনও যোগাযোগই ছিল না আমার, শুধু মনের মধ্যে ভরসা ছিল এই ছাতাহীন প্রান্তিক লেখকের- প্রফুল্লদা আছেন কোথাও।

এর বহু পরে, অল্প কয়েক বছর আগে, তাঁর বাড়িতে যাই শুভঙ্কর গুহ দাদার সঙ্গে। তাঁর প্রথম যে লেখা পড়েছি তা হচ্ছে 'আমাকে দেখুন'। তখন নেহাতই বালখিল্য বয়স। ক্লাস ফাইভ বা সিক্স হয়তো। সেই বয়সে যেমন লুকিয়ে বিশ্বের নিষিদ্ধ উপন্যাস লোলিতা পড়া হয়ে গেছে, তেমনি ভাবেই পড়েছি আমাকে দেখুন। পুজো বা গ্রীষ্মের ছুটিতে মামাবাড়ি গিয়ে দাদুর নবকল্লোল চুরি করে পড়া। প্রায় কিছুই বুঝছি না, কিন্তু বড়দের লুকিয়ে বড়দের জগতে ঢুকে পড়ার আনন্দ পাচ্ছিলাম ষোলো আনা। পরে প্রফুল্লদার নিজের মুখেই শুনেছি, ওই উপন্যাসটির জন্যে তিনি নাকি বিমল করের কাছে বকুনি খেয়েছেন। একটা কথা ওই বুঝেছিলাম, পাঠককে টেনে নিয়ে যাবার জাদু ক্ষমতা এই লেখকের আছে।

একজন লেখক অনেক লিখলেও একটি বা দুটি রচনায় কাল অতিক্রমের স্থায়ী সিলমোহর পড়ে যায়। প্রফুল্ল রায়ের ক্ষেত্রে সেটি নিঃসন্দেহে কেয়াপাতার নৌকো। দেশ ভাগের যন্ত্রণা নিয়ে বাংলা ভাষায় যে কতিপয় সার্থক উপন্যাস লেখা হয়েছে এটি তার অন্যতম। এর ভূমিকাংশে লেখক জানিয়েছেন, 'দেশভাগের কারণে জন্মভূমি থেকে আমাকে উৎখাত হয়ে চলে আসতে হয়। দেশ হারানোর সেই যন্ত্রণা আমি চিরকাল ভোগ করে এসেছি।'

আমার লেখক জীবনে 'চরের মানুষ' একমাত্র উপন্যাস, যা বই হবার আগে আমি পাণ্ডুলিপির প্রিন্ট আউট কাউকে পড়তে দিয়েছিলাম। চরের মানুষ উৎসর্গ করা তাঁকেই। কেয়াপাতার নৌকোর লেখককে ছাড়া এই বই কাকেই বা উৎসর্গ করা যেত? দেশভাগের যন্ত্রণা না পাওয়া এদেশি ঘটি পরিবারের একটি মেয়ে কীভাবে এই লেখা লিখল তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

তাঁর আজাদগড় পোস্ট অফিসের পেছনের হেমন্ত অ্যাপার্টমেন্টের চারতলা বেয়ে ওঠার সময় দম ফুরোতে ফুরোতে প্রতিবারই ভেবেছি এই সিঁড়ি ভেঙেই তিনি বাজার, ব্যাংক করে থাকেন। তাঁর সুঠাম চেহারা, বলিষ্ঠ কব্জি বলে দিত, কথাসাহিত্য শৌখিন কাজ নয়, শারীরিক সক্ষমতা প্রচুর লাগে একজন কথাকারের। তাঁর কাছে গেলে, আমরা ফেরার জন্যে উঠে পড়ছি, তবু তাঁর গল্প শেষ হচ্ছে না। বম্বের মাফিয়াদের সঙ্গে সাক্ষাৎ থেকে কলকাতার সেই সময়ের সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের ইনসাইড স্টোরি- তাঁর ঝুলিতে কত যে গল্প ছিল।

তাঁর উপন্যাস পাঠকপ্রিয় হলেও আমার পক্ষপাত থাকবে তাঁর অসামান্য গল্পগুলির দিকে। 'বর্ষার একদিন', 'সাতঘরিয়া শেষযাত্রা', 'জাহান্নামের গাড়ি', 'রাজা আসে, রাজা যায়', 'চোর', 'বাঘ'- কত নাম করব? – মুম্বই, উত্তর বিহার, কলকাতা, বাংলাদেশ- প্রফুল্ল রায়ের গল্পের ভূগোল অনেক বিস্তৃত। ওই তো দেখছি রুক্ষ পাথুরে পথে ঝাঁ ঝাঁ রোদ মাথায় নিয়ে হেঁটে চলেছে সাতঘরিয়া (গল্প সাতঘরিয়া) দিনমজুরির সন্ধানে। নিজের ভাত নিজে জোটাবে এই শর্তে বিয়ে হয় তার, সাত সাত বার। কাজ চলে গেলে বরও চলে যায়।

কিংবা শেষ পারানি গল্পের এক নষ্ট মেয়ে বলে ওঠে, 'ভগমান আমাদের দিয়েচেটা কী? এই লরকের জঞ্জালে ছুঁড়ে দিয়েচে। লরকেই য্যাখন এসেছি, ত্যাখন এখেনকার মতোই চলব।'

কিংবা কে ভুলবে বর্ষার একদিন গল্পের নাথুনিকে, যে বলেছিল 'নাহয় আরেকটা দিন ভুখা থাকব। তবুও তো দুটো বুড়া বুঢ়ীকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছি কী বল?'

সেদিন সেই মন দমে যাওয়া পরিবেশে বিছানায় অর্ধশোয়া প্রফুল্লদা প্রথমে আমাকে আপনি আপনি করে কথা বলছিলেন, তারপর চিনতে পারলেন। ফোল্ডিং টেবিলে একটা কলম।

-লিখছেন তো?

বললেন 'বাড়ি ফিরতে হবে, অনেক লেখা বাকি পুজোর।' আমি চকোলেট নিয়ে গেছিলাম, নিলেন না, আস্তে আস্তে পথে কুড়োনো একটা মুচকুন্দ ফুল ব্যাগ থেকে বের করে তাঁর কলমের পাশে রেখে চলে আসি।

--এখনই যাবে? সাবধানে যেও!

সাহিত্যের এখনকার ছিন্নভিন্ন ক্লিন্ন জগৎ সেই অদৃশ্য অভিভাবককে চিরদিনের মতো হারাল।

প্রফুল্ল চর্চা

তিনি ও উত্তম

নিজের লেখা গল্পটার নামই ভুলে গিয়েছিলেন প্রফুল্ল রায়। ফোনের ও প্রান্তে তখন উত্তমকুমার। আর প্রফুল্ল মনে মনে হাতড়াচ্ছেন–'প্রথম তারার আলো' নামে গল্প সত্যিই লিখেছিলেন নাকি? নাহ, কিছুতেই মনে পড়ছে না।

শেষে ফোনটা চেপে তাঁর স্ত্রীকে ডাকতেই সব জলের মতো মনে পড়ে গেল। এ নামে একটা কাহিনী লিখেছিলেন অনেক দিন আগে। যা চেয়ে নেন উত্তম স্বয়ং।

উত্তমের ডাকে তাঁর ময়রা স্ট্রিটের বাসভবনে হাজির তো হলেন প্রফুল্ল। সেখানে তখন বেজায় ভিড়। উত্তম তাঁকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, গল্পের স্বত্বের জন্যে কত টাকা দিতে হবে?

না। প্রফুল্ল রায় তাঁর দাম বলেননি, মহানায়ক যা দেবেন, তাই তিনি নেবেন বলে চলে এসেছিলেন। কিন্তু আরও একটা কথা বলে এসেছিলেন। এ ছবি চলবে না। খলনায়কের ভূমিকায় উত্তমকে নেবে না পাবলিক। উত্তমকুমার মুচকি হাসলেন শুধু। কিছু বললেন না।

না, সাহিত্যিকের ভবিষ্যদ্বাণী খাটেনি। বক্স অফিসে তুমুল জনপ্রিয় হল 'বাঘবন্দী খেলা'। নাম বদলে গিয়েছিল গল্পটার।

- রমাপদ পাহাড়ি

আজ

১৯২৩

লেখক গৌরকিশোর ঘোষের জন্ম আজকের দিনে।

২০০০

অভিনেতা বসন্ত চৌধুরী প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ থেকে দয়া করে সরে আসুন। এখানে সংঘাত বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সব পক্ষেরই উচিত কূটনৈতিক সমাধান খোঁজা। আমেরিকার সঙ্গে এনিয়ে আমি অনেকবার কথা বলেছি। এটাই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়।

-**কিয়ার স্টারমার**
(ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী)

ভাইরাল/১

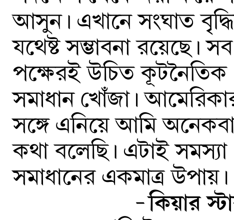

হামাস-ইজরায়েল সংঘাতের জেরে গাজায় রসদে টান পড়েছে। ট্যাংকে করে জল সরবরাহ করা হচ্ছে। দু'বছরের শিশু দু'হাতে দুটি ড্রাম নিয়ে জল নিতে যাচ্ছে। নিজের সমান দুটি ড্রাম নিয়ে ট্যাংকের দিকে এগিয়ে চলেছে সে। ভাইরাল ভিডিও।

ভাইরাল/২

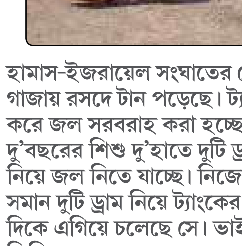

রেলস্টেশনে রেলের হাইটেনশন তার ধরে ভেলকি দেখালেন এক তরুণ। ২৫ হাজার ভোল্টের তার ধরে ঝুলছেন। দোল খাচ্ছেন, শূন্যে কেরামতি দেখাচ্ছেন। সেখান থেকে নীচে ঝাঁপ দিলে রেললাইনে মুখ থুবড়ে পড়েন।

জনমন
জনমত

রায়গঞ্জ-চাঁচলেও দোকানে অভিযান হোক

বেশ কয়েক বছর আগে কলকাতা কর্পোরেশনের দুই প্রতিনিধি জাভেদ খান ও অতীন ঘোষ কলকাতার বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় হানা দিয়ে পয়ঃপ্রণালীর পাশে ভাত-বিরিয়ানি রাখার দৃশ্য প্রকাশ্যে এনেছিলেন। তারপর তো গোষ্ঠীকোন্দল। সব থেমে যায়। সম্প্রতি শিলিগুড়িতে কমোডের পাশ থেকে বিরিয়ানি উদ্ধারের ঘটনায় সবাই যেন নড়েচড়ে বসেছেন। ফ্রিজ থেকেও বাসি ফ্রায়েড রাইস-মাংস উদ্ধার হচ্ছে। দু'চারদিন এসব বাসি-পচা মাংস উদ্ধার করেন আধিকারিকরা, তারপর সব বন্ধ হয়ে যায়।

মেল এক্সপ্রেসের প্যান্ট্রি কারের খাবারও ফয়েলে মোড়া থাকলেও অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন এবং অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় তৈরি করা হয়। আর দাম তো অত্যন্ত বেশি। ইদানীং মেল এক্সপ্রেসের যাত্রীদের মধ্যে সিংহভাগই দেশান্তরী শ্রমিক। খুব বেশি দাম নিয়ে অপরিচ্ছন্ন খাবার ক্ষুধার্তদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অরাজকতা এবং নৈরাজ্য ভাঁড়ার থেকে ট্রেন সর্বত্র। কিছুদিন আগে শিয়ালদা স্টেশনে বেশ আধুনিক একটি হোটেলে অগত্যা ভাত খেতে হয়েছিল। হঠাৎ রান্নাঘরের পর্দাটা সরে যায়। দেখি, কালো কুচকুচে রান্নাঘর, ভাত-মাংস এক জায়গায় জড়ো করে রাখা হয়েছে। দুই-চারটি বিড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের কথা মনে পড়লে আজও গা ঘিনঘিন করে।

কোচবিহার শহরের এক অতি নামী মিষ্টির দোকানের জিলিপি ও পরোটা ভাজা হয় দোকানের পাশের নর্দমার উপর। সেখানে ভিড় উপচে পড়ে। কে দেখবে, কে শুনবে! কিশোর, তরুণ, ছাত্ররা যেভাবে প্রতি সন্ধ্যায় নখডোবানো তেঁতুলের জল সহযোগে ফুচকা গিলছে, সেখানে স্ট্রিট ফুড এড়ানোর কথা, নিছকই একটা কথা। লক্ষণীয়, বেশিরভাগ ফুচকা বিক্রি হয় নর্দমার পাশে দাঁড়িয়ে। এই অবস্থার কোনও পরিবর্তন হবে না।

মাঝে মাঝে শহরের বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় হানাদারি চলুক। তবে হানাদারি শুধু শিলিগুড়িতেই কেন? ইংরেজবাজার, চাঁচল, গাজোল, সামসী, রতুয়া, ভালুকা বা দূরের রায়গঞ্জের খাবারের দোকানে খাবারের গুণমান যাচাই করা হবে না কেন?

শান্তনু বসু
চাঁচল, মালদা।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৭১

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। অগভীর ঘুম ৩। একটি পতঙ্গের নাম ৫। বস্তুর সিকি ভাগ ৬। মুসলিম ভূত ৮। যে বন পুড়িয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ শহর তৈরি হয় ১০। মাহুতের হাতিকে চালানোর অস্ত্র ১২। অন্য জায়গায় যাওয়ার বাহন কিন্তু চাকা নেই ১৪। রূপকথার ডানাওয়ালা মেয়ে ১৫। শূন্য, খালি বা নিঃস্ব ১৬। ভৃত্য বা পরিচারক।

উপর-নীচ : ১। ভ্রমর বা ভোমরার স্ত্রী বাচক শব্দ ২। শ্মশানবাসী বামাচারী তান্ত্রিক ৪। ধূমপানের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে ৭। পানের খিলি রাখার পাতার ঠোঙা ৯। আকারে গোল এবং ভেতরে ফাঁপা ১০। বন্দি করে বা আটকে রাখা ১১। তূণ বা তির রাখার জায়গা ১৩ ভাগ্য পরীক্ষার খেলা।

সমাধান ■ ৪১৭০

পাশাপাশি : ১। আমানি ৩। আরাত্রিক ৪। বাদুড় ৫। কালঘাম ৭। লাজ ১০। চিতা ১২। অকপট ১৪। ঘাঘরা ১৫। চটপট ১৬। নিথর।

উপর-নীচ : ১। আটচালা ২। নিবাত ৩। আড়কালা ৬। ঘামাচি ৮। জম্বুক ৯। আটঘাট ১১। তালেবর ১৩। পারানি।

বিন্দুবিসর্গ

‘ইংরেজিতে কথা বলতে লজ্জা হবে’

ভাষা বিতর্কে ‘স্বদেশিয়ানা’য় জোর শা-র

“যাঁরা ইংরেজিতে কথা বলবেন তাঁদের খুব শিগগিরই লজ্জা হবে। এই ধরনের সমাজ তৈরিতে আর বেশি দেরি নেই। আমি মনে করি, আমাদের দেশের ভাষাগুলি আমাদের সংস্কৃতির অলংকার। আমাদের ভাষাগুলি ছাড়া সত্যিকারের ভারতীয় হিসেবেই টিকে থাকতে পারব না আমরা। - অমিত শা

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন : মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ বলে একদা পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক থেকে ইংরেজি তুলে দিয়েছিল পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার। পরে অবশ্য সেই ভুল শুধরেও নিয়েছিল সিপিএম। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ভারত সহ অহিন্দিভাষী রাজ্যগুলির সঙ্গে ভাষা বিতর্কে নেমে এবার দেশ থেকে কার্যত ইংরেজি হটাওয়ের বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁর মতে, সেই দিন আর বেশি দূরে নেই, যখন ইংরেজিতে কথা বলতেই দেশের মানুষ লজ্জাবোধ করবেন। কারণ, দেশের ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে গেলে দেশীয় ভাষাগুলির মাধ্যমেই সেটা সম্ভব। কোনও অর্ধসিদ্ধ বিদেশি ভাষা দিয়ে অখণ্ড ভারতের কল্পনাও করা যায় না।

বৃহস্পতিবার একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে স্বদেশি ভাষার শিঙায় ফুঁ দিয়ে শা বলেন, ‘যাঁরা ইংরেজিতে কথা বলবেন তাঁদের খুব শীঘ্রই লজ্জা হবে। এই ধরনের সমাজ তৈরিতে আর বেশি দেরি নেই। আমি মনে করি, আমাদের দেশের ভাষাগুলি আমাদের সংস্কৃতির অলংকার। আমাদের ভাষাগুলি ছাড়া সত্যিকারের ভারতীয় হিসেবেই টিকে থাকতে পারব না আমরা।’ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ অবশ্য দাবি করেছেন, অমিত শা-র এই মন্তব্যে আদতে আরএসএসের ‘হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুস্তান’ মতাদর্শেরই ঝলক দেখা গিয়েছে। তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গের মতো অহিন্দিভাষী রাজ্যগুলির ওপর জাতীয় শিক্ষা নীতির আওতায় তৃতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ আগেই উঠেছিল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। যদিও সেই অভিযোগ কেন্দ্র বারবার খারিজ করে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শা এদিন যেভাবে ইংরেজিতে কথা বললে লজ্জা হবে বলে তোপ দেগেছেন তাতে হিন্দি আগ্রাসনের দিকটাই ফুটে উঠেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবশ্য এদিন বারবার হিন্দির বদলে দেশীয় ভাষাগুলির কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ‘আমাদের দেশ, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ইতিহাস এবং আমাদের ধর্মকে জানতে ও বুঝতে গেলে কোনও বিদেশি ভাষার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। এই লড়াই যে কতটা কঠিন, সেটা আমি ভালোভাবে জানি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, ভারতীয় সমাজ এই লড়াই জিতবে। আমরা আবার আত্মসম্মানের সঙ্গে আমাদের নিজেদের ভাষাগুলির মাধ্যমে আমাদের দেশ চালাতে পারব এবং বিশ্বকে নেতৃত্বও দিতে পারব।’ চলতি বছরের গোড়ায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ডিসেম্বর থেকে তাঁর মন্ত্রক ভারতীয় ভাষাতেই রাজ্যগুলির সঙ্গে কথা বলবে। শা সেই সময় সাফ জানিয়ে দেন, ভাষার জন্য দেশে অনেক বিভাজন তৈরি হয়েছে। আর এটা হতে দেওয়া যায় না। এদিনের মঞ্চ থেকে পঞ্চ প্রাণের কথাও বলেন শা। তিনি বলেন, ‘মোদিজি অমৃতকালের জন্য পঞ্চ প্রাণের ভিত্তি রচনা করেছেন। উন্নত ভারতের লক্ষ্যপূরণ করতে দাসত্বের প্রত্যেকটি শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের ঐতিহ্যের জন্য গর্ব করতে হবে।’ শা জানিয়েছেন, ‘২০৪৭ সালের মধ্যে আমরা উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে। সেই যাত্রায় আমাদের ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।’

বিচারপতি ভার্মাকে অপসারণের সুপারিশ

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন : বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার সরকারি বাসভবনে টাকার পাহাড় (মূলত ৫০০ টাকার নোটের স্তূপ) উদ্ধারের ঘটনায় তদন্ত করে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্টের নিযুক্ত তদন্ত প্যানেল। প্যানেলের মতে, বিচারপতির এই ঘটনার পর ‘কোনও অভিযোগ দায়ের না করা বা কর্তৃপক্ষকে না জানানো’ ছিল একেবারে ‘অস্বাভাবিক আচরণ’। সম্প্রতি ৫৫ জন প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান সংগ্রহের পর প্যানেল ৬৪ পৃষ্ঠার রিপোর্ট জমা দিয়েছে শীর্ষ আদালতে। প্যানেল বিচারপতি ভার্মাকে অপসারণের সুপারিশও করেছে।

চলতি বছরের দোলের দিন দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার বাসভবনের গুদামে আগুন লেগে যায়। আগুন নেভাতে গিয়ে আধপোড়া নোটের রাশি রাশি টাকার বান্ডিল উদ্ধার করেন দমকলকর্মীরা। তদন্তে দেখা গিয়েছে, বিচারপতির দিল্লির বাসভবনে আগুন লাগার পর উদ্ধারকাজে যাওয়া দমকল ও পুলিশের কমপক্ষে দশজন কর্মী সেখানে ‘টাকার স্তূপ’ দেখে চমকে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ জানিয়েছেন, ঘরের মেঝেতে দেড় ফুট উঁচু টাকার বান্ডিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। কিছু ছিল আধপোড়া। একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, ‘জীবনে এমন দৃশ্য কখনও দেখিনি। আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।’

ঘটনাস্থলে উপস্থিত যে ১০ জন আধিকারিক এই নগদের স্তূপ দেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দিল্লি দমকল বিভাগের আধিকারিক অঙ্কিত সেহবাগ, প্রদীপ কুমার, মনোজ মেহলাওয়াত, ভানওয়ার সিং, প্রবীন্দ্র মালিক এবং সুমন কুমার। তুঘলক রোড থানার তরফে ছিলেন রাজেশ কুমার, রূপচাঁদ, উমেশ মালিক এবং আইসিপিসিআর-এর ইনচার্জ সুনীল কুমার।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, পরবর্তী সময়ে বিচারপতির ব্যক্তিগত সচিব রাজিন্দর কার্কি দমকল কর্মীদের নির্দেশ দেন যাতে তাঁরা তাঁদের রিপোর্টে নগদের প্রসঙ্গ উল্লেখ না করেন। দমকল বিভাগকেও ‘উচ্চস্তরের নির্দেশ’ দিয়ে বলা হয়, ‘বিষয়টি নিয়ে যেন আর না খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়।’

তদন্ত প্যানেল জানিয়েছে, যে ঘরে আগুন লাগে এবং টাকা পাওয়া যায়, সেই স্টোররুমের প্রবেশাধিকার ছিল কেবলমাত্র বিচারপতি ভার্মা ও তাঁর পরিবারের। পরে সেই ঘর পরিষ্কার করে ফেলা হয় এবং টাকা গায়েব হয়ে যায়। তাই প্যানেল সন্দেহ করছে, তথ্যপ্রমাণ লোপাটের ক্ষেত্রে হাত থাকতে পারে বিচারপতি ভার্মার ব্যক্তিগত সচিব রাজিন্দর কার্কি ও কন্যা দিয়া ভার্মার।

প্যানেলের রিপোর্ট

- বাড়িতে টাকার স্তূপ নিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের না করা কিংবা ‘সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে না জানানো’ একেবারে ‘অস্বাভাবিক আচরণ’
- বাড়িতে টাকার স্তূপ নিয়ে বিচারপতি কিছু জানতেন না সংক্রান্ত দাবি ‘বিশ্বাসযোগ্য নয়’
- তথ্যপ্রমাণ লোপাটের ক্ষেত্রে হাত থাকতে পারে বিচারপতির ব্যক্তিগত সচিব রাজিন্দর কার্কি ও কন্যা দিয়া ভার্মার
- বিচারপতি ভার্মাকে অপসারণের সুপারিশ

বিচারপতি ভার্মার দাবি, তাঁকে কলঙ্কিত করতে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। কিন্তু তদন্ত প্যানেল জানিয়েছে, এতজন নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষদর্শীর সামনেই নগদ দেখা গিয়েছে। পাশাপাশি ভিডিও ও ছবি রয়েছে। এত সব কিছু একসঙ্গে সাজানো ঘটনা বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। ঘটনার পর বিচারপতি ভার্মাকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলি করা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে বিচার সংক্রান্ত কোনও কাজ দেওয়া হয়নি। তিনি এখনও ইস্তফা দেননি বা স্বেচ্ছাবসরও নেননি।

বিমানবন্দরের আশপাশের বাধা ভাঙতে নয়া বিধি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন : আহমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পর নড়েচড়ে বসেছে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। বিমানবন্দর সংলগ্ন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে কেন্দ্র।

আহমেদাবাদ বিমানবন্দরের কাছে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক এয়ার ইন্ডিয়া বিমান দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের জন্য বিমান চলাচলে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এমন সমস্ত গঠন বা কাঠামো অপসারণে আরও কঠোর পদক্ষেপ করতে চলেছে কেন্দ্র। ১৮ জুন অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রক ‘এয়ারক্রাফট (ডেমোলিশন অফ অবস্ট্রাকশনস) রুলস, ২০২৫’ নামে একটি খসড়া বিধি জারি করেছে, যা গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে কার্যকর হবে।

এই খসড়া অনুযায়ী, বিমানবন্দরের নির্ধারিত এলাকায় কোনও গাছ, বিল্ডিং বা অন্য কোনও কাঠামো যদি নির্ধারিত উচ্চতাসীমা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে সেই কাঠামোর মালিককে ৬০ দিনের মধ্যে নকশা, উচ্চতা ইত্যাদি বিস্তারিত তথ্য সহ রিপোর্ট জমা দিতে হবে। তথ্য না দিলে বাধা অপসারণ বা উচ্চতা কমানোর মতো প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা হতে পারে।

ডিজিসিএ বা মন্ত্রকের কোনও অনুমোদিত অফিসার যদি ওই গঠনের উচ্চতা লঙ্ঘনের প্রমাণ পান, তাহলে ৬০ দিনের মধ্যে তা ভেঙে ফেলতে বা গাছ কাটতে আদেশ দিতে পারবেন। বৈধ কারণ দেখালে এই সময়সীমা আরও ৬০ দিন বাড়ানো যেতে পারে। ইতিমধ্যেই বিমানবন্দর লাগোয়া পরিকাঠামো ভাঙার জন্য প্রশাসনিক স্তরে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

খালিস্তানি সক্রিয়তা স্বীকার কানাডার

অটোয়া, ১৯ জুন : দীর্ঘ ২০ মাসের কূটনৈতিক টানাপোড়েনের অচলাবস্থায় ইতি টেনে ভারত ও কানাডা ট্রুডো-পূর্ব জমানায় ফিরে যাওয়ার বার্তা দিয়েছে। রাষ্ট্রদূত পুনর্বহাল, বাণিজ্য বাড়ানোর কথা জানিয়েছেন মোদি-কার্নি। এই আবহে খালিস্তানি কার্যকলাপের কথা এই প্রথম স্বীকার করল কানাডার শীর্ষস্থানীয় গোয়েন্দা সংস্থা কানাডিয়ান সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস (সিএসআইএস)। কানাডার গোয়েন্দা সংস্থার বাৎসরিক রিপোর্টে ভারতের অভিযোগ স্বীকার করে নেওয়ার বিষয়টিকে নয়াদিল্লির জয় বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহলের একাংশ।

ভারত বহুদিন থেকে কানাডাকে অভিযোগে জানিয়েছে, খালিস্তানপন্থীরা কানাডার মাটি থেকে ভারতের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদ চালাচ্ছে। অর্থ সংগ্রহ করে তহবিল গড়ে অশান্তি পাকানোর ছক কষছে। চালাচ্ছে হিংসাত্মক তৎপরতা। নয়াদিল্লির সেই সমস্ত অভিযোগ এবার মেনে নেওয়া হয়েছে রিপোর্টে। একই সঙ্গে ভারতের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগও আনা হয়েছে।

সিএসআইএস-এর রিপোর্টে রয়েছে, ১৯৮০ সাল থেকে খালিস্তানি জঙ্গিরা ভারতের পঞ্জাব প্রদেশকে স্বাধীন শিখ রাষ্ট্র করার লক্ষ্যে প্রচার চালানোর পাশাপাশি হিংসার পথ নিয়েছে। ভারত অভিযোগ আনা সত্ত্বেও অটোয়া সরকার পদক্ষেপ করেনি। স্বভাবতই সিএসআইএস-এর এই স্বীকৃতি অপ্রত্যাশিত।

আমেরিকায় পাঠানো হবে ব্ল্যাকবক্স

দুর্ঘটনা কেন ধৈর্য ধরার আর্জি টাটাদের

বিমান দুর্ঘটনায় নিহত প্রিয়জনকে শেষবিদায়। বৃহস্পতিবার রাজকোটে।

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন : এক সপ্তাহ পরেও জানা গেল না, ঠিক কী কারণে এয়ার ইন্ডিয়ার আহমেদাবাদ-লন্ডন উড়ান এআই-১৭১ ভেঙে পড়েছিল। যান্ত্রিক গোলযোগ নাকি পাইলটের ভুল না অন্য কোনও কিছু, দুর্ঘটনার পর থেকে গত ৮ দিনে ভেসে বেরিয়েছে একাধিক কারণ। যদিও কোনওটাই এখনও পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি। এই পরিস্থিতিতে টাটা সন্স এবং এয়ার ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরণ যাবতীয় জল্পনায় জল ঢেলে জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার কারণ জানার জন্য সকলের উচিত ধৈর্য ধরা। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমান থেকে উদ্ধার হওয়া ব্ল্যাকবক্স পরীক্ষার পরই প্রকৃত সত্যটা জানা যাবে। গত বৃহস্পতিবার ওই দুর্ঘটনায় ২৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। জীবিত হয়ে ফিরেছেন মাত্র একজন যাত্রী।

এক সাক্ষাৎকারে চন্দ্রশেখরণ বলেন, তদন্ত যতদিন পর্যন্ত না শেষ হচ্ছে, ততদিন সবাইকে অপেক্ষা করতেই হবে। এয়ারপোর্ট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরোর পাশাপাশি কেন্দ্র নিযুক্ত উচ্চপর্যায়ের কমিটি দুর্ঘটনার তদন্ত করছে। টাটা সন্সের চেয়ারম্যানের মতে, এই তদন্ত শেষ হতে অন্তত একমাস সময় লাগবে। তবে এহেন ভয়াবহ দুর্ঘটনার নেপথ্যে পাইলটদের গাফিলতি, ইঞ্জিনে গোলযোগের তত্ত্ব-কোনওটিই মানতে রাজি হননি চন্দ্রশেখরণ। তিনি বলেন, ‘ক্যাপ্টেন সাভারওয়ালের ১১৫০০ ঘণ্টা বিমান ওড়ানোর অভিজ্ঞতা ছিল। অপরদিকে ফার্স্ট অফিসার ক্লাইভ (কুন্দর)-এর ৩৪০০ ঘণ্টারও বেশি বিমান ওড়ানোর অভিজ্ঞতা ছিল। সহকর্মীদের থেকে আমি শুনেছি, ওঁরা দুজনেই ব্যতিক্রমী পাইলট এবং আপাদমস্তক পেশাদার ছিলেন।’ যে বিমানটি ভেঙে পড়েছে, তার ইঞ্জিনেও কোনও সমস্যা ছিল না বলে দাবি করেন টাটা সন্সের চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, ‘বিমানের ডানদিকের ইঞ্জিনটি নতুন ছিল। ২০২৫ সালের মার্চে সেটি লাগানো হয়েছিল। বামদিকের ইঞ্জিনটি ২০২৩ থেকে কাজ করলেও আগামী ডিসেম্বরে সেটি পরীক্ষা করার কথা ছিল।’ বিমানটিতে কোনও সমস্যা ছিল না বলেও জানিয়েছেন তিনি। এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও-এমডি ক্যাম্পবেল উইলসনও জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ড্রিমলাইনারটি ঠিকমতো দেখভাল করা হত। ২০২৩ সালের জুনে বিমানটি পরীক্ষা করা হয়েছিল। বিমান ও তার ইঞ্জিন নিয়মিত তদারকিও করা হত।

এদিকে এআই-১৭১-এর ব্ল্যাকবক্সটি ইতিমধ্যে উদ্ধার হলেও সেটি দুর্ঘটনার কারণে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই কারণে তার সাংকেতিক ভাষা উদ্ধার করার জন্য ব্ল্যাকবক্সটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ডের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একটি সূত্রের খবর, শেষমেশ ওই ব্ল্যাকবক্সটি ওয়াশিংটনে পাঠানো হবে কি না, সেই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্রীয় সরকার।

এদিকে আহমেদাবাদ এবং উত্তরাখণ্ডে সাম্প্রতিক বিমান ও হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার জেরে আকাশপথে নিরাপত্তা জোরদার করার চিন্তাভাবনা চলছে সংসদের পরিবহণ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিতে। জেডিইউ সাংসদ সঞ্জয়কুমার ঝা-র নেতৃত্বাধীন ওই কমিটির বৈঠক ২৩ জুন বসবে। সূত্রের খবর, বৈঠকে সুরক্ষিত যাত্রার স্বার্থে রোডম্যাপ তৈরির সিদ্ধান্তও নেওয়া হতে পারে। তবে বোয়িং ৭৮৭ বিমানের রুটিন নিরীক্ষায় বড়সড় কোনও নিরাপত্তা ত্রুটি ধরা পড়েনি বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। চন্দ্রশেখরণ এদিনও দুর্ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন।

খোমেইনিদের আদিনিবাস উত্তরপ্রদেশে

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন : ইরানে ইসলামি বিপ্লব এসেছিল আয়াতোল্লা রুহুল্লাহ মুসাভি খোমেইনির হাত ধরে। তিনিই ইসলামপন্থী ইরানের প্রথম সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা। সেটা ১৯৭৯ সাল। খোমেইনি মারা যান ১৯৮৯ সালের ৩ জুন। তাঁর মৃত্যুর পর সেদেশের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা হন আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। সেই থেকে এখনও তিনিই ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় প্রধান। আয়াতোল্লা খোমেইনির পূর্বসূরিদের শিকড় ছিল কিন্তু ভারতে। তাঁদের সাকিন ছিল উত্তরপ্রদেশের বরাবাঁকি জেলার কিন্টুর গ্রাম।

উত্তরপ্রদেশে সরযু নদীর তীরে অযোধ্যার কাছে বরাবাঁকি জেলা। ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় তাৎপর্যে ভরা কিন্টুর গ্রাম বরাবাঁকি জেলায়। ১৮০০ সালের গোড়ার দিকে কিন্টুরেই জন্মেছিলেন আয়াতোল্লা রুহুল্লাহ মুসাভি খোমেইনির ঠাকুরদা সৈয়দ আহমেদ মুসাভি। সেইসময় কিন্টুর ছিল শিয়া মৌলবীদের কেন্দ্রস্থল। মুসাভি একসময়ে ইরাকের নাজাফে চলে যান। সেখান থেকে ইরানের খোমেইন শহরে গিয়ে বসবাস শুরু করেন ১৮৩৪ সালে। খোমেইন শহর থেকে তাঁর পরিবারের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অন্বেষণ শুরু হয়। মুসাভি হিন্দুস্তান ছাড়লেও হিন্দুস্তানের প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ তাঁর নামের সঙ্গে ‘হিন্দি’ শব্দটি পদবির মতো ধরে রেখেছিলেন। ইরানের সরকারি রেকর্ডেও তা রয়েছে। নিজের ভারতীয় পরিচয় নিয়ে গর্বিত ছিলেন মুসাভি।

প্রাক্তন স্বামী সঞ্জয় কাপুরের শেষকৃত্যে করিশ্মা কাপুর। পাশে সইফ আলি খান ও করিনা কাপুর। নয়াদিল্লিতে।

ভিড় সামলাতে আইন কর্ণাটকের

বেঙ্গালুরু, ১৯ জুন : বড় ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটলে ভারতে কোনও সরকারেরই টনক নড়ে না। আইপিএল ২০২৫-এ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ঐতিহাসিক জয়ের পর বিজয় উদযাপনে পদপিষ্টের ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যু ও ৫৩ জন আহত হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই কর্ণাটক সরকার একটি নতুন ‘ভিড় নিয়ন্ত্রণ বিল’ আনার উদ্যোগ নিয়েছে। বিলটি আগামী মন্ত্রীসভার বৈঠকে আলোচনা হবে।

নতুন খসড়া আইন অনুযায়ী, যে কোনও বড় ইভেন্টে ভিড় নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে শুধু আয়োজকই নয়, দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ তিন বছর জেল এবং ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হবে।

এবার ওডিশায় ময়ূরভঞ্জে গণধর্ষণ

ভুবনেশ্বর, ১৯ জুন : যোগীরাজ্যে গণধর্ষণ হামেশাই হয়। বিজেপিশাসিত ওডিশাও সেই পথে। চলতি মাসে ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে তিনটি গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে মোহনচরণ মাঝির রাজ্যে। সর্বশেষ ঘটনাস্থল কেওনঝর জেলা। তার আগে ময়ূরভঞ্জ ও গোপালপুরে।

কেওনঝরে এক সপ্তদশীকে একাধিক ব্যক্তি ধর্ষণ করার পর খুন করা হয় বলে অভিযোগ। তারপর দেহ গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। মঙ্গলবার সকালে তা সাধারণ মানুষের চোখে পড়ে। এর আগের ঘটনাস্থল ময়ূরভঞ্জ। সোমবার রাতে ময়ূরভঞ্জে গণধর্ষিতা হয়েছেন এক বিবাহিতা। রবিবার গোপালপুর সৈকতে কলেজ তরুণী গণধর্ষণের শিকার হন।

পরপর তিনটি গণধর্ষণের ঘটনায় মহিলারা ভীত। কেওনঝরে গাছে ঝুলতে থাকা নাবালিকার দেহ চাঞ্চল্য ছড়ায়। সোমবার থেকে নাবালিকা নিখোঁজ ছিল। পান্ডাপদ থানার ইনচার্জ জানিয়েছেন, ঘটনায় দু’জনকে আটক করা হয়েছে। ওই দিনই ময়ূরভঞ্জে চার ব্যক্তির হাতে গণধর্ষণের শিকার হন এক বধূ। তাঁর স্বামী অভিযোগে জানিয়েছেন, ঘটনার সময় তিনি ও বাড়ির অন্য পরিজনেরা ছিলেন না। সেই সুযোগে অভিযুক্তরা ঘরে ঢুকে তাঁর স্ত্রীকে জোর করে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। জায়গাটি বারিপদা থানার অন্তর্গত। বৃহস্পতিবার পুলিশ জানিয়েছে, চারজনই ফেরার। মহিলাকে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল।

গোপালপুরের সমুদ্রসৈকতের ঘটনায় অভিযুক্ত ১০ জন গ্রেপ্তার হলেও জাতীয় মহিলা কমিশন ওডিশা পুলিশের অধিকর্তাকে দ্রুত তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

গাড়ির ধাক্কায় মৃত ৯

পুনে, ১৯ জুন : বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক নাবালক সহ ৯ জনের। আহত হয়েছেন ৩ জন। ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের পুনেতে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ নাগাদ জেজুরি মোরগাঁও সড়কের ধারে একটি ধাবায় একটি বেপরোয়া গাড়ি এসে আচমকা ঢুকে পড়ে। পরপর কয়েকজনকে ধাক্কা মারে গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৮ জনের। গুরুতর আহত ৪ জনকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে মৃত্যু হয় ১ জনের। বাকি ৩ জনের অবস্থা এখনও সংকটজনক। পুলিশ এসে গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক। এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

দলের সঙ্গে মতবিরোধ

স্বীকার থারুরের

তিরুবনন্তপুরম, ১৯ জুন : অপারেশন সিঁদুর সহ বিভিন্ন ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূয়সী প্রশংসা করে কংগ্রেস হাইকমান্ডের বিরাগভাজন হয়েছিলেন আগেই। কিন্তু এতদিন সেইসব নিয়ে মুখ না খুললেও বৃহস্পতিবার নীলাম্বুরে উপনির্বাচন চলাকালীন তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর দলের সঙ্গে মতবিরোধের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘কংগ্রেস নামক প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধের কারণেই আমি এই দলে রয়েছি। তবে হ্যাঁ, দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কিছু বিষয়ে মতবিরোধ হয়েছে। সেগুলি রুদ্ধদ্বার বৈঠকের মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলা সম্ভব। সেইসব নিয়ে এখন আলোচনা করার মতো কোনও কারণও দেখছি না আমি।’

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির আপত্তি উড়িয়ে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য তুলে ধরতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পাঁচ দেশে পাঠানো সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বভার থারুরের হাতে তুলে দিয়েছিল কেন্দ্র। থারুর সেই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করলেও কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয় কংগ্রেস। পাশাপাশি দলীয় লাইন অমান্য করে লাগাতার কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশস্তিতে সায় দেননি হাইকমান্ড। এই অবস্থায় কেরলের সাংসদ হওয়া সত্ত্বেও নীলাম্বুর উপনির্বাচনে কংগ্রেস তথা ইউডিএফ প্রার্থীর হয়ে প্রচারে নামতে দেখা যায়নি থারুরকে। এই ব্যাপারে কংগ্রেসের কোর্টেই বল ঠেলেছেন রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন কর্তা। থারুর বলেন, ‘আমাকে ডাকা হয়নি বলেই আমি নীলাম্বুর উপনির্বাচনে প্রচারে নামিনি। আমি একটি কূটনৈতিক মিশনে বিদেশে গিয়েছিলাম। দেশে ফেরার পরও আমাকে দলীয় নেতৃত্ব কোনও মিসড কল দেননি।’ তবে কংগ্রেসের প্রচারে ডাক না পেলেও নীলাম্বুরে ইউডিএফ প্রার্থীর জয় চেয়েছেন থারুর।

ট্রাম্পকে লাদেন-বার্তা

এদিকে তাঁদের তরফে দৌত্য সত্ত্বেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের ‘লাঞ্চ পে চর্চা’ নিয়ে কটাক্ষ করেছেন থারুর। ওসামা বিন লাদেনের অধ্যায় আমেরিকা কীভাবে এত জলদি ভুলে গেল, সেই খোঁচাও দিয়েছেন তিনি। থারুর বলেন, আমি আশা করি, খাবার বেশ ভালোই ছিল এবং মুনির চিন্তাভাবনা করার মতো কিছু খাদ্যও পেয়েছেন। পাকিস্তান যাতে তাদের মাটি থেকে সন্ত্রাসবাদীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের দেশে আর্থিক মদত জুগিয়ে না পাঠায়, সেই মর্মে একটি বার্তা নিশ্চয়ই খাবারের টেবিলে দিয়েছে আমেরিকা।

উপনির্বাচন নির্বিঘ্নে

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন : বৃহস্পতিবার নির্বিঘ্নেই মিটল পশ্চিমবঙ্গের কালিগঞ্জ, কেরলের নীলাম্বুর, পঞ্জাবের লুধিয়ানা পশ্চিম এবং গুজরাটের কাডি ও ভিসাভাদার বিধানসভা আসনের উপনির্বাচন। বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত নীলাম্বুরে ভোট পড়েছে ৭২ শতাংশ। অপরদিকে লুধিয়ানা পশ্চিমে ভোট পড়েছে ৪৯.০৭ শতাংশ। কাডি ও ভিসাভাদার আসনেও ভোটদান ভালোই হয়েছে। ২৩ জুন উপনির্বাচনের ফল প্রকাশিত হবে।

ইজরায়েল থেকেও ফিরছেন ভারতীয়রা

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন : ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘাতের আবহে ইরান থেকে ভারতীয়দের নিরাপদে দেশে ফেরাতে ‘অপারেশন সিন্ধু’ শুরু করেছে নয়াদিল্লি। ইতিমধ্যে তেহরান থেকে ১১০ জন ভারতীয়কে ফেরানোও হয়েছে দেশে। এবার ইজরায়েলে আটকে পড়া ভারতীয়দেরও ফেরানোর কাজ শুরু করল বিদেশমন্ত্রক। বৃহস্পতিবার মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, যাঁরা স্বেচ্ছায় দেশে ফিরতে চান, তাঁদের ‘অপারেশন সিন্ধু’-র আওতায় ফিরিয়ে আনা হবে।

বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইজরায়েলে ভারতীয় দূতাবাস উদ্ধার অভিযানের দায়িত্বে থাকবে। নাগরিকদের দূতাবাসের ওয়েবসাইটে গিয়ে নাম নথিভুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে বিবৃতিতে।

অন্যদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরান থেকে উদ্ধার হওয়া ১১০ জন ভারতীয় পড়ুয়া বৃহস্পতিবার ভোর ৪টা ৪৫ মিনিটে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছোন। ইরানের উর্মিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিবিএস পড়তে গিয়েছিলেন তাঁরা।

উদ্ধার হওয়া ১১০ ছাত্রের মধ্যে ৯৪ জন জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দা, যাঁদের মধ্যে ৫৪ জন মহিলা। বাকি ১৬ জনের বাড়ি দিল্লি, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে।

দিল্লি বিমানবন্দরে বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং নিজে উপস্থিত থেকে উদ্ধার হওয়া পড়ুয়াদের স্বাগত জানান। তিনি বলেন, ‘এই উদ্ধার প্রক্রিয়া চলবে। আরও ফ্লাইট প্রস্তুত রয়েছে, তুর্কমেনিস্তান থেকেও নাগরিকদের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। আমরা ২৪ ঘণ্টা হেল্পলাইন চালু রেখেছি।’

দিল্লি বিমানবন্দরে নেমেই বাস পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন পড়ুয়ারা। তাঁরা সমস্বরে জানান, দিল্লি থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে ফেরার জন্য যেসব বাস দেওয়া হয়েছে, সেগুলির অবস্থা খুবই খারাপ। ছাত্রী শেখ আফসা বলেন, ‘আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এসেছি, খুব ক্লান্ত। এমন বাসে করে এতটা পথ যাওয়া আমাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর। বাসগুলির অবস্থা মোটেই ভালো নয়।’ তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার হস্তক্ষেপ চেয়ে আবেদন করেন।

এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর এক্স-এ একটি বার্তা দিয়ে জানায়, ‘ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগের কথা নজরে এসেছে। জম্মু ও কাশ্মীর সড়ক পরিবহণ নিগমের সঙ্গে যোগাযোগ করে উন্নতমানের ডিলাক্স বাসের ব্যবস্থা করা হবে।’

তবে নিরাপদে দেশে ফিরতে পেরে কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদও দেন পড়ুয়ারা। চতুর্থ বর্ষের ছাত্র আমান নাজার বলেন, ‘আমার মনে ছিল, ভারত আমাদের নিশ্চয়ই ফিরিয়ে আনবে। যেমনটা ইউক্রেনের সময় করেছিল। ইরানে পরিস্থিতি খুব খারাপ না হলেও স্বাভাবিক ছিল না। ড্রোন ঘুরছিল, মানুষ আহত হচ্ছিল, ক্ষেপণাস্ত্রের শব্দ শুনতাম। আমরা খুব কৃতজ্ঞ ভারতের কাছে।’

তরুণী ছাত্রী গজল রশিদ বলেন, ‘আমরা খুব খুশি যে দেশে ফিরতে পেরেছি। ভারতীয় দূতাবাস আমাদের খুব সুন্দরভাবে ফিরিয়ে এনেছে। ইরানে আমাদের জায়গাটায় অতটা খারাপ পরিস্থিতি ছিল না, তবে তেহরানের খুব খারাপ অবস্থা ছিল।’

ইরান থেকে দিল্লিতে পৌঁছে হাসিমুখে ভারতীয় পড়ুয়ারা।

বাল্যবিবাহ রোধে ‘পরিণাম’-এ বার্তা

সুভাষ বর্মন

কাহিনীটা সমবয়সি দুজনের। দুজনেরই জীবনের নিজস্ব স্বপ্ন রয়েছে। আর সেই স্বপ্নপূরণের পথে হাঁটতেও শুরু করে তারা। তবে ‘পরিণাম’ কী হবে? তা সময়ের অপেক্ষা।

একদিকে, এক নাবালিকা রিলসের নেশায় মত্ত। সমাজমাধ্যমে রিলস বানিয়ে সেলেব্রিটি হওয়ার ইচ্ছে তার। আর সেই ইচ্ছে পূরণ করতে গিয়ে কম বয়সে বিয়েও করে ফেলে সে। ধীরে ধীরে বাড়ে সংসারের চাপ। বাধ্য হয়ে স্বামী চলে যায় কেরলে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে। আর এদিকে, কম বয়সে বিয়ে হওয়ায় শারীরিক নানা সমস্যাও দেখা দেয় ওই নাবালিকার।

অন্যদিকে, আরেক ছাত্রী আবার পড়াশোনা করে ভালো চাকরি করার স্বপ্ন দেখে। বাবার কষ্ট লাঘব করতে দিনরাত পরিশ্রম করে সে। এভাবেই একদিন ওই ছাত্রী উচ্চশিক্ষিত হয়ে চাকরিও পেয়ে যায়। বাবার মুখে হাসি ফোটে।

১২ মিনিটেই পাশাপাশি দুটি বিপরীতমুখী ঘটনা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ভুল সিদ্ধান্তের ‘পরিণাম’ ঠিক কী হতে পারে। আর পড়ুয়াদের সেই বিষয়ে সচেতন করতেই শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের ভূগোলের শিক্ষক দীপঙ্কর সাহা রায়ের উদ্যোগে পড়ুয়াদের পর্দায় ওই ‘পরিণাম’ নাটক দেখানো হয়। পড়ুয়াদের নাটক দেখানোর পাশাপাশি চলে নাবালিকা বিয়ে রুখতে সচেতনতামূলক আলোচনা।

আর কেউ যদি ভুল করে এরকম পদক্ষেপ করেও সেক্ষেত্রে কীভাবে আইনি সহায়তা মেলা সম্ভব, সেই বিষয়েও প্রধান শিক্ষক পীযূষকান্তি রায় বিস্তারিত আলোচনা করেন। পীযূষকান্তির কথায়, ‘আমরা পড়ুয়াদের পাশে সবসময় আছি। যখনই পড়ুয়াদের মধ্যে বিয়ের প্রবণতা লক্ষ করি তখনই

শিলবাড়িহাট হাইস্কুল

অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলা হয়। কিংবা পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা নেওয়া হয়। যেভাবেই হোক বাল্যবিবাহ রুখতেই হবে।’

এজন্য নাবালিকা অবস্থায় বিয়ে না করার শপথ করানো হয় পড়ুয়াদের।

ওই নাটক দেখে নবম শ্রেণির ময়ূরাক্ষী মুন্সি, দেবস্মিতা রায়, হিলি রায়, তিথি দাসরা নাবালিকা বিয়ে নিয়ে কিছুটা হলেও যে সচেতন হয়েছে সেটা তাদের কথাতেই স্পষ্ট। তারা জানিয়েছে, ভালো করে পড়াশোনা করে আগে স্বাবলম্বী হতে হবে।

নিজের জীবন সম্পর্কে জানতে হবে। জীবনের যে কোনও সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তে নিতে হবে। মোহে পড়ে জীবন নষ্ট করা যাবে না।

ডিজিটাল ক্লাসরুমে স্নায়ুতন্ত্র, সাহিত্য

শতাব্দী সাহা

স্নায়ুতন্ত্রের অধ্যায় তো স্কুলপাঠ্যে সহজ করেই লেখা হয়েছে, তবে ডিজিটাল ক্লাস করার পর আরও ভালোভাবে সবটা বুঝতে পারল ওরা। ওদের মধ্যে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিল চ্যাংরাবান্ধা উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির পড়ুয়া সহেলি খাতুন। তার কথায়, ‘প্রথমদিন ডিজিটাল ক্লাসরুমে বসে ক্লাস করা এক অন্যরকমের অভিজ্ঞতা। নিউরন, মস্তিষ্ক, স্নায়ুপথের গঠন, সবটাই চোখের সামনে পর্দায় ফুটে উঠল এক এক করে। এই ক্লাসরুমে আমরা অনেক কিছু আগের থেকে আরও ভালো করে জানতে পারছি।’

একই কথা অষ্টম শ্রেণির দীপ রায়ের। এই ডিজিটাল ক্লাসরুম ঘিরে পড়ুয়াদের মধ্যে উৎসাহের শেষ নেই, জানালেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বাবুলাল সিং। বললেন, ‘রাজ্য সরকারের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের তরফে আমাদের দুটি শ্রেণিকক্ষকে ডিজিটাল ক্লাসরুম হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। গরমের ছুটি চলাকালীন বিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষক কোচবিহারে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন।’

এখন তাঁরাই রিসোর্সপার্সন হিসেবে বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষকদের এব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।

পঞ্চম থেকে দ্বাদশ, সব শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্যই ব্যবস্থা রয়েছে বিদ্যালয়ে।

একাদশ শ্রেণির সুদীপ রায়ের বক্তব্য, ‘আমরা যখন এই স্কুল থেকে মাধ্যমিক দিয়েছিলাম, তখন ডিজিটাল ক্লাসরুমের সুবিধা পাইনি। কিন্তু এ বছর একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান নিয়ে ভর্তি হওয়ার পর ডিজিটাল ক্লাসরুম পাচ্ছি। বিজ্ঞানের বিষয়গুলো বুঝতে সুবিধা হচ্ছে।’

চ্যাংরাবান্ধা উচ্চবিদ্যালয়

বিদ্যালয়ের ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক জাকির হোসেন। জানালেন, সিলেবাস অনুযায়ী ইংরেজি সাহিত্য পড়ানো হবে। তবে তাঁর ইচ্ছে শেক্সপিয়রের কয়েকটি নাটক ছাত্রছাত্রীদের এই ডিজিটাল ক্লাসরুমে দেখানোর ব্যবস্থা করবেন। জাকিরের কথায়, ‘বইয়ের পাতা থেকে সাহিত্য যখন পর্দায় জীবন্ত হয়ে উঠবে, সেসময়ের রোমাঞ্চ পড়ুয়াদের চোখে দেখতে চাই।’

এর আগে বিদ্যালয়ের জায়েন্ট স্ক্রিনে চন্দ্রযানের উৎক্ষেপণের দৃশ্যের সাক্ষী হয়েছিল পড়ুয়ারা। এবার থেকে সেরকম কোনও ঘটনা ডিজিটাল ক্লাসরুমে বসিয়ে দেখানোর ভাবনা রয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষের।

তোমরা সবাই বন্ধু...

বুলিং ঠেকাতে মনের খোঁজ নিন

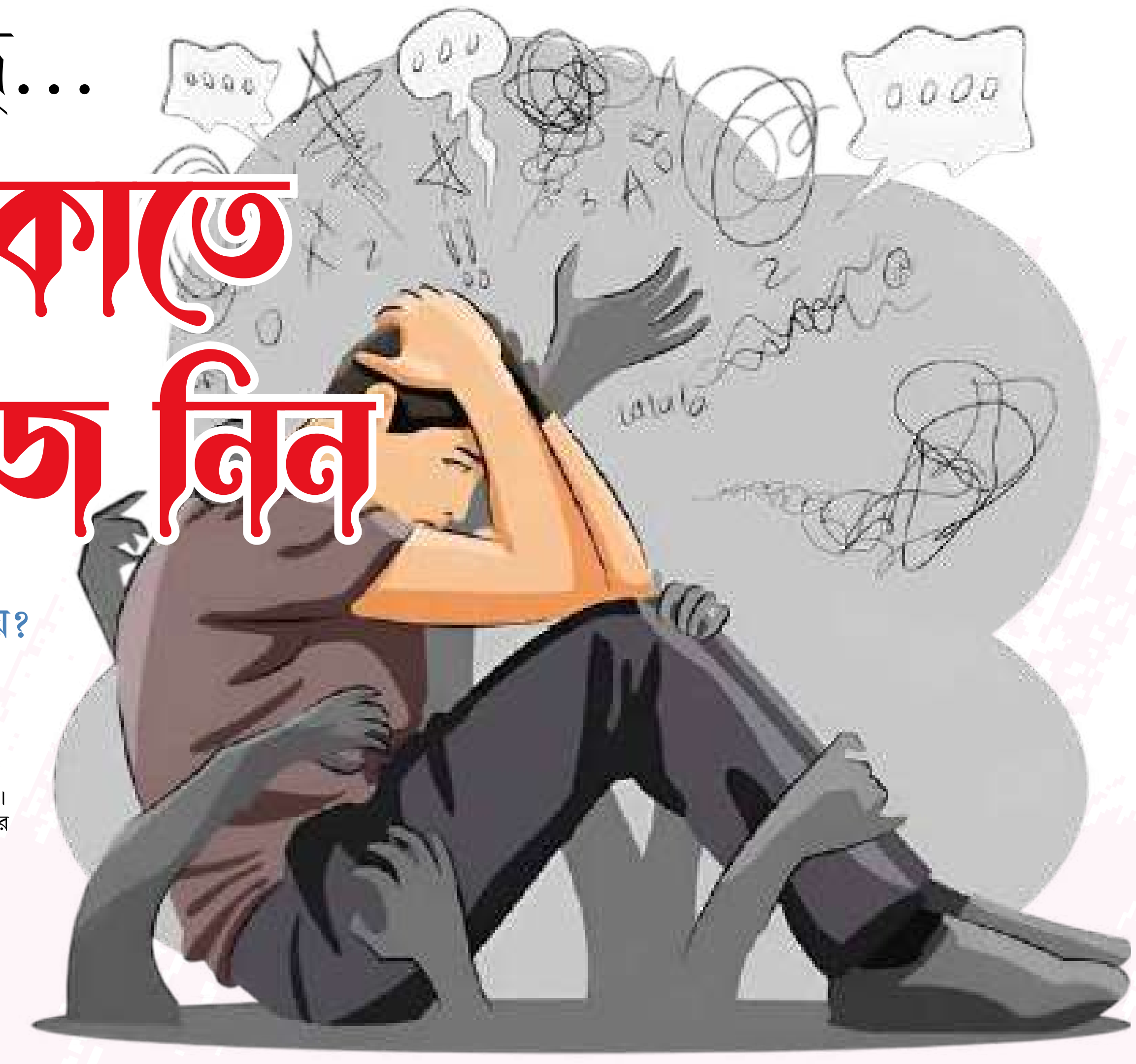

ডঃ রিমঝিম রায়
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান মনোবিজ্ঞান বিভাগ, আশুতোষ কলেজ

বুলিং বাবা-মা শেখান না। শিক্ষকরাও না। এটা এক ধরনের প্রবণতা। ব্যক্তিত্বের বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্যও বলা যেতে পারে। অন্যকে খেপিয়ে মজা অনুভব, কাউকে তাচ্ছিল্য বা হাসির পাত্র বানানো ইত্যাদি হল বুলিং। বাচ্চাদের মধ্যে আক্রমণাত্মক মনোভাব তৈরি হয়, যা বারবার একই কাজের মাধ্যমে অন্যের কষ্টে আনন্দ খুঁজে পাওয়ার মতো ভয়ংকর বদ অভ্যাস তৈরি করে দেয়।

বুলিং নানা ধরনের। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে তার মাত্রা এবং প্রভাব আলাদা। শিক্ষাক্ষেত্রের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রেও এর শিকার হতে হচ্ছে। স্কুল, কলেজ এবং অফিসে একাধিক দল তৈরি হয়। শারীরিক গঠন, ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষমতা বা আর্থিক কারণে কোনও দল নিজেদের শক্তিশালী মনে করে, কোনও দল বা একা কেউ অপেক্ষাকৃত দুর্বলভাবে নিজেদের। একদল আরেকদলের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করাটাও এক ধরনের বুলিং।

এই সমস্যার প্রতিকারে নজর দেওয়া উচিত স্কুল স্তরে। কেননা, শিশুমন নরম, সংবেদনশীল, সাদা ক্যানভাসের মতো। সেখানে কালো রং ছড়াতে দিলে অন্ধকার নেমে আসে, আবার রামধনু আঁকতে সাহায্য করলে ভবিষ্যৎ হয় সুন্দর।

আলোচনা হোক

নামী বেসরকারি বা কলকাতার বড় সরকারি বিদ্যালয়ে ‘স্কুল কাউন্সিলার’ থাকলেও অন্যত্র নেই। উত্তরবঙ্গে বিরল বললে ভুল হবে না। হয়তো মাঝেমধ্যে কোনও স্কুল বা কলেজ একদিন কয়েক ঘণ্টা জনাকয়েক পড়ুয়াকে বসিয়ে আলোচনা করলেন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দিলেন। কিন্তু এভাবে সমস্যা মেটে না। প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ। প্রতি মাসে অন্তত একবার বা তিন মাসে একবার খোলামেলা আলোচনা করা উচিত। যেখানে অভিভাবকদেরও ডাকা যেতে পারে। একজন অভিজ্ঞ শিক্ষককে ‘নোডাল টিচার’ করা যেতে পারে। মোদ্দা কথা, এমন কেউ, যাঁর সঙ্গে পড়ুয়ার বন্ধুর মতো সম্পর্ক। ভয় কম পায়। তাঁর কাছে নির্দ্বিধায় মনের কথা বলতে পারে। প্রয়োজনে তিনি শিশুকে নিয়ে যাবেন সরকারি হাসপাতালের কাউন্সিলারের কাছে। বোঝাবেন বাবা-মাকে।

কীভাবে হয়?

সকলের শারীরিক গঠন সমান নয়। কারও উচ্চতা বেশি, কারও কম। কারও ত্বকের রং অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল, কারও চাপা। কেউ স্থূল। এসব তফাতও বুলিংয়ের উপাদান। যারা বুলিং করে, তারা দলে ভারী হয়। অন্যকে দুঃখ দিয়ে ভালোলাগা, মজা খুঁজে নেওয়া ইত্যাদি তাদের উদ্দেশ্য থাকে। যেটা ভালো অভ্যাস নয়।

একটু বড় হলে অনেক ছেলের কথা বলা, চলাফেরা, পছন্দ-অপছন্দে মেয়েলি ছাপ দেখা যায়। তার সঙ্গে স্বাভাবিক মেলামেশার বদলে কিছু সহপাঠী কখনও আড়ালে, কখনও বা সামনাসামনি কটূক্তি করে। হাসির পাত্র বানিয়ে ফেলে। এতে বাচ্চাটি মনে আঘাত পায়। এই ‘ভার্বাল বুলিং’ ভীষণ ক্ষতিকর। কাউকে ‘বিশেষ’ নামে ডাকাও বুলিং। কারণ, সেটা তার কাছে অপমানজনক। সকলের সামনে ডাকলে সে লজ্জাবোধ করে। সেই নামে হয়তো তার বুদ্ধিমত্তা, গায়ের রং, উচ্চতা বা জাতি-শ্রেণি নিয়ে তাচ্ছিল্য থাকে। ‘ফিজিকাল বুলিং’ও হয়। যেমন কাউকে আচমকা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া। বারবার মাথার পেছনে চাটি মারা। চুল বা কান ধরে টানা ইত্যাদি।

‘সাইবার বুলিং’এরও প্রভাব মারাত্মক। ক্লাসের ওয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ভিক্টিমের ছবি নিয়ে মজা করা, একটু বড় ছেলেমেয়েরা ব্যক্তিগতভাবে আপত্তিজনক মেসেজ, ছবি বা ভিডিও পাঠাচ্ছে। হঠাৎ করে গ্রুপ থেকে বের করে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটে।

সুদূরপ্রসারী প্রভাব

স্কুলে যে বুলি করে এবং যাকে করে, তারা দুজনেই শিশু। অর্থাৎ ‘ম্যাচিওর’ নয়। ফলে বুলিংয়ে অনেক শিশু মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। তার মনে হয়, ‘অন্যের চোখে ছোট হয়ে যাচ্ছি’, ‘আমি আর পারছি না’ ইত্যাদি। কেউ পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করতে পারে, কেউ বা হাল ছেড়ে দেয়। সেটা আবার ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভর করে।

বুলিংয়ের শিকার শিশুদের অনেকে আর স্কুলে যেতে চায় না। তার আত্মবিশ্বাস, মনোযোগ ধাক্কা খায়। লেখাপড়ার ক্ষতি হতে শুরু করে। নিজেকে গুটিয়ে নেয়। ক্ষত আরও গভীর হলে নিজেকে আঘাত, নিজের ক্ষতি করার প্রবণতা তৈরি হয়। তবে বেশিরভাগই এসব নিয়ে অভিযোগ জানাতে ভয় পায়। শিক্ষকদের না, বাড়িতেও না। ভাবে, বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। শুনতে চাইবে না। এই ভরসার জায়গাটা তৈরি করতে না পারলে সমস্যার প্রতিকার করা কঠিন। বোঝাতে হবে, আমরা আছি। তুমি নিজের সমস্যা খুলে বলো। যে কোনও পরিস্থিতিতে আমরা তোমার পাশে দাঁড়াব।

সচেতন হও

সচেনতাই একমাত্র চাবিকাঠি। যে বুলি করছে, তাকে শাস্তি বা বাধা না দিলে, ‘যা করছ, তা ভুল’ না বললে সে করেই যাবে। বরং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবণতা বাড়বে। তাই শুরুতেই আটকে দিতে হবে। যে বুলি করছে বা যাকে করছে, দুজনকে স্বাভাবিক করতে প্রফেশনাল সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে সংকোচবোধ বা লজ্জার কিছু নেই। মনোবিদ বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞের (অবশ্যই প্রফেশনাল রেকর্ড যাচাই করে নেওয়ার পর) কাছে সন্তানকে নিয়ে যেতে পারেন। এতে সঠিক উপায়ে সাহায্য পাবে সে।

কোন ওষুধে সারবে?

পেরন্টিংয়ের বড় ভূমিকা আছে এতে। বাচ্চাকে কীভাবে বড় করে তুলছেন, নৈতিক মূল্যবোধ শেখাচ্ছেন কি না, তার স্কুল ও টিউশনজীবন নিয়ে খোঁজ রাখছেন কি না, ভুল করলে শাসন করছেন নাকি উদাসীনতা দেখাচ্ছেন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। অতিরিক্ত বকাঝকা, মারধর, মাত্রাতিরিক্ত শাসন যেমন উচিত নয়, তেমন পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়াও নয়।

অভিভাবক ও শিক্ষকদের জন্য

পাশে থাকুন : শিক্ষক এবং বাবা-মায়েদের একাংশও মাঝে মাঝে বুলি করেন। যেমন, ‘তোর দ্বারা কিছু হবে না’, ‘এই মাথা নিয়ে পরীক্ষায় পাশ করবি কীভাবে’, ‘আমাদের মানসম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিবি’, ‘তোর পেছনে টাকা খরচ করাই বেকার’, ‘এত গাধা কেন তুই’ গোছের কথা একরকম বুলিংই। বরং শিশুর কোথায় অসুবিধে, কী সমস্যা, কেন মনোযোগ তৈরি হচ্ছে না- এসবের কারণ খোঁজা দরকার। বাচ্চাটি কী করতে চায়, কী পড়তে চায়, ভালোলাগা-খারাপলাগা কী ইত্যাদি জানা উচিত।

শুনুন : আপনার সন্তান বা ছাত্র কিছু বলতে চাইলে মন দিয়ে শুনুন, বুঝুন। তাকে থামাবেন না।

বিশ্বাস করুন : প্রথমেই ধরে নেবেন না যে ছেলে বা মেয়ে ভুল বা মিথ্যা বলছে। তাদের কথা আগে যাচাই করুন। মিথ্যা বললে কেন, কোন পরিস্থিতিতে বলছে, বোঝার চেষ্টা করুন। মিথ্যা বলা কেন উচিত নয়, বোঝান।

অপেক্ষা : শিশুরা সহজে এসব কথা বলতে পারে না। দ্বিধাবোধ করে। তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। উৎসাহ দিতে হবে যেন সহজে বলতে পারে।

কাঁধে হাত : নিজের ওপর বিশ্বাস করতে শেখান। নিজেকে গুরুত্ব দিতে শেখান। তাকে এমনভাবে বড় করুন, যাতে সহজে অপমানিত বোধ না করে।

অহেতুক ভয় নয়, আত্মবিশ্বাসেই জয়

ইউপিএসসি আয়োজিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা হোক বা ডব্লিউবিসিএস সহ রাজ্যের বেশিরভাগ সরকারি চাকরির পরীক্ষায় নিয়োগ, প্রক্রিয়ার শেষ ধাপ হল পার্সোনালিটি টেস্ট বা ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা। ‘ক্যাম্পাস’ বিভাগে আগের পর্বে কর্পোরেট চাকরির ইন্টারভিউ নিয়ে লেখার পর দ্বিতীয় তথা শেষ পর্বে পার্সোনালিটি টেস্টের প্রস্তুতি নিয়ে লিখলেন প্রাক্তন আমলা এবং একটি এডটেক সংস্থার কর্ণধার কৌশিক গোস্বামী

সরকারি চাকরির পার্সোনালিটি টেস্ট আর কর্পোরেট ইন্টারভিউয়ের গুরুত্ব একেবারে আলাদা। কর্পোরেট ইন্টারভিউ সাধারণত একটিমাত্র ধাপে সম্পন্ন হয়। এখানে প্রার্থীর জ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব, দুই-ই একসঙ্গে মূল্যায়ন করা হয়। কিন্তু পার্সোনালিটি টেস্ট সরকারি চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়ার অন্যতম কিন্তু একমাত্র ধাপ নয়। এখানে প্রার্থীর শুধুমাত্র ব্যক্তিত্ব, আচরণ, চিন্তাভাবনার ধরন, প্রশাসনিক উপযোগিতা ও মানসিক পরিপক্বতা মূল্যায়ন করা হয়। প্রার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা আগেই একটি বা দুটি ধাপের মাধ্যমে যাচাই করা হয়ে যায়। পার্সোনালিটি টেস্টে তা পুনরায় যাচাই করা হয় না, বরং দেখা হয় সংশ্লিষ্ট পদে ওই প্রার্থী মানিয়ে নিতে পারবেন কি না।

যেসব বিষয় মনে রাখা জরুরি

নিজেকে জানুন

সবার আগে নিজেকে ভালোভাবে জানতে হবে। আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, ঐচ্ছিক বিষয়, কর্ম অভিজ্ঞতা এবং শখ সম্পর্কে স্পষ্ট ও আত্মবিশ্বাসী ধারণা থাকা প্রয়োজন। সাধারণত ‘নিজের সম্পর্কে বলুন’, ‘আপনি কেন এই চাকরিতে আসতে চান’ বা ‘প্রাইভেট চাকরি নয় কেন’- এই গোছের প্রশ্ন করে বোর্ড। এসবের জন্য আগেই চিন্তাভাবনা করে যুক্তিসম্মত এবং স্বচ্ছভাবে উত্তর দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। এই পর্যায়ে আপনার আত্মবিশ্বাস, সততা এবং চিন্তার স্বচ্ছতা বোর্ডের কাছে আপনাকে একজন যোগ্য প্রার্থী হিসেবে তুলে ধরবে।

আবেদনপত্র হতে পারে উৎস

আবেদনপত্রের একটি কপি সযত্নে নিজের কাছে রাখুন। পার্সোনালিটি টেস্টের আগে সেটা ভালোভাবে দেখুন। আবেদনপত্রে লেখা প্রতিটি শব্দ একটি সম্ভাব্য প্রশ্ন হতে পারে। বোর্ডের সদস্যরা আপনার জন্মস্থান, জেলা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অথবা আপনি যেসব পুরস্কার এবং কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন নিজের আবেদনপত্রে- সেসব নিয়েও প্রশ্ন করতে পারেন। তাই প্রত্যেকটি বিষয়ে সঠিক তথ্য ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

ওয়াকিবহাল থাকতে হবে

সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে অবগত থাকা পার্সোনালিটি টেস্টের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নিজের দেশ ও রাজ্যের অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা সামাজিক উন্নয়নের মতো বিষয়গুলির সাম্প্রতিক অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকুন। পাশাপাশি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, রাজনৈতিক পরিবর্তন, বৈদেশিক নীতি, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদির প্রভাব সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা রাখুন। সরকার পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্প, সেগুলোর বাস্তব প্রয়োগ এবং জনগণের উপকার সম্পর্কে জেনে রাখলে, তা আপনার প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরবে।

যোগাযোগ দক্ষতার চর্চা

পার্সোনালিটি টেস্টে সফল হতে গেলে যোগাযোগ দক্ষতা প্রায় নিখুঁত হওয়া জরুরি। পরিষ্কার, আত্মবিশ্বাসী এবং বিনীতভাবে কথা বলা অভ্যাস করুন, যাতে বোর্ডের সামনে আপনি নিজের চিন্তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারেন। অপ্রয়োজনীয় জটিল শব্দ এড়িয়ে প্রতিটি উত্তরে একটি সুসংহত কাঠামো বজায় রাখুন।

প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগে বা শেষ হওয়া মাত্র উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকা বুদ্ধিমানের কাজ। বরং প্রশ্ন শোনার পর কয়েক সেকেন্ড ভেবে উত্তর দিলে তা আপনার আত্মসংযম, ধৈর্য এবং পরিপক্বতার পরিচয় দেয়। দ্রুত উত্তর দেওয়ার চেয়ে যুক্তিসম্মত এবং ভেবেচিন্তে দেওয়া উত্তর বোর্ডের কাছে আপনার চিন্তাশক্তি ও ভারসাম্যপূর্ণ মানসিকতার প্রতিফলন ঘটায়।

বিতর্কিত বিষয়ে সাবধান

বিতর্কিত বা সংবেদনশীল বিষয়ে নিরপেক্ষ ও ভারসাম্যপূর্ণ মতামত প্রকাশের ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ। অতিরিক্ত চরমপন্থী বা আবেগপ্রবণ অবস্থান না নিয়ে বাস্তবতাভিত্তিক এবং যুক্তিসংগত উত্তর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। সরকারি পদের একজন প্রত্যাশীর কাছে নিরপেক্ষ, সংযমী এবং নীতিনিষ্ঠাপূর্ণ চিন্তাভাবনা কাম্য।

অ্যাকাডেমিক ভিত

নিজের অ্যাকাডেমিক যোগ্যতা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা স্পষ্ট রাখতে হবে। আপনি যে বিষয় নিয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর, সেটা সম্পর্কে মূল ধারণা, তত্ত্ব ও প্রয়োগযোগ্য দিক ভালোভাবে ঝালিয়ে নিন। বোর্ড প্রায়শই প্রশ্ন করে, ‘আপনি এই বিষয়টি কেন বেছে নিয়েছিলেন’ অথবা ‘এই চাকরিতে এই বিষয়টি কীভাবে উপযোগী হতে পারে’। এধরনের প্রশ্নের জন্য যুক্তিসম্মত ও প্রাসঙ্গিক উত্তর প্রস্তুত রাখা উচিত।

অজানাকে স্বীকার করুন

যদি কোনও প্রশ্নের উত্তর না জানেন, তাহলে তা স্পষ্টভাবে স্বীকার করা বুদ্ধিমানের কাজ। অনুমানভিত্তিক বা মনগড়া উত্তর দেওয়া আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা এবং সততার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বোর্ড সদস্যরা জ্ঞানের পরিধির চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন আপনার আত্মপ্রত্যয়, সততা ও পরিস্থিতি মোকাবিলার মানসিকতাকে। তাই যা জানেন, তা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলুন এবং যা জানেন না, তা স্বীকার করুন।

পদটিকে জানুন

যে পদের জন্য আপনি আবেদন করেছেন, সেটা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি। পদটির কাজের ধরন, দায়িত্ব ও সুযোগসুবিধার ব্যাপারে জেনে রাখুন। বোর্ড আপনার পছন্দের ক্রম বা নির্দিষ্ট পদে চাকরির আগ্রহের কারণ জানতে চাইলে, যুক্তি দিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তা ব্যাখ্যা করতে হবে। পরিষ্কারভাবে জানাতে হবে, কেন নির্দিষ্ট পদটি বেছে নিচ্ছেন এবং তাতে আপনার দক্ষতা ও আগ্রহ কীভাবে মানানসই।

প্রকাশ হোক পেশাদারিত্ব

পার্সোনালিটি টেস্টে পোশাক ও শারীরিক ভঙ্গিমা একজন আবেদনকারী সম্পর্কে প্রথম ও শক্তিশালী ধারণা তৈরি করে।

তাই পরিপাটি, পরিষ্কার ও পরিমিত ফর্মাল পোশাক পরা আবশ্যক। সোজা হয়ে বসে চোখে চোখ রেখে কথা বলা এবং অস্থিরতা বা অপ্রয়োজনীয় হাত-পা নাড়াচাড়া থেকে বিরত থাকা উচিত। ঘরে ঢোকার সময় নম্রভাবে ‘গুড মর্নিং’ বা ‘গুড আফটারনুন, স্যর/ম্যাডাম’ বলে সম্ভাষণ জানানো শোভন আচরণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

অনুশীলনেই জন্মায় আত্মবিশ্বাস

পার্সোনালিটি টেস্টের প্রস্তুতিতে মক ইন্টারভিউ একটি অত্যন্ত কার্যকরী অনুশীলন। অভিজ্ঞ মেন্টর, নামী প্রতিষ্ঠান অথবা সহপাঠীদের সাহায্যে নিয়মিত মক ইন্টারভিউ দেওয়া যেতে পারে। এতে আপনি প্রশ্নের ধরন, উত্তর দেওয়ার কৌশল এবং সময় ব্যবস্থাপনা (টাইম ম্যানেজমেন্ট) সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। আপনার প্রতিক্রিয়া রেকর্ড করে পরে তা পর্যালোচনা করলে দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা সহজ হয়। তারপর অনুশীলনে সেসব ভুল শুধরে নেওয়া সম্ভব হয়। ধাপে ধাপে নিজেকে পরিণত, আত্মবিশ্বাসী ও প্রাসঙ্গিক উত্তরদাতা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা নিয়ে অহেতুক ভয় বা দুশ্চিন্তার কারণ নেই। বরং যোগ্য, আত্মবিশ্বাসী এবং দায়িত্বশীল প্রার্থী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার সুযোগ হিসেবে দেখুন। ভুল হতেই পারে। কিন্তু আপনি সততা, সংযম ও যুক্তিবোধ দিয়ে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছেন, সেটাই বড় কথা। আত্মবিশ্বাসই হবে সবচেয়ে বড় শক্তি।

পুরসভার জলের ট্যাংক আসতেই জল সংগ্রহ করতে হুড়োহুড়ি। বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ির গোবিন্দনগরে।

শীঘ্রই পরিষেবা স্বাভাবিক হওয়ার আশ্বাস পিএইচইর

বৃহস্পতিবারেও জল অমিল গোবিন্দনগরে

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৯ জুন : বুধবার থেকেই জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর (পিএইচই)-এর পানীয় জল পরিষেবা বন্ধ ছিল ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের গোবিন্দনগরে। বৃহস্পতিবারও জল পরিষেবা স্বাভাবিক হয়নি। ফলে সমস্যায় পড়েছে সাড়ে তিনশো পরিবার।

জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পঙ্কজকুমার রায় বলেন, 'জলের পাইপলাইন কয়েকটি জায়গায় লিক হয়েছে। খবর পাওয়ার পরেই সেইসব জায়গায় মেরামতির কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। আশা করছি অল্প সময়ের মধ্যেই পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

যদিও এদিনও জল না পেয়ে ক্ষিপ্ত হন বাসিন্দারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার নিজে পুরসভার পানীয় জলের ট্যাংকার নিয়ে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেন। তাতে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়। কাউন্সিলার সুপ্রিয় দাস বলেন, 'জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে আগেই। মেরামতির কাজ চলছে। এদিন আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পুরসভার জলের ট্যাংক দিয়ে গোটা এলাকায় জল দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছি। পরিষেবা চালু না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া বহাল থাকবে।'

> জলের পাইপলাইন কয়েকটি জায়গায় লিক হয়েছে। খবর পাওয়ার পরেই সেইসব জায়গায় মেরামতির কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। আশা করছি অল্প সময়ের মধ্যেই পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।
>
> **পঙ্কজকুমার রায়**
> *অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর*

যদিও বাসিন্দারা স্থায়ী সমাধানের দাবি তুলেছেন। বাসিন্দা স্বপ্না চক্রবর্তীর কথায়, 'বৃহস্পতিবার পুরসভার ট্যাংক নিয়ে এসে পানীয় জল দেওয়া হয়েছে। আমরা এর স্থায়ী সমাধান দাবি করছি। কারণ, জল এত প্রয়োজনীয় যে, এভাবে গাড়ি নিয়ে এসে বেশি সময় চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়।' তাঁর কথায় সায় জানান বাসিন্দা রত্না সেনও।

শহরের বিডিও অফিস সংলগ্ন খাগড়াবাড়ি পানীয় জলপ্রকল্প থেকে এই এলাকায় জল সরবরাহ করা হয়। মহাসড়ক পার করে পাইপলাইন গোবিন্দনগরে ঢুকেছে। মূল পাইপলাইন একাধিক জায়গায় লিক হয়ে গিয়েছে।

এদিকে, বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার প্রকল্পে কল দিয়ে ঘোলা জল বেরোচ্ছে, যা ব্যবহারের যোগ্য নয়। এই অবস্থায় সবার পক্ষে জল কিনে খাওয়া সম্ভব নয় বলে জানান বাসিন্দা রিনা দাস। তাই সকলেই স্থায়ী সমাধানের দাবি তুলেছেন।

শিকেয় উঠেছে ডিসিপ্লিন। সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে সময়ে আসছে না পড়ুয়ারা। অন্যদিকে, ধূপগুড়ি হাইস্কুলে পড়ুয়ারা ক্লাসরুমেই ফাটাচ্ছে নিষিদ্ধ শব্দবাজি। কড়া ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্কে স্কুল কর্তৃপক্ষ। দুই শহরের দুই স্কুলের ঘটনা সৌরভ দেব, অনসূয়া চৌধুরী এবং শুভাশিস বসাকের কলমে।

দেরিতে স্কুলে আসায় বাড়ি ফেরত

জলপাইগুড়ি, ১৯ জুন : স্কুলের জারি করা নিজস্ব ফতোয়ায় নির্ধারিত সময়ের পর যদি কোনও ছাত্রী স্কুলে আসে সেক্ষেত্রে তাকে গেট থেকেই ফিরে যেতে হবে। সরকারি কোনও নির্দেশিকা না থাকলেও নিজেদের মতো করে ছাত্রীদের জন্য এমনই নিয়ম তৈরি করেছে সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ দিনই কোনও না কোনও ছাত্রী পাঁচ মিনিট দেরিতে এলেই তাদের আর গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকার অনুমতি মিলছে না। অথচ স্কুলের শিক্ষিকারা নির্ধারিত সময়ের অনেক দেরিতে এলেও তাঁদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি স্কুলের নিয়ামানুবর্তিতা শুধুই ছাত্রীদের জন্যই কার্যকর? আরও অভিযোগ, স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুতপা দাস স্কুল পরিচালন সমিতির সঙ্গে এই বিষয়ে কোনও কথা না বলেই নিজের মতো করে নিয়ম জারি করেছেন, যা নিয়ে ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। এক অভিভাবকের কথায়, 'এই নিয়ম অন্য কোনও স্কুলে নেই। কোনও কারণে দেরি হয়ে গেলে নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে পৌঁছানোর জন্য মেয়ে না খেয়েই চলে আসে। দেরিতে স্কুলে পৌঁছালে ছাত্রীকে ফিরিয়ে দেওয়ার এই নিয়ম ঠিক নয়।'

এ বিষয়ে জানতে প্রধান শিক্ষিকার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আমি অসুস্থ। ছুটিতে আছি। এবিষয়ে কিছু বলতে পারব না।'

স্কুল কর্তৃপক্ষের তৈরি করা এমন নিয়মে কার্যত ক্ষুব্ধ জেলা শিক্ষা দপ্তর। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বালিকা গোলে বলেন, 'যে স্কুলই এধরনের কাজ করে থাকুক তা কখনও মেনে নেওয়া হবে না। পড়ুয়াদের জন্যই স্কুল। এমন কোনও নিয়ম নেই যে, ১০-১৫ মিনিট দেরিতে এলে তাদের স্কুলেই প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। বিষয়টি নিশ্চয়ই গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।'

যদিও টিচার ইনচার্জের দায়িত্বে থাকা শিক্ষিকা মিতালি লাহা বলেন, 'স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা এই নিয়ম করেছিলেন। সেই মতো ১০.৪০ এর জায়গায় ১০.৫০ পর্যন্ত ছাত্রীদের স্কুলে প্রবেশের অনুমতি রয়েছে। তবে, কেউ যদি রেলগেটে আটকে যায় কিংবা বাড়িতে কোনও সমস্যা হয় তাহলে বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিতে দেখা হয়।'

বৃহস্পতিবার ঘড়িতে তখন সকাল এগারোটা বাজতে মিনিট পাঁচেক বাকি। স্কুলের গেটের সামনে হাজির তিন ছাত্রী। বড় গেটটি বন্ধ থাকায় পাশের ছোট গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে তারা। সেই সময় স্কুলে আসেন আরও দুই থেকে তিনজন শিক্ষিকা। ভেতর থেকে গেট আটকানো থাকায় ছাত্রী-শিক্ষিকা সকলেই বাইরে। সেখানেই ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এক শিক্ষিকাকে বলতে শোনা যায়, 'তোমরা স্কুলে ঢুকতে পারবে না।' তখন এক ছাত্রী বিনয়ের সুরে বলে, 'ম্যাডাম আমরা ১০টা ৫৫ মিনিটের আগেই এসেছি। গেট বন্ধ থাকায় বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছি।' তখন ওই শিক্ষিকাকে বলতে শোনা গেল, 'তোমরা স্টুডেন্ট তর্ক করবে না। নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে আসতে হবে।' এই বলে গেট খুলে ভেতরে ঢুকে গেলেন তিন শিক্ষিকা। বাধ্য হয়ে সেই তিন ছাত্রী স্কুলে ঢুকতে না পেরে ফিরে গেল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল এটা স্কুলের রোজকার ঘটনা। এই ঘটনার আরও মিনিট দশেক পর আরও এক শিক্ষিকা স্কুলে ঢোকেন। নিজেদের মতো করে নিয়ম জারি করায় প্রশ্ন উঠেছে স্কুল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব নিয়ে। প্রশ্ন উঠছে, যাদের ফিরিয়ে দেওয়া হল, তারা যদি বাড়ি না ফিরে কোথাও দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় তাহলে দায় কে নেবে?

পাশের শহর ময়নাগুড়ি থেকে অন্য স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে একই পুলকারে আসে এই স্কুলের অনেকে। সেক্ষেত্রে রাস্তায় দেরি হলে যদি স্কুলে ঢুকতে দেওয়া না হয় তাহলে সেই ছাত্রীকে বাড়ি ফেরানোর দায়িত্বও কি স্কুল নেবে? স্কুলছুট রুখতে যেখানে সরকার বলছে, প্রয়োজনে পড়ুয়াদের বাড়ি যেতে, সেখানে সরকারি নিয়ম ছাড়া কীভাবে দেরিতে আসার জন্য ছাত্রীদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে?

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'স্কুলে এমন নিয়ম জারি রয়েছে আমার জানা নেই। এটা খুবই অমানবিক আচরণ। ছাত্রীকে ফেরানো যাবে না। আমি অবশ্যই এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখব।' ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এই ধরনের আচরণ অমানবিক বলে জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি অঞ্জন দাসও।

স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে নির্ধারিত সময়ের থেকে দেরিতে আসা ছাত্রীরা।

ধূপগুড়ি হাইস্কুল। -সংবাদচিত্র

ক্লাসে শব্দবাজি ফাটিয়ে পাঁচ পড়ুয়া সাসপেন্ড

ধূপগুড়ি, ১৯ জুন : ফের শিরোনামে ধূপগুড়ি হাইস্কুল। তবে এবারে আর প্রধান শিক্ষকের কাহিনী নয়, পাঁচ পড়ুয়ার গল্প, যারা বান্ধবীদের মন জয় করতে চেয়েছিল। যদিও গল্পের শেষটা পড়ুয়াদের জন্য ভালো ছিল না।

বৃহস্পতিবার স্কুল চলাকালীন দ্বাদশ শ্রেণির পাঁচ পড়ুয়া ক্লাসরুমে নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফাটিয়ে গোটা স্কুলকে মাথায় তুলে নিয়েছিল। শব্দবাজির বিকট আওয়াজে স্কুল প্রায় কেঁপে উঠেছিল এবং শিক্ষক সহ অন্য স্কুলের পড়ুয়ারাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। কেউ কেউ আতঙ্কিত হয়ে ক্লাসরুম ছেড়ে বাইরেও চলে আসে। পরে শিক্ষকরা বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখেন এবং তাদের শিক্ষকদের ঘরে ডেকে আনা হয়। একে একে অভিভাবকদেরও ডাক পড়ে স্কুলে। অভিভাবকদের সামনেই পাঁচ পড়ুয়াকে বকুনি দিয়ে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এই পাঁচজন স্কুলে আর ক্লাস করবে না। একেবারে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রক্রিয়ার সময় আসবে। শব্দবাজি ফাটানোর শাস্তি যে এভাবে মিলতে পারে তা ভাবতে পারেনি পড়ুয়ারা। তারা শাস্তি মেনে কান্না করতে করতে স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

এক শিক্ষকের কথায়, 'স্কুলে একাদশ থেকে কোএড চালু হয়। এই বয়সে বান্ধবীদের মন জয় করতে অনেকে নানা কিছু করে থাকে। ওই পাঁচ পড়ুয়াও শব্দবাজি ফাটিয়ে সেই চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এভাবে স্কুলে বিশৃঙ্খলা তৈরি করায় শাস্তি না দিলে বাকিদের ওপর কতটা প্রভাব পড়তে পারে, সেটা ভেবেই কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে। আগামীতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সে বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছে।' একই কথা জানিয়েছেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, যা এখনও প্রায় আট মাস বাকি। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি আট মাস ধরে স্কুলের পঠনপাঠন থেকে বঞ্চিত হবে ওই পাঁচ ছাত্র? তাহলে এদের উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল কী হতে পারে তা নিয়েও কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে। তবে স্কুলের সিদ্ধান্তের পাশেই দাঁড়িয়েছেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বালিকা গোলে। তাঁর কথায়, 'ঘটনাটা শুনিনি। কিন্তু স্কুল যদি পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে থাকে তাহলে ঠিক করেছে। না হলে বাকি পড়ুয়াদের ওপর প্রভাব পড়বে। আর স্কুলের ভালো এবং পঠনপাঠনের কথা মাথায় রেখে পরিচালন সমিতি ও শিক্ষকরা যে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারেন।'

এর আগেও ধূপগুড়ি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের কীটনাশক খাওয়া এবং প্রধান শিক্ষককে ঢুকতে না দেওয়া নিয়ে হুলুস্থুল কাণ্ড বেধেছিল। তবে সেই ঘটনা মানুষ ভুলতে বসার মুহূর্তেই ফের পড়ুয়াদের এমন কাণ্ডে শিরোনামে এল ধূপগুড়ি হাইস্কুল।

জখম পথচারী

মালবাজার, ১৯ জুন : বাসের ধাক্কায় এক পথচারী জখম হলেন। বৃহস্পতিবার সকালে মালবাজার শহরের সুভাষ মোড়ের সামনে ঘটনাটি ঘটেছে। সেই সময় শহরের দোকানপাট কিছুই খোলেনি, বৃষ্টিও পড়ছিল। কিছু সংখ্যক পথচারী জাতীয় সড়ক দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। জলপাইগুড়ি থেকে মালবাজারগামী একটি মিনিবাস সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক পথচারীকে ধাক্কা মারে। আশপাশের বাসিন্দারা বাসটিকে আটকান। পুলিশ এসে আহত ব্যক্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। কীভাবে ঘটনাটি ঘটল তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

দুর্ঘটনা এড়াতে

জলপাইগুড়ি, ১৯ জুন : লাইফ হ্যাজ নো রিসেট বাটন। এই বার্তা দিয়েই জলপাইগুড়ি ট্রাফিক পুলিশ বৃহস্পতিবার দিনবাজার পুলের সামনে হেলমেটবিহীন যাত্রী, টোটোচালক সহ বিভিন্ন গাড়ির চালককে নিয়ে সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ সম্পর্কে আলোচনা করল। ট্রাফিক আইন কীভাবে পালন করতে হয়, কোন সিগন্যালের গুরুত্ব কী প্রভৃতি বিষয়ে সবাইকে বিস্তারিতভাবে বোঝানো হয়। ট্রাফিক নিয়ম না মানায় এদিন অবশ্য কাউকে জরিমানা করা হয়নি।

সংবর্ধনা

জলপাইগুড়ি, ১৯ জুন : ছাদ থেকে বাড়ির সীমানার বেড়ার ওপর আচমকা পড়ে যেতেই মেরুদণ্ডের পাশে গেঁথে যায় বাঁশ। ছিঁড়ে যায় ফুসফুসের পর্দা। এমন পরিস্থিতিতে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগীকে আনা হয়। ক্রিটিক্যাল অপারেশনে সাড়া দিয়ে রোগী স্বপন মুস্তাফি সুস্থ হয়ে ওঠায় বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের তরফে শল্য চিকিৎসক, অ্যানাস্থেটিস্ট, মেডিকেল স্টাফ, সুপার, এমএসভিপি সবাইকেই সংবর্ধনা জানানো হয়।

পাড়ায় পাড়ায়

জলপাইগুড়ি

বেহাল রাস্তায় দুর্ভোগ

জলপাইগুড়ি, ১৯ জুন : জলপাইগুড়ি পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পান্ডাপাড়া শেষবাতি অশোকনগর দেবী বাগচী লেনের রাস্তা বহুদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। একে তো রাস্তাটি খুবই সরু, তার ওপর আবার খানাখন্দে ভরা। এই রাস্তাটি দুই বছরের বেশি সময় ধরে একই অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এর ফলে এলাকার বাসিন্দাদের দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। বাগচী লেনের বাসিন্দা সুনন্দা বাগচী বলেন, 'বহুবার পুর প্রতিনিধিকে জানিয়েও কাজ হয়নি। শুনেছি এই রাস্তার কাজ শুরু হবে। দেখা যাক কবে কী হয়।'

১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মণীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'এই রাস্তাটি সংস্কারের জন্য আমরা পুরসভায় আবেদন করেছিলাম। ডিপিআর দেওয়া আছে। আমরা এনবিডিডি-তেও আবেদন জানিয়ে রেখেছি। দুই জায়গার মধ্যে যেখান থেকে টাকা আসবে, সেই টাকা দিয়েই আমরা রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করব।'

মালবাজার

বাসস্ট্যান্ডে মৃত্যুকূপ

মালবাজার, ১৯ জুন : মেরামতির তিন মাসের মধ্যে ভেঙে গিয়েছিল মাল বাসস্ট্যান্ডের একটি ম্যানহোলের ঢাকনা।

সম্প্রতি অন্য আরেকটিও ঢাকনা ভেঙে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় এলাকার ব্যবসায়ী ও নিত্যযাত্রীরা ভয়ে ভয়ে বাসস্ট্যান্ডে পা রাখছেন। মাল পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'বাস্তুকারদের পাঠিয়ে কী ব্যবস্থা করা যায় সেটা দেখছি।'

মহকুমা আদালত উদ্বোধনের সময় ম্যানহোলের ঢাকনা সারাই করা হয়। কিন্তু আবার সেটি সহ আরেকটি ম্যানহোলের ঢাকনাও সম্প্রতি ভেঙে গিয়েছে। নিত্যযাত্রী কুমারেশ সিং বলেন, 'ছোট-বড় দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। বর্ষায় পা পিছলে ম্যানহোলে পড়ে যাওয়ার আগেই ঢাকনা সারাই করা দরকার।'

বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের নেতা পঙ্কজ তিওয়ারি বলেন, 'পুরসভায় চেয়ার বাঁচানোর লড়াই চলছে। সাধারণ মানুষকে নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই। পরিকাঠামোর অভাবে বাসস্ট্যান্ডের বেহাল দশা। ব্যর্থতার দায় নিতে হবে পুরসভাকে।'

তথ্য : অনীক চৌধুরী ও সুশান্ত ঘোষ।

ভাঙা হল অবৈধ হোর্ডিং

জলপাইগুড়ি, ১৯ জুন : শহরের পাশাপাশি পঞ্চায়েত এলাকার মুখ ঢেকেছে বড় বড় ঝাঁ চকচকে বিজ্ঞাপনের হোর্ডিংয়ে। বড় বড় লোহার স্ট্রাকচার বানিয়ে তাতে টাঙানো নানা বহুজাতিক সংস্থার বিজ্ঞাপন। অরবিন্দ পঞ্চায়েতের মধ্যে থাকা হোলি চাইল্ড স্কুলের সামনে থেকে আসাম মোড় হয়ে নোয়াপাড়া পর্যন্ত এরকম ৭টি হোর্ডিং স্ট্রাকচার চিহ্নিত করে আর্থমুভার দিয়ে ভাঙার পাশাপাশি গ্যাসকাটার দিয়ে সেগুলোকে কেটে নিয়ে যাওয়া হয় পঞ্চায়েত অফিসে। কর দেয় না এরকম অবৈধ হোর্ডিং কিংবা স্ট্রাকচার আগামীতেও যে ভাঙা হবে তাও সাফ জানিয়ে দেন ওই পঞ্চায়েতের প্রধান রাজেশ মণ্ডল।

প্রশিক্ষণ

জলপাইগুড়ি, ১৯ জুন : অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের সাহায্যে কীভাবে প্রাথমিক স্তরেই আগুন নিভিয়ে ফেলা সম্ভব তা দমকলকর্মীরা ব্যবসায়ীদের হাতেকলমে দেখালেন ও শেখালেন। জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার দিনবাজার কাপড়পট্টিতে আগুন নিয়ে একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান হয়।

স্ত্রীর সঙ্গে ভাইয়ের বিয়ে দিলেন ৩ সন্তানের বাবা

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৯ জুন : অনুষ্ঠান করে প্রেমিকের হাতে স্ত্রীকে তুলে দেওয়া হোক বা স্ট্যাম্প পেপারে চুক্তি করে প্রেমিকের সঙ্গে স্ত্রীর বিয়ে দেওয়ার নজির ধূপগুড়িতে নতুন কিছু নয়।

বৃহস্পতিবার রাত দশটা নাগাদ ধূপগুড়ি শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের রায়পাড়ায় একদিকে যেমন স্ট্যাম্প পেপারে চুক্তি হল, তেমনি হল অগ্নিসাক্ষী রেখে বিয়ে। এক্ষেত্রে নতুন ঘটনা বলতে পাত্র ও পাত্রী সম্পর্কে দেওর এবং বৌদি। প্রেমের ত্রিকোণ লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত হাসি চওড়া হল ভাইয়ের। স্থানীয় বাসিন্দাদের সাক্ষী রেখে দশ টাকার স্ট্যাম্প পেপারে চুক্তি হল দুই ভাইয়ের। এরপর তিন সন্তান সহ স্ত্রীকে ভাইয়ের হাতে তুলে দিলেন বধূর সদ্য প্রাক্তন স্বামী। তারপর হল আনুষ্ঠানিক বিয়ে।

১৩ বছর আগে বিয়ে হয় ওই দম্পতির। তাদের বছর দশেকের এক মেয়ে এবং বছর পাঁচেকের যমজ ছেলে রয়েছে। এর মাঝে বছরখানেক আগে পেশায় টোটোচালক স্বামী জানতে পারেন, ভাইয়ের সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা। তাঁদের সম্পর্ক ক্রমেই গভীরতা পায়, সঙ্গে বাড়ে পারিবারিক টানাপোড়েন। তাতে অবশ্য ভিনরাজ্যে কর্মরত দেওয়ের সঙ্গে বধূর 'লং ডিস্ট্যান্স রিলেশনে' ভাটা পড়েনি। শেষমেশ ভাইয়ের প্রেমের কাছে হার মানে দাদার প্রায় দেড় দশকের দাম্পত্য। আজ সেটারই সামাজিক ও আনুষ্ঠানিক সমাপতন হল। বিয়ে নিয়ে এলাকার মানুষও প্রায় ভাবলেশহীন। বিয়ের অনুষ্ঠানে শামিল এক বাসিন্দার কথায়, 'দীর্ঘদিন এই নিয়ে অশান্তি চলছিল পরিবারে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে একটা হেস্তনেস্ত হয়ে গেল যা মন্দের ভালো।'

বিয়েবাড়ির সামনে ভিড়।

এদিন পুরো কর্মকাণ্ডের উদ্যোক্তা প্রধানত স্থানীয় তরুণদের একাংশ। স্ট্যাম্প পেপার চুক্তিতে দুই ভাই ছাড়াও সই করেছেন নয়জন সাক্ষী। এলাকার অনেকে আবার এই ঘটনাকে 'চরম সামাজিক অবক্ষয়' হিসেবেই দেখছেন। বিয়েবাড়ির সামনে ভিড়ে দাঁড়িয়ে এক প্রবীণ বললেন, 'মোবাইলটাই সব শেষ করল। ছেলেটা তো এখানে থাকত না। মোবাইলের মাধ্যমেই তো এদের সম্পর্ক এত দূর গড়িয়েছে। এলাকার বদনাম ছাড়া আর কিছুই হল না।'

দীর্ঘদিনের প্রেমের পরিণতিতে নববধূ এবং নতুন স্বামীকে বেশ আনন্দিতই দেখিয়েছে। যদিও প্রেম এবং চুক্তি বিয়ে নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাননি দুজনই। লাজুক দেখিয়েছে নতুন বধূকেও। স্ত্রীর বিয়ে দিয়ে পাড়ারই আরেক বাড়িতে পাড়ি দিলেন সদ্য প্রাক্তন হওয়া টোটোচালক স্বামী। তাঁকে অবশ্য বিধ্বস্ত দেখিয়েছে আজ। তিন সন্তানও নতুন বাবা এবং পুরোনো মায়ের সঙ্গেই শামিল হয়েছে নতুন সংসারে।

কখন কোথায় কার সঙ্গে কীভাবে মন মিলবে আর সেই মিল কী খেল দেখাবে তা বলা সত্যিই বড় শক্ত। অন্তত বৃহস্পতিবার রাতের চুক্তি এবং সামাজিক এই বিয়ে সেটারই প্রমাণ।

ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত এক

জলপাইগুড়ি, ১৯ জুন : ডেঙ্গির পর এবার জলপাইগুড়ি পুরসভা এলাকায় ম্যালেরিয়ার থাবা। জলপাইগুড়ি পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের রেসকোর্সপাড়া এলাকার এক বাসিন্দা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি রয়েছেন। ইতিমধ্যে পুরসভা এলাকায় ডেঙ্গি প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা গিয়েছে। চলতি বছর এখনও পর্যন্ত পুরসভা এলাকায় মোট আটজন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। ডেঙ্গি আক্রান্তদের মধ্যে বেশ কয়েকটি শিশু রয়েছে।

স্মারকলিপি

মালবাজার, ১৯ জুন : পাঁচ দফা দাবিতে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির কাছে স্মারকলিপি দিল সিপিএমের মাল এরিয়া কমিটি। বৃহস্পতিবার সকালে মালের বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির বিভাগীয় আধিকারিকের কাছে স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবি জানানো হয়। সেইসঙ্গে ঘনঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়েও অভিযোগ করেন তাঁরা। তিন মাসের পরিবর্তে প্রতি মাসে রিডিং সংগ্রহের আর্জি জানানো হয়েছে। ডিভিশনাল ম্যানেজার নবীন কুমার বলেন, 'দাবিপত্র রিজিওনাল ম্যানেজারের কাছে পাঠানো হয়েছে।'

শ্রমসচিবকে স্মারকলিপি

নাগরাকাটা, ১৯ জুন : জরুরিকালীন ভিত্তিতে বড় চা বাগান সহ ক্ষুদ্র চা চাষে যাতে অন্তত ২১ রকমের নতুন রাসায়নিক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয় এমন দাবিতে বৃহস্পতিবার রাজ্যের শ্রমসচিব অবনীন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে দেখা করলেন চা গবেষণা সংস্থার (টিআরএ) সচিব জয়দীপ ফুকন ও রাসায়নিক বিজ্ঞানী ডঃ বাপ্পাদিত্য কানরার। এদিন শ্রমসচিবের কাছে বর্তমানে টি বোর্ড অনুমোদিত যে রাসায়নিকগুলি রয়েছে, সেগুলি দিয়ে রোগপোকার হামলা ঠেকানো যাচ্ছে না সেকথাও তুলে ধরেন তাঁরা।

একটি স্মারকলিপিও তুলে দেওয়া হয় টিআরএ'র পক্ষ থেকে। জয়দীপ বলেন, 'যে সমস্ত নতুন রাসায়নিকের কথা শ্রমসচিবের কাছে জানানো হয়েছে সেগুলি আমাদের বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন। কোনটি কত মাত্রায় প্রয়োগ করলে স্বাস্থ্যবান্ধব চা তৈরিতে অসুবিধে নেই সেই তথ্যও টিআরএ তৈরি করেছে।'

বিশ্বযুদ্ধের

প্রথম পাতার পর

রুশ বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা বলেন, 'ইরানের পরমাণুঘাঁটিতে আমেরিকা হামলা করলে গোটা বিশ্ব বিপর্যয়ের কবলে পড়বে।'

এদিন ইরানকে সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে তুরস্ক ও উত্তর কোরিয়াও। কোনও দেশই ইরানকে প্রয়োজনে সামরিক সাহায্য করার সম্ভাবনা খারিজ করেনি। আমেরিকা বিরোধী এই দেশগুলির মনোভাব আঁচ করে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেই বলেন, 'ইহুদিদের হয়ে আমেরিকা ময়দানে নামতে চলেছে। এসব ইজরায়েল সরকারের দুর্বলতা এবং অক্ষমতার লক্ষণ।' খামেনেইকে পালটা 'আধুনিক হিটলার' বলে সমালোচনা করেন ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কার্টেজ। তিনি বলেন, 'খামেনেই স্বৈরশাসক। আধুনিক হিটলারের মতো। ইজরায়েলের ধ্বংসকে তিনি লক্ষ্য করে তুলেছেন। তাঁকে সেই লক্ষ্যপূরণ করতে দেওয়া যাবে না।' বিশ্বযুদ্ধের মতো পরিস্থিতি পেকে ওঠার মধ্যে একে অন্যের ওপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইরান ও ইজরায়েল।

গত ২৪ ঘণ্টায় ইরানের হামলায় ধ্বংসস্তূপের চেহারা নিয়েছে তেল আভিভ ও জেরুজালেমের বিস্তীর্ণ এলাকা। একটি হাসপাতাল সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ধ্বংসের একই ছবি দেখা গিয়েছে তেহরানে। তেহরানের ২২৫ কিলোমিটার দক্ষিণে নাতাঞ্জে ইরানের পারমাণবিককেন্দ্রে ইজরায়েলের অন্তত ৪০টি ফাইটার জেট হামলা করেছে। জবাবে ইজরায়েলকে লক্ষ্য করে শতাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরানের রেভলিউশনারি গার্ড। ইরানের স্বাস্থ্যমন্ত্রক ২২০ জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করেছে। ইজরায়েলে প্রাণহানির সংখ্যা ২৪।

এখন কেবলই ছবি

কত যত্নে রংতুলিতে ফুটে উঠেছিল কোনও এক দৃশ্য। ঠাঁই পেয়েছিল বাড়ির দেওয়ালে। কিন্তু ইরানের ছোড়া মিসাইলে সেই ঘরটাই এখন ধ্বংসস্তূপ।

ধর্মীয় পর্যটনে 'হারমনি ট্রেইল'

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৯ জুন : চা পর্যটনের পর এবার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শুরু হচ্ছে হেরিটেজ স্থাপত্যকে কেন্দ্র করে ট্যুর প্যাকেজ। নাম রাখা হয়েছে সর্বদর্শন হারমনি ট্রেইল। ২৭ জুন জলপাইগুড়ি শহর থেকে প্রশাসনের উদ্যোগে এনবিএসটিসির বাসে করে এই ট্যুর করানো হবে পরীক্ষামূলকভাবে। জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির পর্যটন ব্যবসায়ীদের নিয়েই এই ট্যুর করা হবে। তারপর এই জেলা প্রশাসন ও এনবিএসটিসির সহযোগিতায় বেসরকারি পর্যটন সংস্থাগুলি ট্যুর পরিচালনা করবে। বৃহস্পতিবার এব্যাপারে জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের হলঘরে অতিরিক্ত জেলা শাসক (পর্যটন) প্রিয়দর্শিনী ভট্টাচার্য ও জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মনের উপস্থিতিতে পর্যটন ব্যবসায়ী, এনবিএসটিসির প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করা হয়।

২৭ জুন সকাল ৮টায় শহরের মাদ্রাসা ময়দান থেকে ট্যুর শুরু হবে। প্রথমে যোগমায়া কালীবাড়ি, তারপর সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড অল অ্যাঞ্জেল চার্চ ঘুরে বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ি যাওয়া হবে। সেখানে টিফিন দেওয়া হবে। রাজবাড়ির মন্দির, রাজবাড়ি, দিঘি ঘুরে বাস গোশালা মোড়ের দেবী চৌধুরানি মন্দির হয়ে চলে যাবে ময়নাগুড়ির হুসলুরডাঙ্গার জটিলেশ্বর মন্দিরে। তারপর জল্পেশ মন্দিরে যাবে। এখানেই লাঞ্চ দেওয়া হবে। এরপর বটেশ্বর মন্দির ঘুরিয়ে সোজা চলে যাবে বাস তিনবিঘা করিডরে। সেখান থেকে তিস্তার উপর জয়ী সেতু ঘুরে সাতকুড়ার ত্রিস্রোতা মহাপীঠ যাবে বাস। ত্রিস্রোতা মহাপীঠে স্থানীয় লোকসংস্কৃতির উপর নাচগানের ব্যবস্থা থাকবে।

জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির দুয়ার।

তারপর মালকানির ঢোলগ্রাম মন্দির পরিদর্শন করে সন্ধের সময় শহরের ৪ নম্বর গুমটিতে কালু সাহেবের মাজার ঘুরে মাদ্রাসা ময়দানে এসে ভ্রমণ শেষ হবে।

হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল জানান, হেরিটেজ স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ঘিরেই ট্যুর করানোর পরিকল্পনা নিয়েছে প্রশাসন। নেচার অ্যান্ড ট্রেকার্স ক্লাব অফ জলপাইগুড়ির কোঅর্ডিনেটর ভাস্কর দাসের মন্তব্য, 'এই ধরনের ধর্মীয়, হেরিটেজ স্থানে ভ্রমণ করতে বয়স্করা বেশি করে আগ্রহী হবেন। এই নতুন উদ্যোগকে সফল করতে আমাদের সকলকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।' অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি ট্যুর অপারেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা সব্যসাচী রায়ের বক্তব্য, 'কীভাবে ট্যুর আরও ভালোভাবে পরিচালনা করা যায়, তা দেখতেই ২৭ তারিখের ট্যুরে আমাদের মতো সংস্থাগুলি অংশ নিচ্ছে।'

এর আগে প্রশাসন টি ট্যুরিজম চালু করেও ধারাবাহিকতা রাখতে পারেনি। তাই এবার শুরু থেকেই সর্বদর্শন হারমনি ট্রেইল পরিকল্পনায় পর্যটন ব্যবসায়ীদের যুক্ত করা হয়েছে। এখন এটাই দেখার যে, ২৭ তারিখের পর এই ট্যুরকে বাস্তবায়িত করতে ট্যুর অপারেটররা কতটা উদ্যোগী হন।

অতিরিক্ত জেলা শাসক (পর্যটন) প্রিয়দর্শিনী ভট্টাচার্য বলেন, 'সকলের সঙ্গে আলোচনা করেই পরীক্ষামূলক ট্যুরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।' জানা গিয়েছে, এনবিএসটিসির সঙ্গে বাসের ভাড়া নিয়ে ট্যুর অপারেটররা বসে সিদ্ধান্ত নেবেন। কখনও কম সংখ্যক মানুষ বেড়াতে আগ্রহ দেখালে তাঁদের ছোট গাড়িতে করেও ঘোরানো হবে। তবে ট্যুরের লাগাম প্রশাসনের হাতেই থাকবে।

জন্মদিনে নতুন ঠিকানা

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন : জন্মদিনে নতুন বাসভবনে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করে দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর জন্য মধ্য দিল্লির ৫ নম্বর সুনেহরি বাগ রোডের বাংলোটি বরাদ্দ করে। নতুন বাড়ি দেখে পছন্দও হয় রাহুলের। বৃহস্পতিবার থেকেই নতুন বাড়িতে উঠে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে দেন তিনি। ২১ জুলাই থেকে সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু আগেই নতুন ঠিকানায় বাস করতে শুরু করতে পারেন বিরোধী দলনেতা। ২০০৪ সালে প্রথমবার সাংসদ হওয়ার পর থেকে ১২ তুঘলক লেনের বাংলো ছিল রাহুলের ঠিকানা। ২০২৩ সালে একটি মানহানির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর ওই ঠিকানা থেকে উচ্ছেদ হতে হয় রায়বেরেলির সাংসদকে। তারপর থেকে মা সোনিয়ার বাড়িতেই থাকেন। সুনেহরি রোডের বাড়িটিতে আগে থাকতেন কর্ণাটকের বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ নারায়ণস্বামী।

বর্ষণে বিপজ্জনক সিকিমের পথ

ভয় বাড়াচ্ছে ১০ নম্বর সড়ক

শিলিগুড়ি, ১৯ জুন : আকাশে মেঘ জমতেই ভীত হচ্ছে পাহাড়। আশঙ্কা জমাট বাঁধছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক নিয়েও। ফি বছরই পাহাড়ে বর্ষার সঙ্গী ধস, ভূমিধসে রাস্তার ক্ষতি এবং বিপর্যস্ত জনজীবন। এক রাতের বৃষ্টি, বৃহস্পতিবার মূলত কালিম্পং পাহাড়ে এমনই সমস্ত বিপদকে একসঙ্গে হাজির করেছে। টানা বৃষ্টি এবং তা যদি ভারী থেকে অতি ভারী হয়, তবে পরিস্থিতি কোথায় পৌঁছাতে পারে, তা ভাবতে গিয়ে আশঙ্কিত হচ্ছেন পাহাড়ের পাশাপাশি সমতলের অনেকেই। রবিবার থেকে টানা তিনদিনের জন্য ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'এই অঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটায়, হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই রবিবার থেকে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে।' এদিকে, এদিন মেল্লিতে বৃষ্টির জেরে স্কুটি নিয়ে তিস্তায় পড়ে যান দুই তরুণ। বিকেল পর্যন্ত তাঁদের খোঁজ মেলেনি।

লিকুভিরে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ছে বোল্ডার। যে কারণে পরিস্থিতি বুঝে এখানে যান চলাচলের অনুমতি দিচ্ছে ট্রাফিক পুলিশ। মেল্লি এবং কিরণের মধ্যে রাস্তাটির বড় একটা অংশ অনেকটাই বসে গিয়েছে। ফলে এখান দিয়ে ভারী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কালিম্পং জেলা পুলিশ। প্রবল বর্ষণের জেরে এমন পরিস্থিতি, বলছে জেলা প্রশাসন। যান নিয়ন্ত্রণের জন্য এদিন জাতীয় সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। একেই বৃষ্টি, তার মধ্যে যানজট, ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয় এই পথের যাত্রীদের। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় কালিম্পংয়ে বৃষ্টি হয়েছে ১০৪.৬ মিলিমিটার। এক রাতের এমন বৃষ্টিতে এই পরিস্থিতি হলে, অতি ভারী বৃষ্টির ক্ষেত্রে কী হবে, তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন অনেকেই। অধিকাংশরই আশঙ্কা, ফের বন্ধ হয়ে যাবে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। বর্তমানে জাতীয় সড়কটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে এনএইচআইডিসিএল। গত কয়েক মাস ধরেই সড়কে কাজ করছে কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থাটি। ওই কাজের জন্য প্রায়দিন রাস্তাটি বন্ধ রাখা, যান নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। এদিনের রাস্তার পরিস্থিতি দেখে অনেকেরই প্রশ্ন, কাজ হলটা কোথায়? হলে এতদিন কী কাজ হল? কালিম্পংয়ের বাসিন্দা রবীন থাপা বলেন, 'কেন্দ্রীয় সংস্থা রাস্তা মেরামতির দায়িত্ব নেওয়ায় খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু যা দেখলাম, তাতে নিশ্চিত এবছরও ভোগাবে রাস্তাটি।'

শুধু ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক নয়, বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৭১৭ এ জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গা। চুইখিম বস্তির সেতুর কয়েকটি পিলার এলাকায় ভূমিধসের সৃষ্টি হয়েছে বলে স্থানীয়দের বক্তব্য। ফলে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং ৭১৭ এ জাতীয় সড়ক দিয়ে একসঙ্গে যদি যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, তবে সড়কপথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে সিকিম। চরম ক্ষতির মুখে পড়তে হবে কালিম্পংকেও।

ধসে যাচ্ছে রাস্তা। প্রবল বেগে তখন বইছে তিস্তা।

নামছে ধস

- লিকুভিরে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ছে বোল্ডার
- মেল্লি এবং কিরণের মধ্যে রাস্তাটির বড় একটা অংশ অনেকটাই বসে গিয়েছে
- বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৭১৭ এ জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গাও
- এক রাতের এমন বৃষ্টিতে এই পরিস্থিতি হলে, অতি ভারী বৃষ্টির ক্ষেত্রে কী হবে, তা নিয়ে সংশয়

মানে না মমতাকেও

প্রথম পাতার পর

এই বিপজ্জনক মাতব্বর ভাইয়ের দল দিদির নাম করে ক্ষমতার ঘোড়া চালাচ্ছেন, বদনাম হচ্ছে পার্টির। মমতার কাছে ক্ষমা চাইলে হবে না, এদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। অঙ্ক তাঁদের অতি সরল। তিনটি মন্ত্র নিয়ে তাঁদের জীবন- অসত্য গুজব ছড়ানো। ভয়ের সাম্রাজ্য তৈরি করে ক্রমাগত হুমকি। মমতাকে ভুল বুঝিয়ে ডিভাইড-রুল প্রয়োগ। বিজেপির যেমন মন্ত্র হিন্দু বনাম মুসলিম হাওয়া বানিয়ে ভোট করা।

যাঁদের সঙ্গে বিরোধ, এঁদের নামে কালীঘাট বা নবান্নতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কান ভারী করে দাও- 'দিদি এ কিন্তু বিজেপির লোক। ও আল্ট্রা লেফট। ওদের উচিত শিক্ষা দিচ্ছি।'

দিদি ভাবলেন, ভাই নিশ্চয়ই ঠিক কথাই বলছে। ভাইদের হাতে লাঞ্ছিত লোকগুলোর দিকে তাকালেনই না। তাঁরা সুবিচার পেলেন না। মমতার সঙ্গে দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক নষ্ট হতে লাগল তাঁদের। ওদিকে, ভাইয়েরা প্রতিহিংসা পালনের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে যেতে লাগলেন দিব্যি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝেই মুখ্যমন্ত্রীর খটাখটি লাগার প্রধান কারণ এমন দুর্বিনীত, উদ্ধত, ক্ষমতাপ্রিয় ভায়েরাই।

প্রবীণ বনাম নবীন সমীকরণ নয়। কোচবিহার টু কাকদ্বীপ ভায়া কলকাতা তৃণমূলে আসল ঝামেলার কেন্দ্রে গুণধর ভ্রাতৃদল। যাঁদের অধিকাংশের কার্যকলাপ অভিষেকের পছন্দ নয়। এখন যে অনুব্রত বা হুমায়ুনের মতো নেতা যা খুশি করেন, তার মানে একটাই। পাশে আছে দিদি, হবে জয়!

মমতা রাত জেগে টিভি সিরিয়াল দেখেন, তাঁর মতো করে সাহিত্যচর্চা করেন, সবার জানা। অথচ টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিই সবচেয়ে বিপন্ন শিল্প। সাহিত্য আকাদেমি, নাট্য অ্যাকাডেমিতেও হাত মিলিয়ে অনেক কাজ চলছে, যা দিদিই জানেন না। যে কোনও সময় টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিতে তালাচাবি লেগে যাবে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপের দাদাগিরিতে। এই স্বরূপ কাউন্সিলারও নন, অথচ মমতা-অরূপকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে প্রসেনজিৎ-দেব-সৃজিত-কৌশিক-পরমব্রত-অনির্বাণদের কাজ বন্ধ করতে এক মিনিট লাগে তাঁর। এক বছর ধরে স্বরূপ তাঁর স্বরূপ বোঝাচ্ছেন মিটিং না ডেকে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ না মেনে। মমতা রহস্যজনক চুপ। মাঝে তিনি নিজের ভাই বাবুনকে পর্যন্ত কিছুদিনের জন্য ত্যাজ্য করেছিলেন। এখানে এসব হয় না।

দেব-শতাব্দী-জুন থেকে শুরু করে সায়নী-লাভলি-সায়ন্তনীরা তৃণমূলের এমপি, এমএলএ। অথচ মমতা স্থানীয় বিধায়কের কীর্তিমান ভাইকে টালিগঞ্জ সামলাতে দিলেন কেন? সাহিত্যজগৎ কি তাহলে কলেজ স্ট্রিটের বিধায়কের ভাই সামলাবেন, যাত্রাপাড়া চিৎপুরের বিধায়কের ভাই, খেলার ময়দান চৌরঙ্গির বিধায়কের ভাই? অরূপকে দিদি অনেক জায়গায় জট খুলতে পাঠান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অরূপ সফল, সবাইকে নিয়ে চলার গুণের জন্য। শুধু ভাইকেই সামলাতে চূড়ান্ত ফ্লপ। অভিনেতারা বলেন, ভাই এখন দাদাকেই পাত্তা দেয় না। মমতার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্নদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের ঝামেলা লাগিয়ে দিতে ওস্তাদ স্বরূপ কোম্পানি।

ক'দিন আগেও দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য শিশু কমিশনের চেয়ারপার্সনের কাজ করেছেন সুদেষ্ণা রায়। তাঁর কাজ পর্যন্ত বন্ধ স্বরূপদের দাপটে। উপায়ান্তর না দেখে স্বরূপদের সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন সুদেষ্ণা। অথচ মুখ্যমন্ত্রীকে বোঝানো হচ্ছে, সুদেষ্ণার মামলা রাজ্যের বিরুদ্ধে। যা আদৌ সত্যি নয়। পরমব্রত-অনির্বাণ থেকে বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী পর্যন্ত ভাইগিরির শিকার। মাঝে দিদিকে বোঝানো হত, রাজ নাকি বিজেপি-ঘনিষ্ঠ।

পরমব্রত-অনির্বাণকে এরা কলকাতায় সিনেমায় অভিনয় করতে দেবে না, এমনই দুঃসাহস। সব কাজ মমতাকে বিভ্রান্ত করে, ভুল বুঝিয়ে। দিনসাতেক আগে কলকাতার বাঘা যতীনে স্বরূপদের সংস্থা অনির্বাণদের শুটিংয়ে টেকনিসিয়ানদের যেতে দেয়নি। ভয় দেখিয়ে, বুঝিয়ে। এই সংস্থা কি পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের বাইরে? মমতা কী বলেন?

দিদিকে বলুন শুনেছি। স্বরূপকে বলুন, সুবোধকে বলুন, ইন্দ্রনীলকে বলুন, এই শুনছি।

স্বরূপ বিতর্কে তৃণমূলের অনেক নেতাই সিনে তারকাদের পাশে। স্বরূপের ফেডারেশনের অনেক কর্মীও তাঁর বিরুদ্ধে। অথচ একটা সময় দেখবেন, বিদ্রোহী সুপারস্টাররা সন্ধি করে নিচ্ছেন স্বরূপের সঙ্গে। কারণ দুটো। এক, বহু টেকনিসিয়ানকেই ফেডারেশনের হুমকি অবধারিত-- আমাদের সঙ্গে না থাকলে কাজ বন্ধ। টেকনিসিয়ানের স্ত্রীকে পর্যন্ত হুমকি চলে। বহু অযোগ্য টেকনিসিয়ানও করে খাচ্ছেন। দুই, অনেক পরিচালক-প্রযোজক-অভিনেতাও ধান্দাবাজ। দু'নৌকোয় পা দিয়ে চলেন। একবার স্বরূপদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পরে হাত মিলিয়ে নেন।

ফেডারেশনের নিয়মে বিরক্ত হয়ে দার্জিলিং পাহাড় থেকে ভিনরাজ্যের বহু প্রযোজক পাততাড়ি গুটিয়ে নিয়েছেন। শুটিংয়ে এত ঝামেলা কে সহ্য করে? ওদিকে মি-টুতে অভিযুক্ত পরিচালক দিব্যি কাজ চালাচ্ছেন তৃণমূলের মন্ত্রী-নেতাদের সিনেমায় অভিনয় করিয়ে। একটু বাম আমলের কেচ্ছা ঢুকিয়ে দাও ছবিতে, সবাই খুশ, অপরাধ ধামাচাপা। আসল প্রশ্নও ধামাচাপা।

এই এক স্বরূপম্যানিয়ার অঙ্ক কষে ইস্ট-মোহনে অনন্তকাল রাজত্ব চালাচ্ছেন দেবব্রত সরকার, দেবাশিস দত্ত। মমতাকে বোঝানো হচ্ছে, নির্বাচন এলে টালিগঞ্জ বা দুই ক্লাবের সব ভোট তাঁদের। কত ভোট হতে পারে তাঁদের? এক লক্ষ, দুই লক্ষ। কত লক্ষ এই ভাইদের বিরুদ্ধে ফুঁসছেন দেখুন। ওখানে কেউ ধরছেন অভিষেককে। মুখ্যমন্ত্রীর নিজের দাদা ও ভাই অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ও আছেন। সবাইকে সব 'খেতে' হবে। সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন মোহনবাগান নির্বাচন নিয়ে এত নাটকের পর সন্ধিও ভাইদের খেল! স্বরূপ কিন্তু টালিগঞ্জ থেকে আইএফএ, বিওএতেও ছড়ি ঘোরাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ডোবাচ্ছেন ক্রীড়ামন্ত্রী দাদাকেও।

সাহিত্যেও ভাইগিরি পাবেন। সেখানে সুবোধ সরকার ও তাঁর ভাইদের কাজে প্রবল ক্ষোভ এক ঝাঁক সাহিত্যিকের। সাহিত্যে বা খেলায় বা বিনোদনে রাজনীতি ভয়ংকর। আসল রাজনীতিকে হারিয়ে দেবে। যে যখন ক্ষমতায় আসে, সেই এক দলবাজি চালায় সাহিত্যে। সুবোধের বিরুদ্ধপক্ষেও এমন কিছু বিতর্কিত মুখ পাবেন। কোনও লেখক জোড়াফুলেও থাকেন, পদ্মেও থাকেন। বাম আমল থেকেই নিজের লোককে পুরস্কার পাইয়ে দেওয়ার নিখুঁত খেলা চলে এখানে। এখন আবার বহুক্ষেত্রে মমতাই জানেন না, কে কী পুরস্কার পাবেন।

যেমন চলে নাটকে। সেখানে ব্রাত্য বসুকে কেন্দ্র করে মৌমাছিদের ভিড়। গানে যেমন ইন্দ্রনীল সেনকে ঘিরে। গানমেলায়, সাহিত্য উৎসবে অনেক পরিচিত মুখ ডাক পান না ওই এক রেকর্ড শুনিয়ে। ওকে ডাকিনি দিদি, ও বিজেপি। ওকে ডাকিনি দিদি, ও সিপিএম-আল্ট্রা লেফট। আরজি কর-সন্দেশখালি আন্দোলনে ছিল।

সেই শিল্পী, সাহিত্যিক, খেলোয়াড়, নাট্যকর্মী, পরিচালক বেচারা হয়তো কিছুই জানেন না। ভাইরা তার প্রতিহিংসা পূরণ করে নিল দিব্যি। অভিষেককে বলেও শেষপর্যন্ত কিছু হল না। তিনিও অসহায়।

মমতা যেখানে নিজে যাচ্ছেন, সমস্যা নেই। অন্যরা নামলেই সর্বনাশ! এটা সত্যি, সুভাষ চক্রবর্তীকে সরিয়ে রাখলে বাম সরকারের বাকিরা সিনেমা-টিভি-গান-খেলাকে গুরুত্বই দিত না এতটা। মমতার সেই উন্নাসিকতা নেই। টাকা খরচ হয়েছে প্রচুর এবং অনেকটাই অকারণ। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ভাইদের নিখুঁত হিসেব দিতে বললে আবার বিপদ!

এই ক্ষমতাহীন অথচ আসল ক্ষমতাধর ভায়েরাই মমতার এক নম্বর বিপদ। ভেবে দেখুন, কলকাতায় শিক্ষিত সংস্কৃতিমনস্কদেরই যদি এরা ভীতসন্ত্রস্ত অসহায় করে রাখতে পারে, তা হলে গ্রামবাংলার চেহারা ঠিক কীরকম হতে পারে?

ভুলবে না প্রফুল্লকে

প্রথম পাতার পর

এই মানুষটির কাছে বাঙালি বা ভারতীয় পাঠকদের/দর্শকদের যা ঋণ তা বাঙালি বা ভারতীয়রা তাদের ভালোবাসা দিয়ে শোধ করেছে, করতে থাকবে। কিন্তু আমি আমার ব্যক্তিগত ঋণের কথা কি কখনও তেমন করে বলেছি? হয়তো এখানে একটু বলার সুযোগ করে নিতে পারলে একটু অপরাধ স্খালনের শান্তি পাব।

ব্যক্তিটি সম্বন্ধে জীবনগত তথ্যের তালিকা করা যথেষ্ট নয়। সে সংবাদমাধ্যমের শোকগাথায় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হবে। ১৯২৪-এর ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিক্রমপুরের আটপাড়া গ্রামে জন্মেছিলেন (এই অঞ্চলের গ্রামীণ ছবি তাঁর উপন্যাসে ও কিশোর রচনায় চমৎকার উঠে এসেছে), কিন্তু ১৯৫০-এ বৃহৎ দাঙ্গার বছরে তাঁকে দেশ ছেড়ে চলে আসতে হয়। তিনিও কিছুদিন আগে প্রয়াত অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই এক ছিন্নমূল লেখক, এবং ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের জীবন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম নিয়ে লেখা তাঁর সাহিত্যের অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয়— 'কেয়াপাতার নৌকা', 'উত্তাল সময়ের ইতিকথা', 'শতধারায় বয়ে যায়', 'পিতৃভূমি', 'নোনা জল মিঠে মাটি' ইত্যাদি উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে সেই বিধ্বস্ত ছন্নছাড়া জীবন গড়ে তোলার ইতিবৃত্ত।

প্রফুল্লদা পরিজনদের নিয়ে দেশ ছেড়েছিলেন, কিন্তু কলকাতায় পাকাপাকিভাবে থিতু হওয়ার আগে তাঁর নিজের মধ্যেও একটা বাউন্ডুলেপনা লক্ষ করি আমরা। আমি তাঁর আত্মজীবনমূলক 'যখন যা মনে পড়ে' পড়িনি, কিন্তু তাঁর লেখার অভিজ্ঞতায় নাগাল্যান্ডে রানি গুইদালোর সংগ্রাম খুব প্রথম দিকেই উঠে আসে, তাঁর বিখ্যাত 'পূর্বপার্বতী' উপন্যাসে, যা 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। একজন উদ্বাস্তু লেখক উদ্বাস্তু জীবন থেকে চোখ সরিয়ে ভারতের ওই উত্তর-পূর্ব কোণে দৃষ্টি রাখবেন, এটাই তখন আমাদের কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর লেখার গুণে ওই অঞ্চলের ইতিহাস জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, আর বাংলা সাহিত্যের ভূগোল ও মানবসংস্কৃতির বিস্তার ঘটল বলে আমরা খুশি হয়েছিলাম। তখনই লক্ষ করেছিলাম, তাঁর মধ্যে নৃবিজ্ঞানীসুলভ একটি পর্যবেক্ষণের নির্মোহ বাসনা আছে। তার পরে মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের কপর্দকহীন অন্ত্যজ জনজীবন, যা 'আকাশের নীচে মানুষ' এবং বেশ কিছু ছোটগল্পে মর্মগ্রাহী হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, তাও তাঁর এক শক্তিশালী অভিজ্ঞতার এলাকা বলে আমাদের কাছে দেখা দিল। সেখান থেকে আবার তিনি পৌঁছে গেলেন আন্দামানে, সেখানকার উদ্বাস্তুদের লড়াই দলিলবদ্ধ করবার জন্য।

হয়তো তাঁর মানচিত্র আরও বড়, কিন্তু অনেক উদ্বাস্তু বা উদ্বাস্তু নন এমন বাঙালি লেখক যখন কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের কোনও অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকেন, তখন, আমাদের মনে আছে, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়রা আমাদের কাছে বঙ্গীয় নাগরিক ও গ্রামীণ সাংস্কৃতিক (এবং 'শ্রেণি'গত) অভিজ্ঞতার বাইরে অনেকগুলি জানলা খুলে

দিয়েছিলেন, অন্য অঞ্চলের অন্য ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষেরা কীভাবে বাঁচছে (এবং মরছে) তা দেখবার জন্য। মহাশ্বেতা দেবীও একটু পরে ইতিহাস থেকে বর্তমানে এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবেন। ইতিহাসের কথাটা ছুঁয়ে রাখছি এই কারণে যে, স্থানে নয়, ইতিহাসে পর্যটন তখন অনেক বাঙালি লেখককে আকৃষ্ট করছিল- বিমল মিত্র, রমাপদ চৌধুরী যেমন।

প্রফুল্লদার বর্ণনাভঙ্গিতে সহজ, আন্তরিক বিবৃতি ছিল, কোনও তীব্র দৃষ্টিকোণ ছিল না, যাতে তাঁকে কোনও ভাবে পক্ষপাতী বা আক্রমণাত্মক বলে মনে হয়। তাঁর বর্ণনা বা আখ্যানে তেমন নাটকীয়তাও ছিল না। মানুষগুলির অপরিসীম দুর্গতি তিনি দেখান, কিন্তু কারও দিকে অভিযোগের আঙুল যে তোলেন তা নয়। গভীর সহানুভূতিপূর্ণ, কিন্তু সংযত আবেগ দিয়ে তিনি তাঁর চরিত্রগুলিকে আঁকেন, আজকের ভাষায় যাদের সাব-অল্টার্ন বলা যায়। সাধারণভাবে রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত মানুষই তাঁর সাহিত্যে আমাদের বেশি টানে। জীবনের নিষ্ঠুরতার ছবি তাঁর কলমে অনাসক্তভাবে উঠে এসেছে। আমার মনে আছে, বিহারের নিঃস্বতম ঘরের তরুণী মেয়েদের কাহিনি, যারা শুধু ভাত খেতে পাবে বলে নানা সময়ে নানা পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়। তবে ওই এলাকার বাইরে, বিশেষত কিশোরদের জন্য রচনায় তাঁর মনের প্রসন্নতার সহজ স্বাদ পাই। 'পাগল মামার চার ছেলে', 'ভালোমানুষ চোর', 'সেনাপতি নিরুদ্দেশ', 'হীরের টুকরো', 'রাবণবধ পালা' ইত্যাদিতে তিনি কিশোরদেরও এক প্রিয় লেখক হয়ে উঠেছিলেন।

প্রফুল্লদার কাছে আমার ঋণের কথা এবার একটু বলি। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয় ১৯৭৬-এর শেষ দিকে, যখন তিনি অধুনালুপ্ত দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকার রবিবারের সাহিত্যপত্রটি দেখতেন। সম্ভবত তাঁরই আমন্ত্রণে তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করি। তিনি যুগান্তরের 'ছোটদের পাততাড়ি' আর রবিবারের যুগান্তরে লেখার ঢালাও আমন্ত্রণ করেন। আমি তখন বিদেশ থেকে একটি আপাতকঠিন বিদ্যা, ভাষাবিজ্ঞানে উচ্চতর গবেষণা সেরে সবে ফিরেছি, অধ্যাপকের তকমা গায়ে আছে। কিন্তু তিনি বললেন, শুধু প্রবন্ধ লিখলে হবে না। ছোটদের জন্য গল্প লিখুন, ছড়া লিখুন, এমনকি ডিটেকটিভ গল্পও লিখুন। তা সে সবই আমি যুগান্তরের পাতায় লিখেছি জাপানের ভ্রমণকাহিনীও লিখেছি। অন্যদের তুলনায় একটু বেশি বেশিই লিখেছি।

তিনি যতদিন ঢাকুরিয়ার সেলিমপুরের বাসায় ছিলেন বহুদিন গেছি সেখানে, আমার গড়িয়ার বাড়িতে তিনি এসেছেন কোনও উপলক্ষ্যে। বৌদির কথাও খুব মনে পড়ছে। মেয়েদের কথাও। টালিগঞ্জে যাবার পর ফোনে কথা হত মাঝে মাঝে।

সব কিছু ছাড়িয়ে মানুষটির কথা মনে পড়ছে। অমন ভদ্র, সুজন, মৃদুভাষী মানুষ আর দুটি দেখিনি। লেখক হিসেবে তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠদের সারিতেই আছেন, থাকবেনও। সে ঘটনা নিশ্চয়ই তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। সাহিত্য আকাদেমি পেয়েছেন (২০০৩), বঙ্কিম পেয়েছেন (১৯৮৬), মতিলাল, ভুয়ালকা আরও কত কী পুরস্কার পেয়েছেন। খ্যাতি ও সাফল্য দুই-ই তাঁর প্রচুর পরিমাণে অধিগত হয়েছে। তাঁর গল্প নিয়ে প্রচুর ফিল্ম হয়েছে, নাটক হয়েছে, টেলিফিল্ম, টেলিসিরিজ হয়েছে বাংলা আর হিন্দিতে, তা তিনি সকলই দেখে গেছেন। আর একটা সময় বড় খবরের কাগজের সাহিত্য-সম্পাদক হিসেবে তো একটা ক্ষমতার জায়গাতেই ছিলেন। কিন্তু তাঁর চেহারায়, পোশাকে, কথাবার্তায়, আচরণে-- কোথাও কোনও এ ব্যাপারে সচেতনতা বা তার দাপটের চিহ্নমাত্র ছিল না।

এই মানুষটিকে বাঙালি নানা ভাবে মনে রাখবে। তাঁর লেখা বেঁচে থাকবে, লেখা থেকে তৈরি অন্যান্য কাজ বেঁচে থাকবে, হতে থাকবে।

আর আমাদের মতো যারা তাঁর কাছে যেতে পেরেছিল তারা মনে রাখব এক অসাধারণ সুভদ্র, সহিষ্ণু, মানুষ আর স্নেহশীল, প্রশ্রয়দাতা অগ্রজ হিসেবে।

ফালাকাটা শহরে ঘর ভাঙল হাতি

ফালাকাটা, ১৯ জুন : বারবার হাতির হানার কথা শুনলে মনে হবে যেন বক্সার জঙ্গল লাগোয়া কোনও গ্রাম। তা নয়, খোদ ফালাকাটা শহরে হাতির হানায় ভাঙল ঘর। ক্ষতি হল ফসলের। বৃহস্পতিবার ভোরে পুরসভা এলাকার ১ নম্বর ওয়ার্ডের চুয়াখোলা ও গোপনগরে হানা দেয় ৭-৮টি হাতির পাল। ভোর ভোর সেই হাতির হামলায় তছনছ হয়েছে বেশ কয়েক বিঘা জমির ফসল। পাশাপাশি একটি খামারবাড়িতেও ভাঙচুর চালায় হাতির দল। হাতির হামলায় ক্ষতি হয়েছে ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের জমির ফসলও। পরে বনকর্মীরা তাদের জঙ্গলে ফেরান।

ফালাকাটা পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মিনু বর্মন গোপ বলেন, 'আমার ওয়ার্ডে এখন মাঝেমধ্যেই হাতি হানা দিচ্ছে। ফসল থেকে বাড়িঘর সব কিছুই তছনছ হচ্ছে।' বৃহস্পতিবার হাতির হানায় প্রায় ২ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দাবি কাউন্সিলারের। তিনি আরও বলেন, 'বন দপ্তরকে সব জানিয়েছি। হাতি তাড়াতে তাদের আরও সক্রিয় হতে হবে।'

এলাকার বাসিন্দা অমর সরকার বলেন, 'আমরা তখন ঘুমিয়ে ছিলাম। ভোরের দিকে হঠাৎ শুনতে পাই হাতির চিৎকার। বাইরে বেরিয়ে দেখি অন্তত ৭-৮টি হাতি ঘোরাঘুরি করছে। আমার আর প্রতিবেশীদের জমির ফসল খাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য বনকর্মীরা আসেন।'

পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড পার করলেই কুঞ্জনগরের জঙ্গল। এদিন ভোরের দিকে কুঞ্জনগর থেকেই হাতিরা হানা দেয়। হাতিগুলো চুয়াখোলায় ঢুকে পড়ে। সেখানে বিষ্ণু গোপের খামারবাড়িতে হানা দেয়। খামারবাড়িটির বেশ কিছু অংশ ভেঙে দেয়। পরে পাশে থাকা ধানের বীজতলা নষ্ট করে দেয়। এই এলাকারই বাসিন্দা কাউন্সিলার মিনু, অমর সরকারদের জমির ফসল নষ্ট করে। পরে হাতির দল চলে যায় গোপনগর এলাকায়। সেখানেও জমিতে লাগানো ভুট্টা, করলা, ধানের বীজতলা নষ্ট করে দেয়। এর মধ্যেই অবশ্য জলদাপাড়া দক্ষিণ রেঞ্জ থেকে বনকর্মীরা চলে আসেন। তাঁরা সার্চলাইট, পটকা ফাটিয়ে হাতির দলকে জঙ্গলে ফেরাতে সক্ষম হন।

এলাকার কৃষক কৃষ্ণ গোপ বলেন, '১০ থেকে ১২ বিঘা জমির জন্য ধানের বীজতলা তৈরি করছিলাম। কিন্তু হাতি এসে সব নষ্ট করে দিল। ধান লাগাতে না পারলে সারাবছর কীভাবে চলবে?' বন দপ্তর যে ক্ষতিপূরণ দেবে তাতে আদতে ক্ষতিপূরণ হবে না, বলছেন ক্ষতিগ্রস্তরা।

বাজবল বনাম শুভমান পক্ষ শুরু আজ

টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে শুরুর আগে ফুরফুরে মেজাজে শুভমান গিল।

লিডস, ১৯ জুন : নয়া জমানা। নতুন ভাবনা। নতুন স্বপ্নও।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বীনরা এখন টেস্ট ক্রিকেটের আঙিনায় অতীত। তাঁদের তৈরি করে যাওয়া রাজ্যপাট সামলানোর দায়িত্ব এখন শুভমান গিলের।

ভারতের ৩৭তম টেস্ট অধিনায়ক শুভমানের শুভ মহরত আগামীকাল। লিডসের হেডিংলে ক্রিকেট মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজে শুক্রবার অভিযান শুরু করছে তরুণ টিম ইন্ডিয়া। প্রতিপক্ষ বেন স্টোকসের ইংল্যান্ড। কিন্তু তার থেকেও বেশি ক্রিকেট দুনিয়ায় আলোচনা চলছে শুভমান পক্ষ বনাম বাজবল।

শেষ কয়েক বছর ধরেই স্টোকস, ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের ইংল্যান্ড লাল বলের ক্রিকেটে চরম আগ্রাসন দেখাচ্ছে। ইংল্যান্ডের এমন আগ্রাসী ক্রিকেট স্কিলের নাম হয়েছে বাজবল। সেই বাজবলের বিরুদ্ধে শুভমানের ভারত কেমন করে, সেদিকে একটু বেশিই নজর ও আগ্রহ রয়েছে ক্রিকেটমহলের। তাছাড়া রোহিত-কোহলিদের পরবর্তী পর্বে শুভমানের ভারতের প্রথম একাদশ কেমন হতে পারে, তা নিয়েও চলছে চর্চা। ইতিহাস বলছে, ১৯৭১, ১৯৮৬ ও ২০০৭ সালে বিলেতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল ভারত। শেষ জয় আঠারো বছর আগে ২০০৭ সালে রাহুল দ্রাবিড়ের ভারতের। মাঝের সময়ে ক্রিকেট বদলেছে। বদলে গিয়েছে সামগ্রিক ক্রিকেটীয় ভাবনাও। দাপট বেড়েছে কুড়ির ক্রিকেটের। কিন্তু তার পরও বিলেতের মাটিতে শুভমানের নয়া ভারতকে নিয়ে রয়েছে আগ্রহ। বিশেষ করে 'রোকো' জুটির অবসরের পর টেস্টের আঙিনায় শুভমান-ঋষভ পন্থরা কেমন করেন, টিম ইন্ডিয়া আঠারো বছরের আক্ষেপ মিটিয়ে ফের বিলেতে সিরিজ জিততে পারে কিনা, আলোচনার শেষ নেই।

যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে অভিজ্ঞ লোকেশ রাহুল হেডিংলেতে টিম ইন্ডিয়ার হয়ে ওপেন করবেন, এই তথ্য সবারই জানা। রাহুলের উপর টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং অনেকটাই নির্ভর করবে। ফলে রাহুলের উপর চাপ থাকবে নিশ্চিতভাবেই। অথচ রাহুল নিজে এখনও ডুবে রয়েছেন 'রোকো' জুটির মায়ায়। ভারতীয় সাজঘরে কোহলিদের না পেয়ে মন খারাপ রাহুলের। বিলেতের সংবাদ মাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাহুল বলেছেন, 'এক দশকেরও বেশি সময় ধরে রোহিত-কোহলিরা ভারতীয় দলের স্তম্ভ ছিল। সাজঘরে ওদের মিস করছি। অতীতে আমি যখনই খেলেছি, ওদের কাউকে সবসময় পাশে পেয়েছি।' আপাতত রোহিতদের পাশে পাওয়া সম্ভব নয়। রাহুল নিজেও ভালোই জানেন। জানেন নয়া অধিনায়ক শুভমানও। অথচ, সব জানার পরও পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ সামলে অধিনায়ক শুভমান এখন তাঁর টিম ইন্ডিয়াকে নয়া দিশা দিতে বদ্ধপরিকর। গতকালের পর আজও ভারতীয় দলের অনুশীলনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শুভমানকে দেখা গিয়েছে। গতকালের ভারতীয় অনুশীলনের শেষ পর্বে কুঁচকিতে চোট পেয়েছিলেন করুণ নায়ার। প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল, তাঁর চোট গুরুতর। আজ তাঁকে অনুশীলনে দেখার পর করুণকে নিয়ে জল্পনা কমেছে। বড় অঘটন না হলে করুণ আট বছর পর জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন করার মাঝে তিন নম্বরে ব্যাট করতে চলেছেন।

ইংল্যান্ড গতকালই হেডিংলে টেস্টের প্রথম একাদশ ঘোষণা করে দিয়েছে। তিন নম্বরে ওলি পোপ ব্যাট করবেন, সেটাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্টোকসদের এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক রয়েছে বিলেতের ক্রিকেটে। জেকব বেথেলকে প্রথম একাদশে না রাখা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও স্টোকসদের অন্দরমহলে কী চলছে, তা নিয়ে মোটেও বিচলিত নয় ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। নয়া অধিনায়ক শুভমানের পাশে কোচ গৌতম গম্ভীরের জন্যও আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা টেস্ট সিরিজ অগ্নিপরীক্ষা হতে চলেছে। টিম ইন্ডিয়ার সিনিয়ারদের সরিয়ে একেবারে তরুণদের নিয়ে গড়া দল নিয়ে কোচ গম্ভীর কেমন করেন, তা নিয়ে প্রবল আগ্রহ। বিশেষ করে বাংলার মুকেশ কুমারকে 'অবহেলা' করে হর্ষিত রানাকে ইংল্যান্ড সফরের দলে জুড়ে দেওয়ার গম্ভীরের সিদ্ধান্ত নিয়ে চলছে বিতর্ক। আর এমন স্পর্শকাতর আবহের মধ্যে শুক্রবার শুভমান পক্ষ শুরু হতে চলেছে। টিম ইন্ডিয়ার শক্তিশালী বোলিং বনাম ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ের মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে থাকবে হেডিংলে টেস্ট ও সিরিজের ভাগ্যও।

স্টোকসরা প্রথম একাদশ ঘোষণা করলেও শুভমান সেই পথে হাঁটেননি। বরং ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, নীতীশ কুমার রেড্ডি বনাম শার্দূল ঠাকুর, কাকে খেলানো হবে, তা নিয়ে চলছে আলোচনা। রাতের দিকের খবর, দুই অলরাউন্ডারকেই টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে দেখা যেতে পারে। তেমনটা হলে বি সাই সুদর্শনকে টেস্ট অভিষেকের জন্য হয়তো অপেক্ষা করতে হবে।

ইংল্যান্ড বনাম ভারত
প্রথম টেস্ট
সময় : দুপুর ৩.৩০ মিনিট
স্থান : লিডস
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও হটস্টারে

সিরিজ সেরা ব্যাটার হওয়া লক্ষ্য গিলের

লিডস, ১৯ জুন : বাইরের দুনিয়ার কথায় কান দিও না। কে কী বলছে, সেসব নিয়ে ভেবো না। নিজের কাজটা করে যাও। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দাও।

বক্তার নাম শচীন তেন্ডুলকার। পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট। আগামীর নয়া সন্ধিক্ষণে ভারতীয় ক্রিকেটের কান্ডারি এখন শুভমান গিল। অধিনায়ক শুভমানের হাত ধরে আগামীকাল হেডিংলেতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ শুরু করছে টিম ইন্ডিয়া। তার আগে শুভেচ্ছা, অভিনন্দনের পাশে পরামর্শের বন্যায় ভাসছেন টিম ইন্ডিয়ার নতুন অধিনায়ক শুভমান। কিংবদন্তি শচীনের থেকেও আজ পরামর্শ পেয়েছেন তিনি।

৩২ টেস্টের অভিজ্ঞতা রয়েছে নয়া ভারত অধিনায়কের। বিলেতের মাটিতেও অতীতে খেলেছেন তিনি। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি আলাদা। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা অবসর গ্রহে। শুভমান ভারতের নতুন টেস্ট অধিনায়ক। ২৫ বছর বয়সে দেশের ৩৭তম টেস্ট অধিনায়কের দায়িত্ব পাওয়ার পর যে কোনও ক্রিকেটার চাপে থাকবেন। হয়তো শুভমানের মনের অন্দরে চাপ রয়েছে। কিন্তু তাঁকে দেখে সেটা বোঝার উপায় নেই। চার নম্বরে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার পর অনুশীলনে রয়েছেন দারুণ চনমনে মেজাজে। অধিনায়ক হিসেবে আজ প্রথমবার সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হওয়া শুভমানের শরীরীভাষাতেও আত্মবিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট। আর সেই আত্মবিশ্বাস থেকেই শুভমান ঘোষণা করেছেন, তিনি সিরিজের সেরা ব্যাটার হতে চান। নয়া ভারত অধিনায়কের আত্মবিশ্বাসী কথায়, 'আমি সিরিজের সেরা ব্যাটার হতে চাই। সেটাই এখন মূল লক্ষ্য আমার।'

শুভমান শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা সিরিজের সেরা ব্যাটার হবেন কিনা, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে ভারত অধিনায়ক তাঁর কেরিয়ারের নয়া চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'দেশের অধিনায়কত্ব করা, তাও আবার টেস্ট ক্রিকেটে, এর চেয়ে বড় সম্মান আর কিছুই হতে পারে না। আমি গর্বিত এমন সম্মান পেয়ে। মাঠে সেরাটা দিয়ে দেশকে সাফল্যের পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।' টিম ইন্ডিয়াকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আজ যেমন শচীনের পরামর্শ পেয়েছেন শুভমান। তেমনই অষ্টাদশ আইপিএলের মাঝে বিরাট, রোহিতদের সঙ্গেও জাতীয় দলের নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা করেছিলেন শুভমান। ভারত অধিনায়কের কথায়, 'আইপিএলের মাঝেই আমি বিরাট ও রোহিতভাইয়ের সঙ্গে বিলেত সফর ও নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। ওদের থেকেও অনেক পরামর্শ পেয়েছি। সেগুলো মাঠে কাজে লাগাতে হবে।'

অনুশীলনের মাঝে কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনায় শুভমান গিল। বৃহস্পতিবার।

> দেশের অধিনায়কত্ব করা, তাও আবার টেস্ট ক্রিকেটে, এর চেয়ে বড় সম্মান আর কিছুই হতে পারে না। আমি গর্বিত এমন সম্মান পেয়ে। মাঠে সেরাটা দিয়ে দেশকে সাফল্যের পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।
>
> **শুভমান গিল**

টিম ইন্ডিয়াকে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশে শুভমান আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা টেস্টে চার নম্বরে ব্যাটিং করবেন তিনি। কোহলির শূন্যস্থানপূরণের দায়িত্ব গিলের কাঁধে। ভারত অধিনায়কের কথায়, 'বিরাটভাইয়ের টেস্ট থেকে অবসরের পর আমি ও জিজিভাই (গৌতম গম্ভীর) একটি বৈঠক করেছিলাম। সেখানেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, চার নম্বরে ব্যাটিং করার।' নিজের ব্যাটিং অর্ডার স্পষ্ট করে দিলেও হেডিংলে টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি তিনি। এমনকি তিন নম্বরে করুণ নায়ারকে দেখতে পাওয়া নিয়েও নীরব শুভমান। ভারত অধিনায়কের কথায়, 'আমাদের একাধিক কম্বিনেশন তৈরি রয়েছে। পরিস্থিতি বুঝে আগামীকাল খেলা শুরুর আগে পিচ দেখে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করব।'

অধিনায়কের দায়িত্ব নেওয়ার পরই শুভমান জানিয়েছিলেন, তিনি দলের অন্দরে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে চান, যেখানে সতীর্থরা সবাই নিরাপদ বোধ করবেন। কাল থেকে শুভমান সেই কাজটা শুরু করছেন। তার আগে নয়া ভারত অধিনায়কের কথায়, 'আমরা যে পরিকল্পনা নিয়ে সামনে তাকাতে চাইছি, তা কতটা সফল হল, অগাস্ট মাসে বলতে পারব। এখন আমাদের সামনে এগিয়ে চলার সময়।' শুভমান পক্ষ ভারতীয় ক্রিকেটকে কোন পথে নিয়ে যায়, সেটাই দেখার। কারণ, আইপিএল ট্রফি জয়ের চেয়ে বিলেতে টেস্ট সিরিজ জয় যে গুরুত্বপূর্ণ, ভালোই জানেন তিনি।

হাসপাতালে এমবাপে

ফ্লোরিডা, ১৯ জুন : অসুস্থ। হাসপাতালে ভর্তি কিলিয়ান এমবাপে।

ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে আল হিলালের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে খেলা হয়নি। গ্রুপ পর্বের বাকি দুই ম্যাচেও অনিশ্চিত ফরাসি তারকা। জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরেই জ্বরে ভুগছেন এমবাপে। সেইসঙ্গে পেটের সমস্যা দেখা দেওয়ায় তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রেরই এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এক বিবৃতিতে রিয়াল মাদ্রিদ জানিয়েছে, 'গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিসে আক্রান্ত এমবাপে। বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি।'

২৩ জুন পাচুকা এবং ২৭ তারিখ আরবি সলজবার্গের বিরুদ্ধে ক্লাব বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের বাকি দুটি ম্যাচ খেলবে মাদ্রিদের ক্লাবটি। প্রথম ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করায় এমনিতেই চাপে রয়েছে স্প্যানিশ জায়েন্টরা। এরইমধ্যে এমবাপের শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হলে তা আরও বড় ধাক্কা হবে রিয়ালের জন্য।

শুরুতে হোঁচট খেল রিয়াল

ফ্লোরিডা, ১৯ জুন : আল হিলালের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র।

ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে এগিয়ে গিয়েও হোঁচট খেল রিয়াল মাদ্রিদ। কিলিয়ান এমবাপে ছিলেন না। পরিবর্তে অনভিজ্ঞ গঞ্জালো গার্সিয়াকে সামনে রেখে দল সাজান রিয়ালের নতুন কোচ জাভি অলোন্সো। ৩৪ মিনিটে গার্সিয়ার গোলেই এগিয়ে যায় মাদ্রিদ। যদিও তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। প্রথমার্ধের শেষদিকে পেনাল্টি থেকে আল হিলালকে সমতায় ফেরান রুবেন নেভেস। দ্বিতীয়ার্ধে আর্দা গুলারদের একাধিক প্রচেষ্টা থামিয়ে দেন হিলালের মরোক্কান গোলরক্ষক ইয়াসিনে বৌনৌ। ৮৮ মিনিটে ফেডেরিকো ভালভের্দের পেনাল্টি রুখে সৌদি ক্লাবটির নিশ্চিত হার বাঁচান তিনিই।

ম্যাচ শেষে প্রস্তুতির ঘাটতি নিয়ে অলোন্সো বলেছেন, 'বেশকিছু জায়গায় আমাদের খামতি রয়েছে। সেগুলি শুধরাতে হবে। তার জন্য সময় প্রয়োজন।' অন্য ম্যাচে আল আইনকে ৫-০ গোলে হারাল জুভেন্তাস। জোড়া গোল র‍্যান্ডাল কোলো মুয়ানি ও ফ্রান্সিসকো কনসেকাওয়ের। একটি গোল কেনান ইলদিজের।

বুমরাহকে নিয়ে আতঙ্কিত নন স্টোকস

বিরাটকে মিস করবেন রুট

লিডস, ১৯ জুন : গত ভারত সফরে মুখ থুবড়ে পড়েছিল বাজবল। ৪-১ ব্যবধানে হেরে দেশে ফিরতে হয় ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের ইংল্যান্ডকে। তার আগে ২০২২ সালে হোম সিরিজও ২-২। লাল বলের ফর্ম্যাটে শেষবার ভারত-বধ ২০১৮ সালে। আগামীকাল শুরু সিরিজে সাত বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটাতে বদ্ধপরিকর থ্রি লায়ন্স। হোম অ্যাডভান্টেজ এবং তরুণ ভারত, যার ফায়দা তুলতে চান বেন স্টোকসরা।

লক্ষ্যপূরণে সবচেয়ে বড় কাঁটা নিঃসন্দেহে জসপ্রীত বুমরাহ। ইংলিশ কন্ডিশনে হোম অ্যাডভান্টেজ বুমেরাং হতে পারে ভারতীয় বোলিংয়ে বুমরাহর উপস্থিতিতে। স্টুয়ার্ট ব্রড, মাইকেল ভনদের দাবি, বুমরাহকে সামলানো নিয়ে সতর্ক করছেন দলকে।

অধিনায়ক স্টোকসও সমীহ করছেন। সতর্ক থাকছেন। তবে বুমরাহ-আতঙ্কে ভুগতে নারাজ। প্রথম টেস্ট শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগে পরিষ্কার বার্তা, বুমরাহ নিঃসন্দেহে বিশ্বমানের বোলার। কিন্তু একার হাতে সিরিজ জিতিয়ে দেওয়ার ভাবনা বাড়াবাড়ি। বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মানে বিশ্বমানের বোলারদের মুখোমুখি হওয়া। বুমরাহর দক্ষতা সম্পর্কে সবাই অবহিত। যে কোনও দলে হয়ে, যে কোনও পরিবেশে ও কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, আমরাও জানি। তবে ক্রিকেট দলগত খেলা। কোনও একজনকে নিয়ে আতঙ্কের কারণ দেখছি না।'

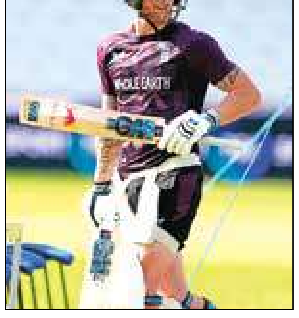
ব্যাটিং অনুশীলনে চলেছেন বেন স্টোকস। বৃহস্পতিবার লিডসে।

নিউজিল্যান্ড সফরে ছন্দে থাকা জেকব বেথেলকে বসিয়ে ওলি পোপ কেন, প্রশ্ন উঠছে। অনেকের মতে, ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বেথেলের বাঁহাতি স্পিনও কাজে আসত। যদিও পোপের পাশে দাঁড়াচ্ছেন স্টোকস। যুক্তি, জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে গত টেস্টে পোপের পারফরমেন্স (১৭১ রান করেন) অগ্রাধিকার পেয়েছে। এরপর কাউকে বসানো সম্ভব নয়।

নিজের ফিটনেস নিয়ে সমর্থকদের আশ্বস্ত করছেন। চোট-আঘাত স্টোকসের বরাবরের নিত্যসঙ্গী। ডিসেম্বরে নিউজিল্যান্ড সফরে হ্যামস্ট্রিংয়ে সমস্যার পর গত মাসে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ফেরেন। স্টোকসের কথায়, বয়স বাড়ছে। কুড়ি আর চৌত্রিশের মধ্যে তফাত থাকবে। ফিটনেস নিয়ে কাজও তাই কঠিন হচ্ছে। বাড়তি পরিশ্রম করতে হচ্ছে। বিশ্বাস, ফিটনেস পথের কাঁটা হবে না।

তরুণ ভারতীয় দল। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বীনদের অনুপস্থিতি। যদিও প্রতিপক্ষকে হালকাভাবে নিতে নারাজ স্টোকস। বলেছেন, 'রোহিত, বিরাট, অশ্বীন নেই বলছে অনেকে। তবে এর মানে এই নয়, ওদের পরিবর্তে যারা খেলবে, তাদের সামলানো সহজ হবে। ভারত সিরিজ সবসময় কঠিন। কোনও একজন নয়, পুরো ভারতীয় দল নিয়েই ভাবছি আমরা।'

জয়ের আত্মবিশ্বাস স্টোকসের কথায়। জানান, ক্রিস ওকস দলের লাকি-চার্ম। তাঁর জমানায় ওকস খেললে নাকি ইংল্যান্ড টেস্টে হারে না। আশাবাদী, ভারতের বিরুদ্ধে যা বজায় থাকবে। হেডিংলেংর উইকেটও আশা দেখাচ্ছে। পিচের সুবিধা কাজে লাগিয়ে পুরোদস্তুর ফায়দা তোলায় টার্গেট। পাখির চোখ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের টিকিট। শুভসূচনা ভারত সিরিজেই করতে চান।

অপরদিকে, বিরাট-রোহিতকে নিয়ে কিছুটা আবেগতাড়িত রুট। জানান, দুই কিংবদন্তির বিদায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ক্রিকেটই। বলেছেন, 'বিরাটকে কখনও প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিনি। সবসময় শ্রদ্ধা করেছি ওকে। অসাধারণ খেলোয়াড়। নতুনদের জন্য নিঃসন্দেহে ভালো সুযোগ। তবে আমি মিস করব বিরাটকে।'

টার্গেট শুভমান

হুংকার ইংল্যান্ডের প্রাক্তনদের

গিলেই আস্থা শাস্ত্রী-কপিলের

লিডস, ১৯ জুন : অধিনায়ককে চাপে রাখো। বাকি দলকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিতে সুবিধা হবে। তরুণ ও নবাগত ভারতীয় টেস্ট অধিনায়ক শুভমান গিলের বিরুদ্ধেও সেই স্ট্র্যাটেজির ভাবনা ইংল্যান্ড শিবিরে। বেন স্টোকস, জো রুটদের পূর্বসূরি, ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটাররাও শুক্রবার শুরু সিরিজের জন্য সেই পরামর্শই দিচ্ছেন।

রোহিত শর্মা অবসরে কার্যত বিনা নোটিশেই টেস্ট অধিনায়কের গুরুভার। গত কয়েক বছরে লোকেশ রাহুল, ঋষভ পন্থ, জসপ্রীত বুমরাহর নাম ঘোরাফেরা করেছে। রোহিতের অবর্তমানে লোকেশ ও বুমরাহ টেস্টে নেতৃত্বও দিয়েছেন। সেখানে লিডারশিপ গ্রুপে না থেকেও সবাইকে পিছনে ফেলেন টেস্ট অধিনায়ক শুভমান।

অভিজ্ঞতা বলতে আইপিএলে গুজরাট টাইটান্সকে নেতৃত্ব দেওয়া। টেস্ট আলাদা মঞ্চ। ইংলিশ কন্ডিশনে চ্যালেঞ্জও কঠিন। নিক নাইট অধিনায়ক শুভমানের অনভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর পরামর্শ দিচ্ছেন স্টোকসদের। সোজাসাপটা থিয়োরি, বাড়তি চাপ তৈরি করে শুভমানকে শুরু থেকে অস্বস্তিতে ফেলে দাও।

নাইটের যুক্তি, হঠাৎ দায়িত্ব পেয়েছে। পুরোদস্তুর প্রস্তুত নয় শুভমান। নিজের ব্যাটিংয়ের সঙ্গে দলের ভার সামলানো সহজ হবে না। কোচ, সিনিয়ার সতীর্থদের এগিয়ে আসতে হবে। নাইট নিশ্চিত, ইংল্যান্ড শুভমানের অনভিজ্ঞতার পুরো ফায়দা তুলবে। কারণ, অধিনায়ককে নড়বড়ে করে দিলে প্রভাব পড়বে দলে, বাকিদের ওপর।

রবি শাস্ত্রী কিন্তু আস্থা রাখছেন শুভমানে। বিশ্বাস, কাজটা কঠিন হলেও ঠিক সামলে নেবে। আইসিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'ওকে বলব তাড়াহুড়ো না করে সময় নিয়ে পা ফেলতে। ইংল্যান্ড সফরে নেতৃত্ব দেওয়া সহজ নয়। তবে আমার ধারণা, দ্রুত শিখবে। আইপিএলে গুজরাট টাইটান্সের হয়ে ওকে ঠান্ডা মাথায় নেতৃত্ব দিতে দেখেছি। টেম্পারামেন্ট বেশ ভালো। ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠছে। চাইব ভারতীয় দলের নেতৃত্বেও যা বজায় রাখুক।'

শুভকামনা জানিয়েছেন কপিল দেবও। কিংবদন্তি অলরাউন্ডার বলেছেন, 'ওর জন্য গর্বিত বোধ করছি। অনেক শুভেচ্ছা রইল দলের প্রতিও। বিশ্বাস, জিতে ফিরবে। শুভমানকে বলব চাপমুক্ত হয়ে খেলতে। নতুন অধিনায়ক। প্রত্যাশার চাপ নেই। চাইব সেভাবে নিজেকে মেলে ধরুক।'

চর্চায় জসপ্রীত বুমরাহ। প্রাক্তনদের মতে বুমরাহর পারফরমেন্স, রুটদের বিরুদ্ধে কতটা প্রভাব ফেলবে, তার ওপর নির্ভর করবে সিরিজের ভাগ্য। স্টুয়ার্ট ব্রড যেমন বুমরাহকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'বিশ্ব ক্রিকেটে এই মুহূর্তে সেরা বুমরাহই। এই নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার। অস্ট্রেলিয়ায় নিজের ক্ষমতা দেখিয়েছে। ইংলিশ কন্ডিশনেও ভয়ংকর হয়ে উঠবে। পাঁচটা টেস্টে ওর মুখোমুখি হতে চাইবে না ইংল্যান্ড। প্রতিটি ম্যাচে খেললে ঝোলা ভর্তি উইকেট তুলবে বুমরাহ।'

ব্রডের মতে, ইউনিক বোলিং স্টাইল, নিখুঁত লাইন লেংথ বুমরাহর সম্পদ। একইভাবে ঠান্ডা মাথায় অস্ত্রগুলিকে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবহার করতে জানে। বল হাতে সবসময় ভয়ংকর, লড়াকু। যখন রান আপ শুরু করে মনে হয় ৭০ মাইল গতিতে বল আসবে। কিন্তু ব্যাটারদের চমকে দিয়ে তা দাঁড়ায় ৯০ মাইলের ওপর! ব্রড বলেছেন, 'শোয়েব আখতার ১০০ মাইল গতিতে বল করত। সবাই সেভাবে প্রস্তুত থাকত। বুমরাহ সম্পূর্ণ আলাদা। ছোট এবং অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত বোলিং রান আপেই ঝড় তোলে। কখনও ছন্দ বিগড়াতে দেয় না। বরাবর গ্লেন ম্যাকগ্রাথের ভক্ত আমি। বুমরাহ অনেকটা ওর মতো।'

> ইউনিক বোলিং স্টাইল, নিখুঁত লাইন লেংথ বুমরাহর সম্পদ। একইভাবে ঠান্ডা মাথায় অস্ত্রগুলিকে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবহার করতে জানে।
>
> **স্টুয়ার্ট ব্রড**

ডুরান্ড থেকে নাম তুলতে পারে আইএসএলের একাধিক ক্লাব

সংশয় এই শতাব্দীপ্রাচীন টুর্নামেন্ট নিয়েও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জুন : আইএসএল হবে কিনা তা নিয়ে সংশয়ের মাঝে এদিন দুঃসংবাদ ডুরান্ড কাপে!

বেশিরভাগ আইএসএল ক্লাবেই হঠাৎ থমকে যাবতীয় কাজকর্ম। ফুটবলের অভ্যন্তরীণ ভাষায় যাকে 'অপারেশনস' বলা হয়, সেটাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে চেন্নাইয়ান এফসি, এফসি গোয়ার মতো ক্লাবে। পরিস্থিতি যা তাতে শোনা যাচ্ছে একেবারে উপরমহল থেকে নির্দেশ না এলে চেন্নাইয়ানের কাজ আর শুরু না হওয়ারই সম্ভাবনা। ক্লাবের কর্ণধার ভিটা দানি নিজে চেন্নাইয়ানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন মুকেশ আম্বানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে। কিন্তু বছরের পর বছর ক্ষতি সামাল দেওয়ার পর যখন এবার এমনিতেই আইএসএল নিয়ে দোটানার মধ্যে এফএসডিএল, তখন তিনিও আর ক্লাব চালিয়ে যেতে রাজি নন। অন্দরের খবর, ফের আম্বানিদের নির্দেশ বা অনুরোধ না এলে তিনি সম্ভবত ঝাঁপ বন্ধ করে দিতে চলেছেন চেন্নাইয়ানের। এদিন ক্লাবের তরফে ডুরান্ড কাপ আয়োজকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে শতাব্দীপ্রাচীন এই টুর্নামেন্টে তারা সম্ভবত অংশ নিচ্ছে না। একই বক্তব্য এফসি গোয়ারও। তারাও দল নামাতে চায় না ডুরান্ডে। অন্য অনেক ক্লাব জুনিয়ার বা রিজার্ভ দলের অনুশীলন শুরু করলেও এই দুই ক্লাবে এখনও তেমন কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি। এছাড়াও হায়দরাবাদ এফসি, ওড়িশা এফসি, কেরালা ব্লাস্টার্স, মুম্বই সিটি এফসি ও বেঙ্গালুরু এফসি-র মতো ক্লাবও ডুরান্ড কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে, তাদের নাম রেখে এখনই যেন ড্র বা কোনওকিছু করে ফেলা না হয়। এর মধ্যে কেরালা এই বিষয়ে বুধবার ক্লাবের সভার পর নিজেদের সিদ্ধান্ত জানাবে বলে জানিয়েছে।

আয়োজকদের আশঙ্কা, কলকাতার দল বলেই হয়তো ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ছাড়া বাকি আইএসএলের দলগুলিকে নাও পাওয়া যেতে পারে ডুরান্ড কাপে। কারণ চেন্নাইয়ান বা গোয়ার দেখাদেখি বাকি ক্লাবগুলি নাম তুলে নিলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

এরকম পরিস্থিতিতে আই লিগের ক্লাব এবং অন্যান্য আরও কিছু ক্লাবের উপর নির্ভর করতে চাইছে ডুরান্ড কর্তৃপক্ষ। তবে সেখানেও সমস্যা রয়েছে। মণিপুর গ্রুপে ট্রাউ এফসি ও নেরোকা এফসি-কে রাখার ভাবনা ছিল। কিন্তু সেখানেও নেরোকা জানিয়ে দিয়েছে, তারা দল গড়ে উঠতে পারেনি, ফলে ডুরান্ডে খেলবে না। এখন গ্রুপ সাজাতে হিমসিম অবস্থা আয়োজকদের। তাই কলকাতার ডায়মন্ড হারবার এফসি-র মতো সদ্য আই লিগে উত্তীর্ণ হওয়া দলের পাশাপাশি লাদাখ ওয়ান নামের একটি ক্লাবের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। সম্ভবত লাদাখের এই ক্লাবকেও দেখা যাবে ডুরান্ডে। তবে এতসবের পরেও আয়োজকদের ভাবনা, একাধিক আইএসএল ক্লাব না থাকলে আদৌ টুর্নামেন্ট করা যাবে কিনা তা নিয়ে। কারণ তাতে টুর্নামেন্টের জৌলুস আদৌ থাকবে না। সেক্ষেত্রে এবার ডুরান্ড কাপও যদি বন্ধ রাখা হয় তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

এসবের মধ্যেই প্রশ্ন উঠছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের ভূমিকা নিয়ে। আইএসএল, ডুরান্ডের মতো টুর্নামেন্ট হবে কি হবে না, এসব নিয়ে যখন ভারতীয় ফুটবলে আলোচনা তুঙ্গে তখনও মুখ বন্ধ ফেডারেশন কর্তাদের। শেষপর্যন্ত কোথাকার জল কোনদিকে গড়ায়, সেদিকেই তাকিয়ে এখন ফুটবল মহল।

পতৌদির পরিবারকে ‘কথা’ দেন শচীন

মুম্বই, ১৯ জুন : অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার ট্রফি।

পতৌদি ট্রফির নাম বদলে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের নতুন নামকরণ। স্বদেশীয় কিংবদন্তির পরিবর্তে নিজের নাম, যে অস্বস্তি নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন শচীন তেন্ডুলকার। দাবি করেন, ক্রিকেট দুনিয়ায় পতৌদি পরিবারের অবদানের প্রতি বরাবরই তিনি শ্রদ্ধাশীল। পতৌদির পরিবারের সঙ্গে তিনি কথা বলেছিলেন এই নিয়ে। কথাও দেন তাঁর তরফে যতদূর যাওয়া সম্ভব, তিনি চেষ্টা চালাবেন।

এতদিন চুপ করে থাকলেও সেটাই করে গিয়েছেন। যে উদ্যোগের ফল, ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের সঙ্গে পতৌদির নাম (জয়ী অধিনায়ককে পতৌদি পদক) থেকে যাওয়া। এদিন শচীন বলেছেন, ‘প্রথম কথা, পুরোনো ট্রফিকে ‘অবসরে’ পাঠানোর সিদ্ধান্ত একান্তভাবেই বিসিসিআই এবং ইসিবি-র বিষয়। তবে নামবদলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা আমার সঙ্গে আলোচনা, আমার সম্মতির পরই সম্ভব। আর ভারতীয় ক্রিকেটে পতৌদি পরিবারের অবদান অনস্বীকার্য। পতৌদি সিনিয়ার (ইফতিকার আলি খান পতৌদি) ইংল্যান্ড ও ভারতের হয়ে খেলেছিলেন। টাইগার পতৌদি (মনসুর আলি খান পতৌদি) ভারতীয় দলকে সুনামের সঙ্গে দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমার জন্মের আগের ঘটনা। তাই ওঁদের খেলা দেখার সুযোগ হয়নি। কিন্তু প্রচুর গল্প শুনেছি, তা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। সেই সম্মান, শ্রদ্ধার জায়গা যাতে বজায় থাকে, তার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা চালাব, কথা দিয়েছিলাম পতৌদির পরিবারকে।’

শচীনের কথায়, গুরুত্বপূর্ণ সিরিজের ট্রফি তাঁর নামে নামাঙ্কিত হওয়া বিশাল সম্মানের। কিন্তু একইসঙ্গে অস্বস্তিরও। কারণ, ট্রফিটি জড়িত স্বদেশীয় কিংবদন্তিদের নামের সঙ্গে। নাম পরিবর্তনের খবর কানে আসার পর পতৌদি পরিবারের সঙ্গে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যোগাযোগ করেন শচীন। তারপর জয় শা, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ও ইসিবি-র পদাধিকারীদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। অনুরোধ করেন, এমন কিছু পদক্ষেপ করা হোক, যাতে পতৌদি পরিবারের রেখে যাওয়া পরম্পরার প্রতি সম্মান অটুট থাকে।

মাস্টার ব্লাস্টারের যে উদ্যোগের পরই ইসিবি-র তরফে ইতিবাচক সাড়া। শচীন বলেছেন, ‘আমার যুক্তিগুলি শোনার পর দ্বিতীয়বার ফোন করে ওরা (ইসিবি)। জানায়, সিরিজের সঙ্গে পতৌদির নাম যুক্ত থাকবে এবং বিজয়ী অধিনায়ককে পতৌদি মেডেল দেওয়া হবে। বরাবরই সিনিয়ারদের প্রতি সম্মান দেখিয়েছি। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আমার যতটুকু ক্ষমতা, সেটা দিয়েই চেষ্টা করেছি সিরিজের সঙ্গে পতৌদি-যোগ যেন বজায় থাকে।’

ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে সহমত নন কপিল দেব। জানান, কিছুটা অবাকই হয়েছেন এই পদক্ষেপের সিদ্ধান্তে। বিশ্বজয়ী অধিনায়ক বলেছেন, ‘খবরটা শুনে কিছুটা অবাকই হয়েছি। তবে শেষ কথা ক্রিকেটই। ওটাই আসল। বাকি সবকিছু চলতে থাকবে। শুধু আমাদের দেখতে হবে, ক্রিকেটটা যেন বদলে না যায়, একই থাকে।’

ভারত-ইংল্যান্ড ট্রফি বিতর্ক

ইংল্যান্ড-ভারত সিরিজ শুরুর আগে নিজেদের নামাঙ্কিত ট্রফির সঙ্গে জেমস অ্যান্ডারসন ও শচীন তেন্ডুলকার। বৃহস্পতিবার লিডসে। -পিটিআই

> প্রথম কথা, পুরোনো ট্রফিকে ‘অবসরে’ পাঠানোর সিদ্ধান্ত একান্তভাবেই বিসিসিআই এবং ইসিবির বিষয়। তবে নামবদলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা আমার সঙ্গে আলোচনা, আমার সম্মতির পরই সম্ভব। আর ভারতীয় ক্রিকেটে পতৌদি পরিবারের অবদান অনস্বীকার্য।
>
> **শচীন তেন্ডুলকার**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে নৈশভোজ করে আপ্লুত ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ ইগর স্টিমাক। নিজেই সেই ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করলেন।

কলকাতা লিগে ডার্বি ১৯ জুলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জুন : বৃহস্পতিবার কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের প্রথম সাত রাউন্ডের সূচি দিল আইএফএ। ২৫ জুন নৈহাটি স্টেডিয়ামে লিগের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে কালীঘাট এমএস ও বেহালা এসএস। ইস্টবেঙ্গল মাঠে নামছে ২৭ জুন। নৈহাটিতে লাল-হলুদের প্রতিপক্ষ মেসারার্স। ১৯ জুলাই ডার্বি। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ দেওয়া হয়েছে বারাসাত স্টেডিয়ামে।

স্মরণে

স্বর্গীয়া পিয়ালী সরকার দাস
দ্বিতীয় প্রয়াণ বার্ষিকী
"তোমাকে স্মরণ করি অশ্রু অর্ঘ্য দিয়ে
যেথা আছো ভালো থেকো চিরশান্তি নিয়ে"
তোমার চলে যাওয়ায় আমরা বিদীর্ণ ও মর্মাহত।
তোমার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।
ভাগ্যহীন : ডাঃ সুশান্ত দাস (স্বামী)
সোহিনী দাস, সুমেধা দাস (কন্যাদ্বয়)

৬ গোল ইয়ংয়ের

জামালদহ, ১৯ জুন : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে বৃহস্পতিবার বড় গোপালপুর ইয়ং স্টার এফসি ৬-০ গোলে জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন জুনিয়ারকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা মৃণ্ময় বর্মন জোড়া গোল করেন। বাকি গোলগুলি সঞ্জীব বর্মন, সঞ্জয় বর্মন, মহিম বর্মন ও সোমু বর্মনের। শনিবার খেলবে জামালদহ লাল স্কুল স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ও বড় গোপালপুর নবীন সংঘ।

NOTICE INVITING TENDER

Tender are hereby invited for e NIT No. 01/2025-26/CGP (SI.NO. 01 to 22, 15th CFC Tied & Un Tied) vide Memo No : 118/2025/CGP, Date :- 18.06.2025. For further details please visit the following site http://wbtenders/gov.in

Sd/-
Pradhan
Chamurchi Gram Panchayat
Banarhat Block
Dist. Jalpaiguri

সেকেন্ড বয়ের গেরো কাটাতে মরিয়া নীরজ

জিম সেশনে ঘাম ঝরাচ্ছেন নীরজ চোপড়া।

প্যারিস, ১৯ জুন : প্যারিস ডায়মন্ড লিগে মরশুমের প্রথম বড় খেতাবের লক্ষ্যে নামবেন ভারতের তারকা অ্যাথলিট নীরজ চোপড়া।

গত মাসে দোহা ডায়মন্ড লিগে বহু প্রতীক্ষিত ৯০ মিটারের (৯০.২৩ মিটার) গণ্ডি পার করেছিলেন নীরজ। কিন্তু জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবার ৯১.০৬ মিটার জ্যাভলিন ছুড়ে খেতাব জিতেছিলেন। এরপর পোল্যান্ডের জানুজ কুসোসিনোস্কি মিটেও জার্মান তারকার কাছে পরাজিত হন নীরজ।

পরপর দুইটি প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান পাওয়া ভারতীয় তারকার লক্ষ্য এখন প্যারিস ডায়মন্ড লিগ। শুক্রবার ভারতীয় সময় রাতে প্যারিস ডায়মন্ড লিগে নামবেন নীরজ চোপড়া। তবে এখানেও তাঁর মূল প্রতিপক্ষ ওয়েবার। গতবার এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন জার্মান তারকা। এদিকে নীরজ অবশ্য ২০১৭ সালের পর এই প্রথমবার প্যারিস ডায়মন্ড লিগে নামবেন। চলতি বছরে দক্ষিণ আফ্রিকার একটি আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতায় জেতা ছাড়া বড় কোনও খেতাব জিততে পারেননি নীরজ। প্যারিস ডায়মন্ড লিগে সেই খরা কাটাতে মরিয়া তিনি।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন সুরজ বর্মন। - শিবশংকর সূত্রধর

বড় জয় পুলিশের

কোচবিহার, ১৯ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার কোতোয়ালি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব ৩-০ গোলে প্রভাত ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে সুপন মারাক, রফিক হোসেন ও অতনু দাস গোল করেন। ম্যাচের সেরা প্রভাতের সুরজ বর্মন। তিনি পেয়েছেন নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি।

বজরংকে হারাল কুচলিবাড়ি ‘বি’

মেখলিগঞ্জ, ১৯ জুন : কুচলিবাড়ি ফুটবল ক্লাবের ৮ দলীয় কনক রায় ট্রফি ফুটবলে বৃহস্পতিবার কুচলিবাড়ি এফসি ‘বি’ দল ১-০ গোলে মেখলিগঞ্জের বজরং দলকে হারিয়েছে। গোল করেন বিশেশ্বর ওরাওঁ। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে ডাঙ্গারহাট এনএন ইয়ুথ ক্লাব ও কুচলিবাড়ি এফসি ‘এ’ দল।

ম্যাচের সেরা চিরঞ্জিৎ শীল। ছবি : অভিরূপ দে

ভুজারিপাড়ার ড্র

ময়নাগুড়ি, ১৯ জুন : সাপ্টিবাড়ি-২ প্লেয়ার্স ইউনিট চ্যাম্পিয়ন লিগ ফুটবলে বৃহস্পতিবার ভুজারিপাড়া এফসি ও রায় কোচিং সেন্টারের ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। রায় কোচিংয়ের বিশাল রায় ও ম্যাচের সেরা চিরঞ্জিৎ শীল গোল করেন। ভুজারিপাড়ার গোল দুইটি কৃতি রায় ও দীপঙ্কর রায়ের। শুক্রবার আয়োজকদের বিরুদ্ধে খেলবে রায় ফুটবল অ্যাকাডেমি।

হ্যাটট্রিক আকাশের

জলপাইগুড়ি, ১৯ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবলে বৃহস্পতিবার জেওয়াইএমএ ৫-১ গোলে পাণ্ডাপাড়া বয়েজকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা আকাশ ওরাওঁ হ্যাটট্রিক করেন। জোড়া গোল মণীশ ওরাওঁয়ের। পাণ্ডাপাড়ার গোলস্কোরার জয় বিশ্বাস।

সেরা বিবেকানন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ জুন : ঘোঘোমালি হাইস্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে ১৬ দলীয় আন্তঃ বিদ্যালয় দুইদিনের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ বিদ্যালয়। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে মার্গারেট সিস্টার নিবেদিতা ইংলিশ স্কুলকে হারিয়েছে।